# চিন্তা-পঠন বিদ্যা

প্রকাশক—

প্রফেসার রাজেন্দ্রনাথ রুদ্র

সাধনা কুটির,

পোঃ আলমনগর, রংপুর।

প্রিন্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# CHINTA-PATHAN VIDYA

OR

A COMPLETE PRACTICAL COURSE

OF

INSTRUCTION

IN

MIND-READING

( MUSCLE-READING & TELEPATHY )

**Second Edition**

( Revised and Enlarged )

BY


**Prof. R. N. Rudra,**

Psychical Instructor, Mental Healer etc.

SADHANA KUTIR,

P.o. Alamnagar ; Rangpur.



April, 1930.


Tuition Fee By Mail Rs 3/8 only.

# চিন্তা-পঠন বিদ্যা

## হাতে-কলমে শিখিবার সরল উপদেশমালা

( প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে )

দ্বিতীয় সংস্করণ

( পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত )

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান ও গুপ্তবিদ্যাবিৎ

প্রফেসার রাজেন্দ্রনাথ রুদ্র প্রণীত

সাধনা কুটির,

পোঃ আলমনগর, রংপুর

বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল

ডাকযোগে শিক্ষার ফিঃ ৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

# সম্মোহন বিদ্যা

ও

## শাখা বিজ্ঞান সমূহ হাতে-কলমে শিক্ষার সরল উপদেশ মালা

### তৃতীয় সংস্করণ

এই পুস্তকের সাহায্যে এবং আবশ্যক মত চিঠি-পত্রে উপদেশ দ্বারা বিদেশস্থ শিক্ষার্থিগণকে সম্মোহন বিদ্যা ও শাখা-বিজ্ঞান সমূহ (Hypnotism, Mesmerism, Auto-Suggestion, Magnetic Healing, Suggestive Therapeutics, Psycho-Therapeutics, Crystal Gazing, Clairvoyance etc.) দশ সপ্তাহের মধ্যে হাতে-কলমে (practically) শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রণালীতে এ যাবত প্রায় দুই সহস্র শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনীকে এই বিদ্যাগুলি শিখাইয়া কৃতকার্য্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা বাড়ী বসিয়া অল্পব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে এই সকল গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের জন্য ইহা অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক।

এই পুস্তকের নিয়ম-প্রণালীগুলি অনুসরণ করিয়া সাধারণ বাঙ্গলা জানা ব্যক্তিরাও স্ত্রীপুরুষদিগকে সম্মোহিত (hypnotise) করিতে পারিবেন এবং তাহাদের দ্বারা স্বীয় অভীপ্সিত বহু প্রকার কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবেন ও স্নেহ-ভালবাসা-বন্ধুত্ব লাভ করিয়া তাহাদিগকে চিরকাল আয়ত্তাধীন রাখিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত এই বিদ্যা বলে নিজের ও অপরের শারীরিক ও মানসিক বহু প্রকার রোগ আরোগ্য, সর্ব্বপ্রকার চরিত্র দোষ বিদূরিত এবং অত্যাশ্চর্য্য নানা প্রকার ক্রীড়া প্রদর্শন করা যায়। মূল্য ৫॥৵৹ আনা; ডাক মাশুল।৵৹ আনা স্বতন্ত্র।

প্রফেসার রাজেন্দ্রনাথ রুদ্র

# সূচীপত্র

## প্রথম খণ্ড



---

## দ্বিতীয় খণ্ড

# শুদ্ধিপত্র

১৭ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ লাইনে "বুৎপত্তি" স্থলে "ব্যুৎপত্তি" হইবে।

১৮ ,, ১৮শ ,, "উপাধি" শব্দের পরে "না" শব্দের স্থলে "বা" হইবে।

১৯ ,, ২২শ ,, "লেখটা" স্থলে "লেখাটা" হইবে।

২৪ ,, ১৬শ লাইনে "যত" শব্দ লোপ পাইবে এবং ঐ লাইনের "থাকিলে" শব্দের পরে "এবং" শব্দ যুক্ত হইবে।

২৭ ,, ১ লাইনে "অপ্রত্যাশিত ভাবের" পর"ভাবে" শব্দ লোপ পাইবে।

৩২ ,, ১৬শ ,, "স্বীকত" স্থলে "স্বীকৃত" হইবে।

৩৪ ,, ৬ষ্ঠ ,, "ধরিযা" শব্দ স্থলে "ধরিয়া" হইবে।

৪৩ ,, ১ম ,, "অপারগ" শব্দ স্থলে "অপারক হইবে।

৫২ ,, ৬ষ্ঠ ,, "ভাষার" শব্দ স্থলে "ভাষায়" হইবে।

৫৬ ,, ৬ ,, "per mission" স্থলে "permission" হইবে।

৫৬ ,, ১৯ ,, "সংবেদনীয়" শব্দ স্থলে "সংবেদনীয়া" হইবে।

৫৭ ,, ৬ ,, "প্রদর্শন" শব্দ স্থলে "প্রদর্শক" হইবে।

৫৯ ,, ১৭ ,, "পরিচিত" শব্দ স্থলে "পরিচিতা" হইবে।

৬১ ,, ১৬ ,, "সিদ্বান্ত" শব্দ স্থলে "সিদ্ধান্ত" হইবে।

৬৫ ,, ১১ ,, উহার শব্দের পর "তাহা" স্থলে "তাহার" হইবে।

৬৯ ,, ১ ,, "ছিলনা" শব্দের পর" "ছিলেন।" হইবে।

৯২ ,, ১১ ,, "চতুঃপার্শ্বস্থ" স্থলে "চতুষ্পার্শ্বস্থ" হইবে।

৯৬ ,, ৩য় " হেডিংএ "তৃতীয়" স্থলে "চতুর্থ" হইবে।

১০০ ,, ১ম ,, "ক্ষুধিতাবস্থায়" স্থলে "ক্ষুধার্ত্তবস্থায়" হইবে।

১১১ ,, ২২শ ,, "জগদ্বরেণ্য" স্থলে "জগদ্বরণ্যে" হইবে।

১১২ ,, ৮ম ,, "প্রবাল" স্থলে "প্রবল" হইবে।

১১৭ ,, ৭ম ,, "ব্যধিগ্রস্ত" স্থলে "ব্যাধিগ্রস্ত" হইবে।

৪৮ পৃষ্ঠায়' ৯ম লাইনে, ৪৯ পৃঃ ১ম লাইনে, ৫০ পৃঃ ৮ম লইনে এবং ৬২ পৃঃ ১২ লাইনে "অভ্যস্থ" স্থলে "অভ্যস্ত" হইবে।

# নিবেদন

মৎ প্রণীত **"সম্মোহন বিদ্যার"** সাহায্যে যে সকল ছাত্র 'হিপ্নো-টিজম্, 'মেস্‌মেরিজম্,' 'সাইকিক্ হিলিং' (আত্মিক চিকিৎসা) 'ক্রিষ্টেল গেইজিং (নখদর্পন), 'দিব্য-দর্শন' ইত্যাদি হাতে-কলমে শিক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, বৎসরাধিক পূর্ব্বে তাহাদের কয়েকজন আমাকে "মাইণ্ড-রিডিং" বা "থট্-রিডিং" সম্বন্ধেও বাঙ্গলায় একখানা উপদেশ মালা লিখিতে অনুরোধ করিয়া ছিলেন,—যাহার সাহায্যে তাহারা সম্মোহন বিদ্যা ইত্যাদির ন্যায় এই বিষয়টিও হাতে কলমে সহজে শিক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু তখন আমি তাহাদের এই অনুরোধ রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করি নাই। কারণ আমাদের দেশের ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে যাহারা আত্মিক তত্ত্বাদি প্রিয়, তাহারা এই বিষয়টির সহিত সুপরিচিত থাকিলেও ইংরাজী অনভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকেরই ইহার সহিত বিশেষ কোন পরিচয় নাই। সুতরাং এই বিষয়ে বাঙ্গলায় কোন পুস্তক লিখিলে উহা তাহাদের নিকট আদরণীয় না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী; অধিকন্তু ইংরাজীতে এই বিষয়ে কতক গুলি ভাল ভাল পুস্তক থাকাতে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকটও হয়ত উহার কোন আদর হইবেনা। ইহা ভাবিয়াই আমি তখন এই বিষয়ে কোন পুস্তক লিখিবার প্রয়াস পাই নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নানাস্থান হইতেই অনেক কার্য্যকুশল ছাত্র উক্তরূপ অনুরোধ করিতেছেন। তাহাদের এই আগ্রহ আন্তরিক কিনা,

তাহা বুঝিবার জন্য, আমি তাহাদিগকে পুস্তকের মূল্য বাবদ কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলাম এবং তাহারা অনেকেই তাহা করিয়াছেন। সুতরাং অবশেষে আমাকে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে হইল। আমি এখন এই শাখা বিজ্ঞানকে "চিন্তা-পঠন বিদ্যা" নামে অভিহিত করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম।

এই পুস্তক খানা যেরূপ আকারে ছাপিবার ইচ্ছা ছিল তাহা হইলনা। কারণ যাহারা অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা ইতি মধ্যেই পুস্তক পাইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; এজন্য আমাকে খুব তাড়াতাড়ি ইহার মুদ্রাঙ্কন শেষ করিতে হইল। সময়ের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ পাণ্ডুলিপি খানা ইচ্ছা মত বড় করিতে, কিম্বা সম্পূর্ণ পুস্তক খানা এক খণ্ডে ছাপিয়া উঠিতে পারিলাম না। তজ্জন্য ইহার আকার ছোট এবং ইহা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইল। আপাততঃ "প্রথম খণ্ড" ছাপা হইল; "দ্বিতীয় খণ্ড" পরে প্রকাশিত হইবে। আমি আশা করি শিক্ষাভিলাষিগণ এই খণ্ড উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে পারিব। সুতরাং ইহাতে তাহাদের শিক্ষার কোন ক্ষতি হইবে না। সময়াভাবে পাণ্ডুলিপি খানা ভালরূপে সংশোধিত হয় নাই,—যাহা লিখিয়াছি তাহাই ছাপা হইয়াছে, এবং ছাপা-খানার অনাবধানতা বশতঃ অনেক গুলি বর্ণাশুদ্ধি দোষও ঘটিয়াছে। এই সব কারণে পুস্তক খানার মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক গুলি ভুল রহিয়া গেল। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ তজ্জন্য কোন দোষ গ্রহণ করিবেন না। তাহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক "শুদ্ধিপত্র" দৃষ্টে ভুল গুলি সংশোধন করিয়া লইলে

নিতান্ত বাধিত হইব। ভবিষ্যতে যদি ইহার পুনর্মুদ্রাঙ্কন আবশ্যক হয়, তবে এই ত্রুটি গুলি নিশ্চয় সংশোধিত হইবে।

**"সম্মোহন বিদ্যা"** যে উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে, এই **"চিন্তা-পঠন বিদ্যা"**ও সেই অভিপ্রায়েই প্রকাশিত হইল। সুতরাং শিক্ষাভিলাষিগণ এই পুস্তকের সাহায্যে "মাইণ্ড-রিডিং" বা "থট্-রিডিং"এর উভয় শাখা—মাসল্-রিডিং ও টেলিপ্যাথি হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে পারিবেন। যে সকল শিক্ষার্থীর আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষা করার সুবিধা নাই, বিশেষভাবে তাহারা ইহার সাহায্যে এবং আবশ্যক মত আমার নিকট হইতে চিঠি-পত্রে উপদেশ লইয়া বাড়ী বসিয়া শিক্ষা করিতে পারিবেন। যাহারা সুচতুর ও সহজে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাহাদের আর আমার নিকট হইতে চিঠি-পত্রে কোন উপদেশ লওয়ার আবশ্যক হইবে না; তাহারা কেবল ইহার অনুসরণ করিয়াই শিক্ষা করিতে পারিবেন। তথাপি যদি কেহ উহার আবশ্যকতা বোধ করেন, তবে তিনি উত্তরের জন্য ডাক টিকেট সহ পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে আবশ্যকীয় বিষয়ে উপদেশ পাইবেন। এই সম্বন্ধে আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, কোন শিক্ষার্থী যেন এই পুস্তকখানা পড়িয়া লইবার পূর্ব্বে কোন বিষয়ে আমাকে চিঠি-পত্রে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা না করেন। কারণ তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং যাহা এই পুস্তকেই পরিষ্কার-রূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর পুনরায় হাতে লিখিয়া দেওয়ার আমার অবকাশ নাই। তবে যে যে বিষয় শিক্ষার্থীর নিকট দুরূহ বা অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইবে, আমি উহা তাহাকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। প্রশ্ন জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থী

উত্তরের জন্য অবশ্য ডাক টিকেট দিবেন, অন্যথায় তিনি উত্তর নাও পাইতে পারেন।

আমার বিশ বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ( practical experience) ফলে আমি যে সকল নিয়ম-প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও শীঘ্র ফলপ্রদ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, শিক্ষার্থীদিগকে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উহাদিগকেই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি; অনিশ্চিত কোন নিয়ম-প্রণালীর সন্নিবেশ দ্বারা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয় নাই। সুতরাং আমার ভরসা আছে যে, যে সকল শিক্ষার্থী আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টার সহিত শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া নিয়ম-প্রণালীগুলিকে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করিবেন, তাহারা এই বিদ্যা হাতে-কলমে শিক্ষা করিয়া নিশ্চয় সফল মনোরথ হইবেন। কিন্তু যদি কেহ পুস্তকোক্ত উপদেশগুলির প্রতি আস্থাহীন হইয়া, কিম্বা আলস্য বা অবহেলা বশতঃ, শিক্ষায় যত্নবান না হ'ন, তবে আমি তাহার অকৃতকার্য্যতার জন্য দায়ী হইব না। এইক্ষণ, এই পুস্তক শিক্ষাভিলাষিগণের নিকট সমাদৃত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি সন ১৩২৮ সাল, ৩০শে পৌষ।

| আলমনগর, রংপুর | বিনীত গ্রন্থকার |
|---|---|

# দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় "চিন্তা-পঠন বিদ্যার" দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এই বিদ্যার সহিত ইংরাজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণের তেমন পরিচয় না থাকিলেও, যাহারা আমার "সম্মোহন বিদ্যার" সাহায্যে হিপ্নোটিজম্ মেস্‌মেরিজম্, আত্মিক চিকিৎসা ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাদের প্রায় সকলেই এই পুস্তক লইয়া ইহার সাহায্যে চিন্তা-পঠন বিদ্যা হাতে কলমে শিক্ষা করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। বিশেষ ভাবে আমার এই সকল ছাত্রের দ্বারাই উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই পুস্তকের প্রচার হইয়াছে, এবং ইহার নিয়ম-প্রণালী গুলির প্রাঞ্জলতা দেখিয়া ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ইহার আদর করিয়াছেন। ইহা আমার সৌভাগ্য। ইদানীং সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান (Applied Psychology) চর্চ্চার জন্য একটা আগ্রহ দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ এইটা "কুম্ভ যুগ"; ( Acquarian Age ) ; এই যুগ-ধর্ম্মের প্রভাবে, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, আত্মিক তত্ব, প্রেততত্ব, গুপ্তবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি দ্বারা অনেক লোক অল্পাধিক পরিমাণে উপকৃত হইবে, এবং তাহাতে জন-সাধারণের মধ্যে এই সকল বিদ্যা চর্চ্চার প্রসার হইবে। আমার অভিজ্ঞতাও ইহার সমর্থক। আমি অনেকদিন হইতেই ইহা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আসি-তেছি যে, যে সকল লোক এই সকল বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ ছিল, এখন তাহাদের অনেকেই ইহাদের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছে, আর যাহারা

## দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

অবিশ্বাসী বা বিরোধী ছিল, এই সকল বিদ্যার কার্য্যকারিতা দর্শন করিয়া এখন তাহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং এই পরিবর্ত্তনের ফলেই দিন দিন লোকের মনে এই সকল বিষয় জানিবার ও শিখিবার স্পৃহা বর্দ্ধিত হইতেছে।

প্রথম সংস্করণে এই পুস্তক খানা ডবল ডিমাই ১৬ পেজী ফর্ম্মার আকারে পাইকায় মুদ্রিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান সংস্করণে উক্ত আকারের পরিবর্ত্তন করিয়া ডবল ক্রাউনের ১৬ পেজী ফর্ম্মায় স্মল পাইকায় ছাপা গেল। সুতরাং এখন ইহা "সম্মোহন বিদ্যার" অনুরূপ আকারে পরিণত হইল। এই সংস্করণে ইহার বহুল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা গেল এবং উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রাঙ্কন পূর্ব্বক পিস্‌বোর্ডের বাইণ্ডিং করিয়া "প্রথম"ও "দ্বিতীয় খণ্ড" একত্র প্রকাশ করা হইল। ইহাতে শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য যেমন অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত হইল, সেইরূপ ইহার আকারও সুন্দর এবং বড় হইল। পূর্ব্বে সম্পূর্ণ পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮২; এখন হইল ১২০। অতএব যে সকল শিক্ষার্থী পূর্ব্ব সংস্করণের পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাহারাও ইহাতে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন এবং তাহাতে তাহাদের শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে। পূর্ব্ব সংস্করণের "প্রথম খণ্ডের" পুস্তক খানার অনেক স্থান লেখা ও ছাপার ভুলে কণ্টকিত ছিল এবং উহার ছাপাও কদর্য্য হইয়াছিল, এইবার সেই সব ত্রুটি যথা সাধ্য সংশোধন করা হইল। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই সংস্করণে পুস্তক খানাকে নির্ভুল ও সুন্দররূপে ছাপিয়া প্রকাশ করার যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও প্রুফ দেখার ত্রুটিতে কতকগুলি ভুল রহিয়া গেল। তজ্জন্য একখানা "শুদ্ধিপত্র" জুড়িয়া দেওয়া গেল। পাঠকগণ অগ্রে এই শুদ্ধিপত্র দৃষ্টে

## দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইবার পর, পুস্তকখানা পাঠ করিলে অতিশয় অনুগৃহীত হইব। প্রুফ দেখার ন্যায় নীরস ও বিরক্তিকর কায অতি অল্পই আছে; ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে তাহা জানেনা। এই নিমিত্ত পাঠকবর্গের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। ইহার কলেবর বৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রাঙ্কণ ও পিস্‌বোর্ডের বাঁধাইর দরুণ, ব্যয় বাহুল্য হইলেও মূল্য পূর্ব্ববৎ রহিল। এইক্ষণ আত্মিকতত্ত্বপ্রিয় স্বদেশবাসিগণের নিকট ইহা আদর পাইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। ইতি সন ১৩৩১ সাল, ১ বৈশাখ।

সাধনা কুটির,<br>আলমনগর, রংপুর

বিনীত<br>গ্রন্থকার

# ভূমিকা

ইংরাজীতে যে বিদ্যা "মাইণ্ড-রিডিং" ( Mind-reading ) বা "থট্-রিডিং"( Thought-reading ) বলিয়া পরিচিত, বাঙ্গলায় উহাকে মনের কথা বা চিন্তা "জানা" বা "পাঠকরা" বলা যাইতে পারে। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের ( Applied Psychology ) সর্ব্বজন পরিচিত এই শাখাকে আমি "চিন্তা-পঠন বিদ্যা" নামে আখ্যা প্রদান করিয়াছি। "চিন্তা-পঠন" শব্দটি সম্পূর্ণ নূতন হইলেও বুৎপত্তি গত অর্থে অশুদ্ধ নহে।" কারণ যদি "মন ( mind ) বা চিন্তাকে ( thought ) পাঠ ( read ) করা" ভাষার প্রয়োগ অশুদ্ধ না হয়, তবে চিন্তা-পঠনও ভুল হইতে পারে না। চিন্তা-পঠন বিদ্যা "থট্-রিডিং" শব্দেরই আক্ষরিক ( literal ) অনুবাদ। কোন ভাল নামের অভাবেই যে আমি এই অপ্রচলিত শব্দটি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও বোধ হয় পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

অনেকের বিশ্বাস, এই বিদ্যা বলে সকল লোকেরই লুক্কায়িত মনোভাব বা চিন্তা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং যে এই বিদ্যা শিক্ষা করিবে, সে-ই ইচ্ছা মাত্র অপরের গোপন চিন্তা সকল বুঝিবার ক্ষমতা লাভ করিয়া স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে একজন অতি অদ্ভুত শক্তিশালী লোক

বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে। এরূপ ধারণার মূল ভিত্তি কোথায়, তাহা বলা কঠিন। বোধ হয় তাহারা এক শ্রেণীর জ্যোতিষী ( Astrologer ), কর কোষ্টিগণক (Palmist), ভাগ্য গণক ( fortune-teller ) এবং বাজিকরগণের ( magicians ) তথা-কথিত "থট্‌-রিডিং" দেখিয়াই উক্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের মূল বিষয় জানিবার এক প্রকার সাঙ্কেতিক গণনা আছে এবং আমি দুই-একজন জ্যোতিষীর কথা জানি এবং কয়েকজনের কথাও শুনিয়াছি, যাহারা কোনরূপ গণনা না করিয়াও তাহাদের নিকট আহুত ব্যক্তিদিগের প্রধান মনের ভাব বা চিন্তা বলিয়া দিতে পারে ; কিন্তু তাহারা বিস্তৃত ভাবে কিছুই বলিতে পারে না। সুতরাং উহাকে যথার্থরূপে 'থট্‌-রিডিং' বলা যাইতে পারে না।

আর এক শ্রেণীর লোক আছে। উহার অধিকাংশই পাঞ্জাব বা তন্নিকটস্থ প্রদেশের অধিবাসী। এই লোকগুলি পাখী বিশেষের ন্যায়, সাধারণতঃ শীত ঋতুতে দলে দলে বাঙ্গালা, বিহার, আসামের প্রায় সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া বেড়ায় এবং সাধারণের নিকট আপনাদিগকে 'জ্যোতিষী' 'কর কোষ্টিগণক', 'ভাগ্যগণক' ইত্যাদি নামে পরিচয় দিয়া নানা প্রণালীতে লোকের ভাগ্য-গণনা,—যথার্থ বলিলে, লোকের মনের কথা বলিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহারা যে সকল উপাধি বা নামে সকলের নিকট আত্মপরিচয় দেয়, সেই সকল বিদ্যায় তাহাদের বিশেষ দখল না থাকিলেও, তাহারা সময় সময় যে আশ্চর্য্যজনকরূপে লোকের ( অবশ্যই সকল লোকের নয় ) প্রধান চিন্তাটি বলিয়া দিতে পারে, তাহাতেই অনেকে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক সময়

শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এই ক্ষমতা দেখিয়া তাহাদের কথিত ভবিষ্যদ্বাণী সকল ( যাহা উক্ত ভাগ্যগণকগণ তাহাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সচরাচর বলিয়া থাকে ) সত্য হইবে, এই বিশ্বাসে বেশ মোটা রকমের পুরস্কার দিয়া থাকেন। কেহ কাহার মনের কথা বলিতে পারিলে কিংবা অতীত জীবনের দুই একটা ঘটনা বলিতে পারিলে যে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা ঘটিবে তাহা বলিতে পারিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। কারণ উহারা একটি হইতে অপরটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপস্থিত ব্যক্তির মুখ দেখিয়া, আর কেহ কেহ বা নানারূপ ভড়ং করিয়া তাহাদের মনের ভাব বলিয়া থাকে। ভড়ং-গুলি নিম্নোক্তরূপ। তাহারা প্রশ্নকর্ত্তাকে ( তাহাদের অজ্ঞাতসারে ) তাহার প্রশ্নটি এক টুকরা কাগজে লিখিয়া, উহাকে একটা গুটির ন্যায় জড়াইয়া, কোন একটা পাত্রে ( কাচের গ্লাস, পিয়ালা ইত্যাদিতে ) রাখিয়া দিতে বলে; পরে কেহ বা পাশার ছক ঢালিয়া, কেহ বা এক টুকরা কাগজে একটা চতুষ্কোণের মধ্যে অনেকগুলি চতুষ্কোণ আঁকিয়া ও তাহাতে কতকগুলি অঙ্ক বসাইয়া ইত্যাদি, ঐ লিখিত প্রশ্নটি অবিকল বলিয়া দিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নটি ( তাহার অজ্ঞাতসারে ) কাগজে লিখিত হওয়া মাত্র অবিকল তাহা অর্থাৎ সেই প্রশ্নটি একখানা কাগজে লিখিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে দেখায়। আবার কাহার এমন ক্ষমতা আছে যে, প্রশ্নকর্ত্তার যে প্রশ্নটি কাগজে লিখিত হইয়া গ্লাসের ভিতর আছে, সেই কাগজ খানা যখন সেই থট্-রিডার, প্রশ্নকর্ত্তাকে খুলিয়া দেখিতে বলে, তখন সে উহাতে তাহার স্বহস্ত লিখিত প্রশ্নটিরই নীচে উহার একটি লিখিত উত্তর ( লেখটা থট্-রিডারের হস্তাক্ষরের ন্যায় দেখায় )

দেখিতে পাইয়া থাকে। এই সকল উত্তর অধিকাংশ সময়ই সত্য হয়না; তথাপি এরূপ ক্ষমতা যে অদ্ভুত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর লোকেরা রুদ্ধ ও শীলমোহর যুক্ত খামের মধ্যে লিখিত প্রশ্নাদিও অবিকল বলিয়া দিতে পারে। ইহাদের একজনকে আমি কতকগুলি প্রশ্ন দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তাহার উত্তরগুলি সম্পূর্ণ ঠিক্ না হইলেও বেশ সন্তোষজনকই হইয়াছিল। এই ব্যক্তি পরে দাবি করিয়াছিল যে, কেহ আপন মনে কোন পুস্তক পাঠ করিতে থাকিলে, সে ঐ পঠিত বিষয়গুলিও (অবশ্যই না দেখিয়া) বলিয়া দিতে পারে; কিন্তু সে, তাহার এই ক্ষমতার পরিচয় আমাকে অদ্যাপিও প্রদান করে নাই! ইহারা গুপ্তবিদ্যাবিৎ (Occultists) প্রেততত্ত্ববিৎ (Spiritualists) ইত্যাদি নামেও আত্মপরিচয় দিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা যে উপাধিতেই নিজেদের পরিচয় দান করুক, তাহারা যে কোন আত্মিক শক্তি বলে (by psychic power) ইহা সম্পাদন করে, তাহা, অন্ততঃ তাহাদের কার্য্য প্রণালী দ্বারা মনে হয়না। আমার বিশ্বাস, তাহারা বাজিকরের ন্যায় সাধারণের অজ্ঞাত কোন কৌশল দ্বারা ইহা সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরাও অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল লোকের সর্ব্বপ্রকার মনের কথা বলিতে পারে না।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চাদিতে বাজিকরগণের (magicians) প্রদর্শিত তথা-কথিত "থট্-রিডিং"—সর্ব্বত্রই কৌশল দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে; এজন্য উহা যথার্থ চিন্তা-পঠন নামে অভিহিত হইতে পারে না।

পিশাচ সিদ্ধ ও কাক চরিত্রাভিজ্ঞ লোকেরা নাকি খুব অদ্ভুতরূপে লোকের মনের কথা বলিতে পারে। এরূপ কোন লোক আমি দেখি

নাই ; সুতরাং তাহারা যথার্থরূপে কি বলিতে পারে বা না পারে, সে বিষয়ে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই। প্রায় ২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বে আমার মামার বাড়ীতে "বৈদ্যনাথের পাণ্ডা" নামে পরিচয় দিয়া একটা লোক দেখা দিয়াছিল। সে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নাম, তাহাদের পিতা-মাতার নাম, এমন কি দূরস্থ ব্যক্তিদিগের নাম, পিতার নাম ইত্যাদি সঠিকরূপে বলিয়া দিয়া সকলকে খুব চমৎকৃত করিয়াছিল। কিন্তু সে আমাদের দুইটি নিকটাত্মীয় সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল, উহাদের একটা কথাও সত্য হয় নাই। এই লোকটা পিশাচ সিদ্ধ বা কাক চরিত্র-জানা কিনা, তাহা বলিতে পারি না।

যোগী অথবা যাহাদের অন্তর্নিহিত দিব্যদৃষ্টি বা দিব্যানুভূতির বিকাশ হইয়াছে, তাঁহারা লোকের "জ্যোতিঃ" ( aura ) দেখিয়া কিংবা অন্তর দৃষ্টি ( introvision ) দ্বারা তাহার অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি, চিন্তা ইত্যাদি বুঝিতে পারেন। তাঁহারা এই দুইটি উচ্চ আত্মিক শক্তি দ্বারা চিন্তা-পঠন ব্যতিরেকে আরও নানা প্রকার অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যানুভূতি হইতে চিন্তা-পঠন স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়া এখানে উহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইল না ; ভবিষ্যতে অন্য এক পুস্তকে তাহা করার ইচ্ছা রহিল। এই শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যথার্থ ই খুব ক্ষমতাশালী। কিন্তু তাঁহারা তথা-কথিক 'থট্-রিডার'দের ন্যায় যখন-তখন কিংবা যেখানে-সেখানে তাঁহাদের শক্তির পরিচয় প্রদান করেন না।

প্রকৃত 'থট্-রিডিং' অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান সম্মত চিন্তা-পঠন অবিকল টেলিগ্রাফির ন্যায়। টেলিগ্রাফিতে যেমন দুই ব্যক্তি ( two telegraphists ) খবরাখবর করে—এক ব্যক্তি একস্থান হইতে তাড়িত-যন্ত্র

# ভূমিকা

সাহায্যে শব্দ ও বাক্যসকল সংবাদ-রূপে প্রেরণ করে, আর অপর ব্যক্তি অন্য স্থান হইতে ঐরূপ একটি যন্ত্রের সাহায্যে তাহা গ্রহণ করে, এই চিন্তা-পঠনও ঠিক সেইরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। একটি মনোভাব বা চিন্তা যাহা পঠিত হইবে, উহাকে "থট্-মেসেজ" ( thought-message) বা "মনোবার্ত্তা" বলে। এই বার্ত্তাটি যে প্রেরণ করে, তাহাকে চিন্তা-"প্রেরক" ( sender ) বা "চিন্তক", আর যে উহা গ্রহণ বা পাঠ করে তাহাকে "গ্রাহক" ( receiver ) বা "চিন্তা-পাঠক" বলে। সুতরাং ইহা দ্বারা অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল লোকের সর্ব্বপ্রকার চিন্তা পাঠ করা যায় না ; কেবল দুই ব্যক্তি টেলিগ্রামের ন্যায় মনোবার্ত্তা আদান-প্রদান করিতে পারে। এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিলে চিন্তা-শক্তি অত্যন্ত প্রখর হয় ; তখন এই শক্তি দ্বারা অনেক স্ত্রী-পুরুষকে দূর হইতেও তাহাদের অজ্ঞাতসারে অল্পাধিক পরিমাণে বশীভূত ( influence ) করিতে পারা যায় এবং তাহারা চিন্তকের ইচ্ছানুরূপ নানারূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই শক্তি দ্বারা দূরস্থ পীড়িত ব্যক্তিগণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক রোগ সকলও আরোগ্য করিতে পারা যায়।

# চিন্তা-পঠনবিদ্যা

## প্রথম খণ্ড

## প্রথম পাঠ

যে বিজ্ঞান মানুষের মনের ভাব বা চিন্তা "জানিবার", "বুঝিবার" বা "পাঠ করিবার" কৌশল শিক্ষা দেয়, তাহাকে "চিন্তা-পঠন বিদ্যা" বলে। এই বিদ্যা ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা। ইহা দ্বারা দুই ব্যক্তি মনে মনে সংবাদ আদান-প্রদান করিতে পারে। ইহা ঠিক্ টেলিগ্রাফির ন্যায়। টেলিগ্রাফ-যন্ত্র-সাহায্যে যেমন দুই ব্যক্তি ( সংবাদ প্রেরক ও গ্রাহক ) খবরাখবর করিয়া থাকে, ইহাতেও দুই জন লোক ( চিন্তা প্রেরক বা চিন্তক কিম্বা চিন্তা গ্রাহক বা চিন্তা-পাঠক) ঠিক সেইরূপে মনোবার্ত্তা আদান-প্রদান করিতে পারে। টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনে খবরাখবর করিতে দুইটি যন্ত্রের আবশ্যক হয়, আর ইহাতে চিন্তা-প্রেরক ও চিন্তা গ্রাহকের মস্তিষ্ক দুইটিই যন্ত্রের কার্য্য করিয়া থাকে। এই সকল বিষয়ে টেলিগ্রাফির সহিত ইহার খুব সাদৃশ্য আছে বলিয়া কখন কখন

## চিন্তা-পঠন বিদ্যা

ইহাকে "মেণ্টেল টেলিগ্রাফি" ( Mental Telegraphy ) বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

সাধারণ লোকের ধারণা চিন্তা-পাঠক ( Thought-reader ) মানুষ মাত্রেরই সর্ব্বপ্রকার চিন্তা বুঝিতে ও পাঠ করিতে পারে, অর্থাৎ যে কোন এক ব্যক্তি মনে মনে যাহা ভাবিবে, চিন্তা-পাঠক অবলীলাক্রমে তাহাই বলিয়া দিতে সমর্থ হইবে। অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল লোকের সর্ব্বপ্রকার মনোভাব বা চিন্তা যোগী, দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যানুভূতি-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ বুঝিতে এবং বলিয়া দিতে পারে, তাহা আমি বিশ্বাস করি না এবং এই চিন্তা-পঠন বিদ্যার সাহায্যে তাহা সম্পন্নও করা যায় না। উপরোক্ত ব্যক্তিদের শক্তি অতি উচ্চ রকমের। তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সহজেই লোকের মনের ভাব 'দর্শন' বা 'প্রত্যক্ষ' করিতে পারেন। চিন্তা পাঠকের তাদৃশ শক্তি নাই। তাহার ক্ষমতা সম্মোহনকারীর (hypnotist) শক্তির ন্যায় সীমাবদ্ধ। সম্মোহনকারী যেমন মানুষ মাত্রকেই মোহিত করিতে পারে না, সেইরূপ চিন্তা-পাঠকও অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল লোকের সর্ব্বপ্রকার চিন্তা বুঝিতে এবং বলিয়া দিতে পারে না। আবার পাত্রের ( medium ) যত সংবেদনীয়তা ( Susceptibility ) না থাকিলে সে সম্মোহন কারীর আদেশ বা ইঙ্গিতের প্রতি মনঃসংযোগ করিতে না পারিলে, যেমন মোহিত হয় না, সেইরূপ চিন্তা প্রেরক বা চিন্তক অভীপ্সিত বিষয় একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিতে না পারিলে এবং চিন্তা গ্রাহক ও সেই চিন্তাটি স্বীয় মনে আহ্বান করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পরিমাণে তাহার মন ভাবনা শূন্য করিতে না পারিলে, সেই চিন্তা গ্রাহকের মস্তিষ্কে আসিয়া পৌছিতে পারে না ; এজন্য তাহা পাঠের উপযোগী নহে। অতএব চিন্তা-

পাঠক অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকলের চিন্তা বুঝিতে এবং পাঠ করিতে পারে না।

এইক্ষণ আমরা বেশ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, এই চিন্তা-পঠন বিদ্যা অবিকল টেলিগ্রাফির ন্যায় এবং ইহা তথা-কথিত অপরাপর থট্‌-রিডিং (যাহাদের বিষয় ভূমিকায় আলোচনা করা হইয়াছে) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। ইহা দুই প্রকার; "স্পর্শযুক্ত" ( with contact ) ও "স্পর্শহীন" ( without contact )। স্পর্শযুক্ত চিন্তা-পঠনকে ইংরাজিতে "মাস্‌ল রিডিং" ( muscle-reading ) বলে। মাস্‌ল-রিডিং সাধারণতঃ কেবল রঙ্গমঞ্চে ক্রীড়ারূপেই প্রদর্শিত হয়, এতদ্ভিন্ন ইহার আর কোন বিশেষ কার্য্যকারিতা নাই। তবে এই শাখা সুন্দররূপে শিক্ষা করিতে পারিলে ইহার উচ্চ শাখা অর্থাৎ স্পর্শহীন চিন্তা-পঠন সহজে আয়ত্ত করা যায়।

## স্পর্শযুক্ত চিন্তা-পঠন বা মাসল-রিডিং

স্পর্শযুক্ত চিন্তা-পঠন, যাহা সচরাচর রঙ্গমঞ্চে ক্রীড়ারূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নোক্তরূপ। দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক ব্যক্তি নিজের রুমাল দ্বারা চিন্তা-পাঠকের চোখ দুইটি এমন ভাবে বাঁধিয়া দেয়, যেন সে উহাদের সাহায্যে কিছুই দেখিতে না পায়। তৎপরে দর্শকদিগের ইচ্ছামত, চিন্তা-পাঠকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, কেহ কোন একটি দ্রব্য (যেমন ছুরি, কাঁচি, পুস্তক, আংটি, চেইন, টাকা, পয়সা, ঘড়ি, কলম, ইত্যাদি) একটা ঘরের কোন একস্থানে লুকাইয়া রাখে। পরে যে ব্যক্তি উহা লুকাইয়া রাখিয়াছে, সে চিন্তা-পাঠকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া

ঐ বস্তুটি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং চিন্তা-পাঠক তাহার হাত স্পর্শ করতঃ ঐ চিন্তাটি স্বীয় মনে আকর্ষণ করিয়া উহাকে কার্য্যে অনুবাদ করে, অর্থাৎ সে, প্রেরকের চিন্তানুসারে লুক্কায়িত স্থানে উপস্থিত হইয়া উহা বাহির করিয়া দেয়। এই প্রণালীতে সে ছোট বড় বহু প্রকার জিনিস বাহির করিয়া দিতে পারে, এক রকমের অনেক দ্রব্য হইতে পূর্ব্ব চিহ্নিত বস্তু নির্দ্দেশ করিতে পারে, অজ্ঞাত কলকবজাযুক্ত বাক্স, লোহার সিন্দুক, আলমারি ইত্যাদি উপযুক্ত চাবি দ্বারা খুলিয়া দিতে পারে, ঘরের মেজেতে খড়িমাটি দ্বারা অঙ্কিত রেখার উপর দিয়া নির্ভুলরূপে চলিয়া যাইতে পারে, সহরের জনাকীর্ণ রাস্তার উপর দিয়া নির্ব্বিঘ্নে ঘোড়ার গাড়ী, মটরকার ইত্যাদি চালাইয়া যাইতে পারে, চিন্তক মনে মনে কোন বিশেষ পদার্থের চিন্তা করিলে বা কোন চিত্রের কল্পনা করিলে, তাহা সে কাগজে আঁকিয়া দিতে পারে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, সে চক্ষু বন্ধ অবস্থাতেই প্রেরকের চিন্তানুযায়ী এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

## স্পর্শহীন চিন্তা-পঠন বা টেলিপ্যাথি

স্পর্শহীন চিন্তা-পঠনকে ইংরাজীতে "টেলিপ্যাথি" ( Telepathy * ) বা "থট্-ট্রান্সফারেনস্" ( Thought-transference ) বলে। কেহ কেহ বলেন যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মনোবার্ত্তার আদান-প্রদান হইলে উহাকে 'থট্-ট্রান্সফারেন্স্' আর পরলোকবাসী কোন সূক্ষ্মদেহী বা দুরস্থ পীড়িত বা বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে সম্পূর্ণ

* 'Tele' means 'at a distance' and Pathos means 'sensing at a distance'. The word was coined by Mr. F. W. H. Myers in 1882.

# চিন্তা-পঠন বিদ্যা

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে ভাবে যে মনোবার্ত্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাকে "টেলিপ্যাথি" বলে; কিন্তু এই মত সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। টেলিপ্যাথিতে চিন্তা প্রেরক ও গ্রাহক একজন অপর হইতে সম্পূর্ণ স্পর্শমুক্তভাবে অবস্থান পূর্ব্বক মনে মনে সংবাদ আদান-প্রদান করিয়া থাকে। তাহারা অল্প বা অধিক দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করিয়াও তুল্য রূপে মনোবার্ত্তা প্রেরণ এবং গ্রহণ করিতে পারে। তাড়িত বার্ত্তাবহে সংবাদ প্রেরণে স্থানের দূরত্ব অল্পাধিক পরিমাণে বাধা প্রদান করে; কিন্তু উহা মনোবার্ত্তা প্রেরণের কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মাইতে পারেনা। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তেও অনায়াসে উহার আদান-প্রদান চলিতে পারে। স্পর্শযুক্ত চিন্তা-পঠন বা মাসল্-রিডিং যে কোন লোকের সহিত অভ্যাস করা যাইতে পারে, কিন্তু স্পর্শহীন চিন্তা-পঠন বা টেলিপ্যাথির পরীক্ষা সাধারণ লোকের সহিত সম্পন্ন হওয়া কঠিন। যেহেতু উহাতে যে কেবল প্রেরক ও গ্রাহকের খুব একাগ্রতার প্রয়োজন তাহা নহে, তদ্ব্যতীত তাহাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা বা সহানুভূতি থাকাও একান্ত আবশ্যক। যাহাদের মধ্যে একের প্রতি অন্যের প্রাণের টান আছে, তাহারা যত সহজে এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়, অপরে যেরূপ হয়না। বিশেষতঃ বিরুদ্ধ প্রকৃতির লোকের সহিত ইহা অভ্যাস করিলে তাহাতে কখনও সাফল্য লাভ করা যায়না। টেলি-প্যাথিতে ঠিক্ টেলিগ্রামের ন্যায় শব্দ ও বাক্য সকল প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়। মানব-মনের এই শক্তি সত্যই বড় অদ্ভুত। ইহা দ্বারা লোকের বহু প্রকার ইষ্টানিষ্ট সাধন করা যায়; কিন্তু শিক্ষার্থী চিন্তা-শক্তি দ্বারা কখনও কাহার কোনরূপ অপকারের চেষ্টা পাইবেনা; কারণ

তাহাতে তাহার সমূহ ক্ষতি হইবে। যদি সে এই নিষেধ সত্ত্বেও কোন হীন স্বার্থের বশে ইহা দ্বারা অপরের কোন প্রকার অপকারের চেষ্টা পায়, তবে উহা দ্বারা সেই ব্যক্তি অপেক্ষা তাহার নিজেরই অনেক বেশী ক্ষতি হইবে। ইহা দ্বারা জনসাধারণের যেমন মঙ্গল সাধন করা যায়, তেমন আর কিছুতেই হয়না। ইহা দ্বারা দূরস্থ লোকদিগকে নানাপ্রকার ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত করা যায়, নৈতিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগকে সংশোধন করা যায় এবং ইচ্ছাশক্তিপূর্ণ চিন্তা-তরঙ্গ প্রেরণ করিয়া জনসাধারণকে ধর্ম্ম, সমাজ ও দেশহিতকর নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারা যায়।

স্পর্শহীন অপেক্ষা স্পর্শযুক্ত চিন্তা-পঠন সহজ। এজন্য শিক্ষার্থীকে প্রথম মাসল্-রিডিং শিখিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে। সে ইহা সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হওয়ার পর, টেলিপ্যাথি শিক্ষার প্রয়াস পাইবে। যদি সে ইচ্ছা করে, তবে প্রথমেই একটি উপযুক্ত লোকের সহিত টেলিপ্যাথিও অভ্যাস করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার সাফল্য লাভ অপেক্ষা কৃত কঠিন হইবে।

# দ্বিতীয় পাঠ

## মাসল্-রিডিং হাতে-কলমে শিক্ষার প্রণালী

দিনের বেলা কিংবা সন্ধ্যার পর যখন মন বেশ প্রশান্ত থাকিবে, তখন শিক্ষার্থী কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া একটি নীরব গৃহে প্রবেশ করিবে। সেই ঘরটি আকারে বড় হইলে ও তাহাতে জিনিস পত্র অল্প থাকিলে, অভ্যাসের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। তাহার বন্ধুগণ ঐ ঘরের এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করার পর, সে তাহাদের সম্মুখে নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলি ( experiments ) প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাইবে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে সে এই বিষয়টি সংক্ষেপে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে। যেহেতু তাহারা যাহা দেখিতে আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাহাদের আদৌ কোন ধারণা না থাকিলে, বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে তাহাদের তেমন সুবিধা হইবেনা। তৎপরে সে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, "আমি আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়টি প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা চিন্তা-পঠন বিদ্যা সম্বন্ধীয় কয়েকটি আমোদজনক পরীক্ষা। চিন্তা-পঠন বিদ্যার সাহায্যে দুই ব্যক্তি স্পর্শ যুক্ত ও স্পর্শ মুক্ত ভাবে অবস্থিত থাকিয়া মনে মনে সংবাদ আদান-প্রদান করিতে পারে। ইহা অবিকল টেলি-গ্রাফির ন্যায়। তাড়িত বার্ত্তাবহ-যন্ত্রের সাহায্যে যেমন দুই ব্যক্তি সংবাদ আদান-প্রদান করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বিদ্যা বলেও, কেবল মনের

সাহায্যে, মনোবার্ত্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাড়িত বার্ত্তায় খবরাখবর করিতে যেমন দুইটি লোকের আবশ্যক হয়, ইহাতেও ঠিক তৎ সংখ্যক লোকেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাহাদের একজনকে সংবাদ প্রেরক ও অপর ব্যক্তিকে সংবাদ গ্রাহক রূপে কার্য্য করিতে হয়। এই বিদ্যা দুই শাখায় বিভক্ত; ইহার নিম্ন শাখা স্পর্শযুক্ত চিন্তা-পঠন বা মাসল্-রিডিং আর উচ্চ শাখা স্পর্শহীন চিন্তা-পঠন বা টেলিপ্যাথি। আমি এই স্পর্শযুক্ত চিন্তা-পঠন এরই কয়েকটি আশ্চর্য্য ও আমোদজনক পরীক্ষা আপনাদের সম্মুখে প্রদর্শন করিব।"

"আমার বক্তৃতা শেষ হইলে, আপনাদের কেহ তাহার নিজের রুমাল দ্বারা আমার চোখ দুইটি এমন ভাবে বাঁধিয়া দিবেন, যেন আমি উহাদের সাহায্যে কিছুই দেখিতে না পাই। সম্পূর্ণ সন্তোষজনকরূপে আমার চোখ বাঁধা হইলে পর, আপনাদের কেহ আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এই ঘরের কোন একটি সুবিধাজনক স্থানে (যেখানে সহজে যাওয়া যায় এবং যেখানে গেলে কোন শারীরিক অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই), একটি জিনিস লুকাইয়া রাখিবেন। এই জিনিসটি আকারে খুব বড় বা ছোট হইবে না; ঘড়ি, আংটি, চেইন, টাকা, পয়সা, কলম, পেন্‌সিল, ছুরি, কাঁচি, দেশলাই ইত্যাদি জিনিস গুলির যে কোন একটি আপনারা পছন্দ করিয়া লুকাইয়া রাখিতে পারেন। বস্তুটি লুক্কায়িত হওয়ার পর, যিনি উহা লুকাইয়াছেন, কিম্বা যিনি উহা লুকাইতে দেখিয়াছেন, তিনি আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং একাগ্র মনে ঐ বস্তুটি সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন; আর আমি তাহার হাত ধরিয়া উক্ত চিন্তাটি ইচ্ছাশক্তির বলে আমার মনের মধ্যে আহ্বান করিব।

ইহাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই চিন্তাটি তাহার মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হইয়া তাহার ও আমার হাতের স্নায়ু মণ্ডলীর ভিতর দিয়া আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে, এবং আমি তাহা উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইব। যদি তিনি সততার সহিত একাগ্র মনে ঐ বস্তুটি সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তবে আমি তাহার চিন্তানুসারে লুক্কায়িত স্থানে উপস্থিত হইয়া উহা বাহির করিয়া দিতে পারিব। ক্রমে ক্রমে আমি ঐ সকল বস্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকারের জিনিস সকলও কঠিন স্থান হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিব, কিন্তু যাহার চিন্তা আমাকে পাঠ করিতে হইবে, তাহার মনের সহিত আমার মনের ঐক্য স্থাপনের জন্য প্রথম আমাকে একটি সহজ পরীক্ষা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। এজন্য প্রথম পরীক্ষায় যে দ্রব্যটি লুক্কায়িত হইবে, উহার নাম আমার জানা থাকিলে পরীক্ষাটি আমার পক্ষে সহজ হইবে। আমি এই .সহজ পরীক্ষা হইতেই ক্রমে ক্রমে নানা প্রকারের কঠিনতর পরীক্ষা সকল সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। প্রথম পরীক্ষাটি সম্পন্ন হওয়ার পর, দ্বিতীয় পরীক্ষা হইতে আর আমার দ্রব্যের নাম জানিবার আবশ্যক হইবে না ; এবং আমি তখন লুক্কায়িত দ্রব্যের নাম না জানিয়াও কঠিন স্থান হইতে উহা বাহির করিয়া দিতে পারিব। আমি যাহাকে লইয়া প্রথম পরীক্ষাটি সম্পাদনের চেষ্টা পাইব, তিনি খুব একাগ্র মনে লুক্কায়িত বস্তুটির বিষয় চিন্তা করিতে না পারিলে, আমি তাহার চিন্তা পাঠ করিতে পারিবনা। সেই স্থলে পুনরায় আমাকে আপনাদের মধ্য হইতে অন্য একটি .লোক বাছিয়া লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। আর যে আমাকে ঠকাইবার মতলবে উক্ত বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ের চিন্তা করিবে, কিম্বা পরীক্ষাকালীন ঠাট্টা, বিদ্রূপ, চপলতা ইত্যাদি প্রকাশ

করিবে, অথবা যে চঞ্চল চিত্ত, আমি তাহার চিন্তা পাঠ করিবার জন্ম কোন চেষ্টা করিব না। আজকার খেলার প্রথম পরীক্ষাটি যাহার সহিত সুন্দররূপে সম্পাদিত হইবে, অবশিষ্ট পরীক্ষাগুলি আমাকে তাহারই সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে।

এইরূপ বক্তৃতার পর শিক্ষার্থী দর্শকদিগের একজনকে তাহার নিজের রুমাল দ্বারা তাহার (শিক্ষার্থীর) চোখ দুইটি বাঁধিবার জন্ম আহ্বান করিবে। তাহাকে নিম্নোক্ত প্রণালীতে চোখ বাঁধিবার উপদেশ দিবে। তিনখানা সাধারণ রুমাল লইয়া উহাদের দুই খানাকে স্বতন্ত্র ভাবে উপর্য্যপরি কয়েকবার ভাঁজ করিয়া দুইখানা গদি বা প্যাডের (pads) মত করিবে; পরে উহাদিগকে মুদিত চোখ দুইটির উপর স্থাপন করিয়া তৃতীয় রুমালখানা দ্বারা উহাদের উপর উত্তমরূপে বাঁধ দিবে। কিন্তু তাহা করিবার সময় চোখ দুইটীতে বেশী চাপ না লাগে, সে বিষয়ে তাহাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে। শিক্ষার্থী তৎপরে দর্শকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, "আমার চোখের বাঁধনটা আপনাদের মনের মত হইয়াছে কিনা? যদি না হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি আপনাদের এরূপ সন্দেহ হয় যে, আমি এই বাঁধনের ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইতেছি, তবে আপনারা পুনরায় আপনাদের ইচ্ছা মত যে কোন প্রণালীতে আমার চোখ বাঁধিয়া দিতে পারেন। আপনারা আমার চক্ষু দুইটিকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়া, যে ভাবে বাঁধিতে ইচ্ছা করিবেন, আমি তাহাতেই সম্পূর্ণ স্বীকৃত আছি।"

চোখ বাঁধা হওয়ার পর, শিক্ষার্থী দর্শকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, "এখন আপনাদের যে কোন এক ব্যক্তি আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এই ঘরের কোন একটি সুবিধাজনক ও নিরাপদ স্থানে—অর্থাৎ যেখানে সহজে

যাওয়া যায় এবং যেখানে গেলে কোন প্রকার শারীরিক অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই,—আপনাদের ইচ্ছামত একটি জিনিস—যেমন ঘড়ি, চেইন, পেন্‌সিল, পুস্তক, কলম, দোয়ত, ছুরি, রুমাল, কাঁচি, চশমা, ইত্যাদি, ইত্যাদি লুকাইয়া রাখিবেন। এই লুকান কার্য্যটি আমার অনুপস্থিতে এবং অজ্ঞাতে হওয়াই ভাল। এজন্য অগ্রে আপনারা আমাকে এখান হইতে অন্য এক স্থানে সরাইয়া রাখুন। যেহেতু জিনিসটি লুকাইবার সময় আমি এখানে উপস্থিত থাকিলে, লুকায়ণকারীর পদ শব্দে উহা কোন দিকে লুক্কায়িত হইতেছে, তাহা বুঝিবার পক্ষে আমার সুবিধা হইতে পারে। আপনারা আমাকে যেখানে সরাইয়া রাখিবেন, আমার গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার জন্য সেখানেও একজন লোক পাহারা রাখিতে পারেন। বলা বাহুল্য যে, এখন আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছিনা বলিয়া আপনাদের একজনকে, আমাকে এখান হইতে হাত ধরিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইতে এবং সেখান হইতে এখানে লইয়া আসিতে হইবে।” এই মত বলিলে দর্শকগণ নিশ্চয় সন্তুষ্ট হইবেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইবেন। তৎপরে তাহাদের কেহ শিক্ষার্থীকে ধরিয়া লইয়া বাহিরে যাইবে এবং তাহার অনুপস্থিতে পূর্ব্বোক্ত মত একটি দ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়া পুনরায় তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিবে। শিক্ষার্থী ঘরে প্রবেশ করণান্তর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, বস্তুটি যে তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে লুক্কায়িত হইয়াছে সে বিষয়ে তাহারা সন্তুষ্ট আছেন কিনা? তাহারা সম্মতি সূচক উত্তর দিলে, যে ব্যক্তি দ্রব্যটি লুকাইয়াছে, অথবা যে উহাকে লুকাইতে দেখিয়াছে, শিক্ষার্থী তাহাকে নিকটে আহ্বান করিবে এবং সে নিকটে আসিলে পর, সে ( চিন্তা-পাঠক ) তাহাকে নিজের বাম পার্শ্বে

দাঁড়াইতে বলিবে। তৎপরে চিন্তা-পাঠক নিজের বাম হাত দ্বারা লুকায়ন-কারীর ( যে তাহার বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ) দক্ষিণ হাত দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হাত সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন বা মুক্ত রাখিবে। কর মর্দ্দন ( hand shake ) করিতে যেরূপে দুইব্যক্তি একজন অপরের তালু স্পর্শ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, তাহারও ঠিক্ সেইরূপে পরস্পরের হাত দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া থাকিবে। ঐরূপ করা হইলে, চিন্তা-পাঠক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, ঐ দ্রব্যটি কি ? এবং উহা কোন্ স্থানে লুক্কায়িত আছে, তাহা সে জানে কি না ? সে উহাতে সম্মতি সূচক উত্তর দিলে, চিন্তা-পাঠক তাহাকে নিম্নোক্তরূপে বলিবে, "এইক্ষণে আপনাকে আমার কথাগুলি খুব মনোযোগের সহিত শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। জিনিসটি যে দিকে লুক্কায়িত রহিয়াছে, প্রথম আপনাকে সেই দিকের প্রতি মন স্থির করিতে হইবে, অর্থাৎ যে রাস্তায় চলিলে লুক্কায়িত স্থানে শীঘ্র ও সহজে পৌঁছান যাইবে, সেই রাস্তার বিষয় খুব মনোযোগের সহিত চিন্তা করিতে হইবে। আপনি যেরূপ চিন্তা করিবেন, আমি তদনুযায়ী কার্য্য করিব। সুতরাং আপনাকে খুব মনোযাগের সহিত ও ঠিক রূপে চিন্তা করিতে হইবে। যদি আপনি তাহা করিতে না পারেন, কিম্বা ইচ্ছা পূর্ব্বক না করেন, তবে আমি আপনার চিন্তা-পাঠ করিতে পারিব না ; সুতরাং লুক্কায়িত দ্রব্যটিও বাহির করিতে সক্ষম হইব না। আপনি ঠিক্ ভাবে চিন্তা করিতে থাকিলেও যদি কোন কারণে আপনার চিন্তা-তরঙ্গগুলি উপলব্ধি করিতে আমার কোন ভুল হয়, এবং আমি ভ্রান্ত পথে চলিতে আরম্ভ করি, তবে আপনি মনে মনে অত্যন্ত একাগ্রতার সহিত আমাকে এইরূপ আদেশ করিবেন, "এই দিকে নয়"। আর যদি আমি উহা নির্ভুলরূপে

উপলব্ধি করিয়া ঠিক্ পথে অগ্রসর হইতে থাকি, তবে আপনি মনে মনে বলিবেন, "হাঁ, এই দিকেই চলিতে থাকুন" ইত্যাদি। আপনি কখনও মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়া আমাকে কিছু বলিবেন না, আপনার যাহা বলা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা আপনি সম্পূর্ণ নির্ব্বাক ভাবে মনে মনেই বলিবেন। আর আমার কার্য্যকালীন আপনি আমাকে হাত দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে ইঙ্গিত বা ইসারা করিবেন না।

আমার চক্ষু এখন বাঁধা আছে বলিয়া আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; আপনি চিন্তা দ্বারা আমাকে যেদিকে চালিত করিবেন, আমি সেই দিকেই চলিব। লুক্কায়িত স্থানে পৌঁছিবার নিমিত্ত আপনি আমাকে যে রাস্তায় চালিত করিতে ইচ্ছা করিবেন, সেই পথে ঘরের খুঁটি, দেওয়াল, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি কোন জিনিস থাকিলে আমি চলিতে চলিতে উহাদের উপর পড়িয়া গিয়া আহত না হই, সে বিষয়ে আপনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। আমার রাস্তায় ঐরূপ কোন কঠিন পদার্থ থাকিলে, আপনি মনে মনে আমাকে সেই দিকে যাইতে নিষেধ করিবেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও নিরাপদ রাস্তায় আমাকে চলিতে আদেশ করিবেন। তৎপরে যখন আমি লুক্কায়িত স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, তখন আপনি স্থানটির প্রতি এবং যখন সেই স্থানে উপনীত হইয়াছি, তখন বস্তুটির উপর গভীর রূপে মনঃসংযোগ করিবেন। আমি যথাস্থানে উপস্থিত হওয়ার পর, যদি আপনি মনে করেন যে, আমি ঐস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দিকে——ডান, বাম, উপর বা নীচের দিকে——আমার হাত বাড়াইলেই ঐ বস্তুটি পাইতে পারিব, তবে আপনি খুব দৃঢ়তার সহিত মনে মনে আমাকে তাহাই করিতে আদেশ করিবেন।

আর যদি উহা হাতে পাইতে, সেই স্থানে আমার উপুড় হওয়া বা বসা আবশ্যক বোধ করেন, তবে আমাকে তাহাই করিতে বলিবেন। যখন আমি ঠিক্ বস্তুটি ধরিয়াছি, তখন আপনি "হাঁ, এই জিনিসই বটে" মনে মনে বলিবেন। আর যদি আমি ভুল ক্রমে অন্য কোন জিনিস ধরি, তবে আপনি খুব দৃঢ়ভাবে "উহা নয়" বলিয়া আমাকে মনে মনে আদেশ করিবেন। পরীক্ষাটির সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনি আমাকে এইরূপে চালিত করিবেন। যদি আপনি আমাকে ঠকাইবার মতলবে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্য কোন চিন্তা করিয়া আমাকে ভ্রান্ত পথে চালিত না করেন, তবে আমি আপনার মনের গোপন চিন্তাগুলি উপলব্ধি করিয়া অজ্ঞাত স্থান হইতে লুক্কায়িত বস্তুটি বাহির করিয়া দিতে সমর্থ হইব।

এইরূপ বলার পর চিন্তক যথা নিয়মে কায করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, চিন্তা-পাঠক সাধ্যমত নিজের মন চিন্তাশূন্য করতঃ প্রেরককে যথার্থ দিকের প্রতি ( যেদিকে বস্তুটি লুক্কায়িত রহিয়াছে ) মনঃসংযোগ করিতে বলিবে ; এবং দর্শকদিগকে নীরবে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিবে। কারণ ইহা একটি মানসিক ব্যাপার বলিয়া কার্য্যকারকগণের অর্থাৎ চিন্তক ও গ্রাহকের মন স্থির করার জন্য ঘরের মধ্যে খুব নীরবতা প্রয়োজন। এজন্য যতক্ষণ তাহারা অন্ততঃ প্রথম পরীক্ষাটিতে কৃতকার্য্য না হইয়াছে, ততক্ষণ তাহারা একটু ধৈর্য্যের সহিত নীরব ও শান্তভাবে অবস্থান করিবেন।

এখন প্রেরক যথার্থ দিকের অর্থাৎ রাস্তার প্রতি দুই-তিন মিনিট কাল মন একাগ্র করিলেই চিন্তা-পাঠক আপন মনে কোন একদিকে চলিবার একটা ঝোঁক ( inclination ) পাইবে, বা তাহার মনে কোন এক দিকে চলিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে। যদি সে এই সময়ের মধ্যে কোন একদিকে

চলিবার ঝোঁক না পায়, অর্থাৎ তাহার মনে কোন একদিকে চলিবার প্রবৃত্তি না জন্মে, তবে সে প্রেরককে একটু উত্তেজিত ভাবে বলিবে, "ভাবুন,—খুব ভাবুন,—একাগ্র মনে চিন্তা করুন যে, আমাকে কোন দিকে চলিতে হইবে।" এইরূপ বলিলে প্রেরক অবশ্যই আরও বেশী মনোযোগের সহিত উহা চিন্তা করিতে যত্নবান হইবে। প্রেরকের চিন্তা তাহার মনে যেদিকে চলিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবে, সে স্বীয় দক্ষিণ হাত প্রসারণ করিয়া উহা দ্বারা চারিদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে সেইদিকে চলিতে থাকিবে। তাহার কারণ এই যে, ঐরূপে অগ্রসর হইতে থাকিলে যদি তাহার রাস্তায় টুল, টেবিল, চেয়ার, ঘরের খুঁটি ইত্যাদি পড়ে, তবে উহাদের সহিত তাহার শরীরের কোনরূপ সংঘর্ষণ হওয়ার কোন আশঙ্কা থাকিবে না; উহা দ্বারা সে অনায়াসেই আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইবে। যদিও প্রেরক চিন্তা দ্বারা তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ রাস্তায় চালিত করিবার জন্য দায়ী, তথাপি সে এই বিষয়ে নিজের উপরই সমধিক পরিমাণে নির্ভর করিবে। চিন্তা-পাঠক চলিতে আরম্ভ করার পর, যখনই প্রেরকের চিন্তা স্পষ্টরূপে বুঝিতে অসমর্থ হইবে, তখনই সে তাহাকে অধিক একাগ্র চিত্ত করিবার জন্য দৃঢ়স্বরে "ভাবুন,—খুব ভাবুন" ইত্যাদি বলিবে। সে চিন্তককে নিজের বামপার্শ্বে রাখিবে; কিন্তু তাহাকে ঠিক্ পাশাপাশি ভাবে স্থান না দিয়া, একটু পশ্চাতে রাখিবে এবং যে পর্য্যন্ত সে কোন একদিকে চলিতে আরম্ভ না করিবে, ততক্ষণ প্রেরক তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে নড়িবেনা। সে দুই-এক পা করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে, চিন্তক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকিবে এবং সে যেরূপ গতিতে অগ্রসর হইবে প্রেরকও ঠিক্ সেইরূপ গতিতেই তাহাকে অনুসরণ করিতে থাকিবে। সুতরাং

প্রেরক কখনও গ্রাহকের অগ্রে বা ঠিক্ পাশাপাশি ভাবে চলিবেনা। চিন্তা-পাঠকই প্রেরককে তাহার চিন্তানুসারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে টানিয়া লইয়া চলিবে। প্রেরক কর্ত্তৃক চিন্তাটি প্রেরিত হওয়ার পর, চিন্তা-পাঠক স্বীয় মনে যে দিকে চলিবার ঝোঁক পাইবে, সে সেইদিকে চলিতে উদ্যত হইলে, যদি উহা যথার্থ দিক ( right direction ) না হয়, তবে সে সেইদিকে দুই-এক পা অগ্রসর হওয়া মাত্রই চিন্তক স্বীয় অজ্ঞাতসারে গ্রাহকের হাত টানিয়া ধরিয়া তাহাকে সেইদিকে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে "বাধা" দিবে। আর যদি উহাই যথার্থ দিক্ হয়, তবে সে গ্রাহকের হাত সম্মুখের দিকে "ঠেলিয়া" দিবে। অবশ্য এই কার্য্য দুইটি সম্পূর্ণরূপে তাহার ( প্রেরকের ) অজ্ঞাতসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; এজন্য সে তাহার এই অজ্ঞাত সাহায্যের বিষয় নিজেই উপলব্ধি করিতে পারেনা। চিন্তা-পাঠক চলিবার সময় যদি এরূপ বোধ করে যে, প্রেরক তাহার হাত দৃঢ়রূপে টানিয়া ধরিয়াছে এবং তাহার সেইদিকে অগ্রসর হইতে জোর লাগিতেছে, তবে সে বুঝিবে যে, সে ভ্রান্ত দিকে ( wrong direction ) যাইতেছে। সুতরাং তখন সে আর সেই দিকে অগ্রসর না হইয়া ঐস্থানে স্থির ভাবে একটু সময় দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পুনরায় প্রেরকের চিন্তাটিকে ঠিক্‌রূপে স্বীয় মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে চেষ্টা পাইবে, এবং তখন যে দিকে যাইবার ঝোঁক পাইবে, সেই দিকেই চলিতে আরম্ভ করিবে। আর যদি চলিবার সময় তাহার এরূপ বোধ হয় যে, প্রেরক তাহার হাত সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে, তবে সে যথার্থ দিকেই যাইতেছে বলিয়া উপলব্ধি করিবে।

এইরূপে যাইতে যাইতে যখন চিন্তা-পাঠক এমন একটি স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, যেখান হইতে কোন দিকে চলিতে উদ্যত হইলেই প্রেরক তাহার

হাত টানিয়া ধরে ( অর্থাৎ যাইতে বাধা দেয় ) সেই জায়গাকেই দ্রব্যটির লুক্কায়িত স্থান বলিয়া বুঝিবে।—অর্থাৎ চিন্তা-পাঠক তাহার ঝোঁক বা প্রবৃত্তি অনুসারে যেদিকে চলিতেছে, যদি প্রেরক তাহাকে সেই দিকেই ঠেলিয়া লইয়া যায়, তবে সে যে পর্য্যন্ত উহাতে বাধা না পাইবে, ততক্ষণ ক্রমাগত সেইদিকেই চলিতে থাকিবে ; আর বাধা পাইলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে দাঁড়াইবে। এই স্থান হইতে সে পুনরায় কোন দিকে চলিতে উদ্যত হইলে যদি প্রেরক তাহাকে বাধা দেয়, তবে সে ঐ স্থানেই দ্রব্যটি লুক্কায়িত আছে বলিয়া উপলব্ধি করিবে। এইক্ষণে সে ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া, ডান হাত দ্বারা চারিদিক হাত্ড়াইতে হাতড়াইতে দ্রব্যটির অনুসন্ধান করিবে এবং তাহা করিবার সময় প্রেরককে বলিবে, "এইবার ভাবুন,——খুব মনোযোগের সহিত চিন্তা করুন যে, আমাকে এখন কি করিতে হইবে।" যদি আমি অভীষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া থাকি, তবে যেরূপ করিলে আমি জিনিসটি পাইতে পারিব, আপনি এখন আমার দ্বারা তাহা করাইতেই মনে মনে চিন্তা করিবেন। যদি আমি এখানে দণ্ডায়মান থাকিয়া কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দিকে হাত বাড়াইলেই ঐ জিনিসটি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে আপনি মনে মনে আমাকে সেইদিকেই হাত বাড়াইতে বলিবেন। আর যদি তজ্জন্য আমার বসার প্রয়োজন হয়, তবে আমাকে বসিতে বলিবেন,—অর্থাৎ এখন যেরূপ করিলে দ্রব্যটি পাইতে পারিব, আপনি মনে মনে আমাকে তাহাই করিতে আদেশ করিবেন। চিন্তা-পাঠক হাত্ড়াইবার সময়ও চিন্তকের হাতের ইঙ্গিত অনুসরণ করিবে। সে হাত্ড়াইতে হাত্ড়াইতে যখন দ্রব্যটি হাতে পাইয়াছে, তখন প্রেরক কার্য্য শেষ হইয়াছে, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য স্বীয় অজ্ঞাতসারে সম্ভবতঃ তাহার

হাতের মুঠ শিথিল করিয়া দিবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত চিন্তা-পাঠক ঠিক্ বস্তুটি ধরিতে না পারিয়াছে, ততক্ষণ সে তাহার ( চিন্তা-পাঠকের ) হাত শক্তরূপে ধরিয়া থাকিবে।

প্রেরকের এই 'টানিয়া ধরা' ও 'ঠেলিয়া দেওয়া' কার্য্য সম্পূর্ণরূপে তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়া থাকে, সুতরাং সে যে এই কার্য্যদ্বয়ের দ্বারা চিন্তা-পাঠককে বিশেষরূপে সাহায্য করে, তাহার বিন্দু বিসর্গও সে জানিতে বা বুঝিতে পারেনা। এই কার্য্য দুইটি তাহার অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হওয়ার কারণ এই যে, মানুষ যখন কোন একটি কার্য্য করিবার জন্য গভীর রূপে ইচ্ছা বা চিন্তা করে, তখন তাহার স্নায়ুমণ্ডলী সেই কার্য্যটি সম্পন্ন করিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং সেই উত্তেজনার ফলেই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মাংস পেশীগুলি তাহার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে চালিত হইয়া থাকে। অনেক সময় অপরের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ কোন কার্য্য করাইবার জন্যও আমরা অজ্ঞাতসারে উক্ত কার্য্যোপযোগীভাবে অঙ্গভঙ্গী দ্বারা তাহাকে ইঙ্গিত প্রদান করিয়া থাকি। বোধ হয় অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, শিশুকে খাওয়াইবার সময় কোন কোন আহারদায়িনী নারী, যখন গ্রাসগুলি উহার মুখের নিকট লইয়া যায়, তখন সে, শিশুটি হাঁ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, নিজের মুখও অজ্ঞাতসারে এক একবার হাঁ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা সে শিশুকে হাঁ করাইবার জন্যই অজ্ঞাতসারে ইঙ্গিত প্রদান করিয়া থাকে। সেইরূপ চিন্তা-কালীন প্রেরকের হাত গ্রাহকের হাতের সহিত সংলগ্ন থাকাতে, সে যে গ্রাহককে একটি নির্দ্দিষ্ট দিকে চালিত করিবার জন্য চিন্তা করে, উহার ফলেই তাহার স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া অজ্ঞাতসারে হাতের মাংসপেশীগুলিকে চালিত করিয়া থাকে। সকল

## চিন্তা-পঠন বিদ্যা

প্রকৃতির চিন্তকই যে এই "টানিয়া ধরা" ও "ঠেলিয়া দেওয়া" কার্য্য দুইটি এক প্রকারে সম্পন্ন করে, তাহা নহে। কেহ একটু জোরের সহিত, আর কেহ বা মৃদুভাবে উহাদিগকে সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রেরক যে প্রকৃতিরই হউক, এই কার্য্য দুইটি কখনও বলের সহিত সম্পন্ন হয় না, সাধারণতঃ মৃদুভাবেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন চিন্তক এমত মৃদুভাবে ইঙ্গিত করে যে, খুব অভিজ্ঞ চিন্তা-পাঠক ব্যতীত অপর কেহ তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। যাহা হউক, শিক্ষার্থী কতকগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত কিছুদিন অভ্যাস করিলেই সে তাহাদের প্রদত্ত নানা প্রকারের ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ হইবে।

# তৃতীয় পাঠ

## মাসল্-রিডিংএর অনুশীলন মালা

শিক্ষার্থী পূর্ব্ব পাঠের বিষয়গুলি পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করিয়া লইবার পর, নিম্নোক্ত অনুশীলনগুলি অভ্যাসের চেষ্টা পাইবে। যেহেতু এই অনুশীলনগুলি সম্পাদন করিবার যাবতীয় নিয়ম-প্রণালী কেবল উক্ত পাঠেই বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে, এজন্য উহাদিগকে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কোন অনুশীলন করিবার প্রয়াস পাইলে উহাতে সাফল্য লাভের কোন আশা নাই। সে এই অনুশীলনগুলিকে পর্য্যায়ক্রমে সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিবে, যেহেতু উহারা উত্তরোত্তর কঠিন, অর্থাৎ প্রথম হইতে দ্বিতীয়টি, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়টি ইত্যাদি ক্রমে কঠিনতর। সে প্রথম কোন এক ব্যক্তির সহিত প্রথম অনুশীলনটি অভ্যাস করিবে, যদি উহাতে কৃতকার্য্য হয়, তবে তাহার সহিত দ্বিতীয় অনুশীলনটি অভ্যাস করিবে। আর যদি অকৃতকার্য্য হয়, তবে অপর এক ব্যক্তিকে লইয়া চেষ্টা করিবে এবং আবশ্যক হইলে এইরূপ তিন, চার বা ততোধিক বারও লোক বদলাইয়া অভ্যাস করা যাইতে পারে। প্রথম পরীক্ষাটি খুব সহজ এবং ইতিপূর্ব্বে অনেকে উহা প্রথম চেষ্টাতেই সম্পাদন করিয়াছে ; এজন্য আমি আশা করি যে, কথিত নিয়ম প্রণালীগুলি যথাযথরূপে অনুসরণ করিতে পারিলে শিক্ষার্থীও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ন্যায়, প্রথম

বারেই উহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে ; যদি তাহাতে অপারগ হয়, তবে সে উহাদিগকে মনোযোগের সহিত পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার চেষ্টা করিলে নিশ্চয় উহা সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। উক্ত নিয়ম প্রণালীগুলিকে ঠিক্রূপে অনুসরণ করিতে পারিলে শিক্ষার্থী মাসল্-রিডিংএর সহজ এবং কঠিন যাবতীয় পরীক্ষাই সম্পাদন করিতে পারিবে ; যে স্থলে অকৃতকার্য্য হইবে, সে স্থলে উহারা যথাযথরূপে অনুসৃত হয় নাই বলিয়া নিঃসন্দেহরূপে উপলব্ধি করিবে। কেবল একটি কি দুইটি লোকের সহিত কোন একটি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে পারিলেই সে উহাতে বিশেষ পারদর্শী হইল, এরূপ মনে না করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত উহা সম্পাদন করিবে। সে যত অধিক সংখ্যক লোকের সহিত উহা অভ্যাস করিবে, তাহার অভিজ্ঞতাও তত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে।

চিন্তা-পঠন বিদ্যার এই শাখা কঠিন না হইলেও সকল শিক্ষার্থীই ইহা দুই-চার দিনের অভ্যাসে শিক্ষার আশা করিবে না। যাহারা সুচতুর এবং সহজেই বিষয়টিকে পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তাহারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইলেও যে অপরাপর শিক্ষার্থীগণ তাহা করিতে পারিবে, তাহার কোন মানে নাই। এজন্য তাহাদিগকে উপযুক্ত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইবে। তাহারা প্রথম প্রথম কোন একটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেও নিরাশ হইবে না, কিংবা চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে না ; বরং আরও অধিক যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমের সহিত উহাতে দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া থাকিবে এবং যে পর্য্যন্ত ১৫ বা ২০ জন লোকের সহিত বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে যথা নিয়মে প্রথম পরীক্ষাটি

সম্পাদন করিবার প্রয়াস না পাইয়াছে, ততদিন তাহাদিগকে উপযুক্ত অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমাগত চেষ্টা করিতে হইবে। আর একটি বিশেষ কথা এই যে, তাহারা আত্মক্ষমতার প্রতি সবিশেষ আস্থাবান হইয়া অভ্যাসে রত থাকিবে, অন্যথায় ইহাতে সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না। আত্ম-ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে সংকল্প বিচলিত হইয়া যায় এবং তাহাতে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ও শিথিল হইয়া পড়ে। এজন্য আমি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই নিজ ক্ষমতার প্রতি দৃঢ় আস্থাবান থাকিয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিতেছি। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, যদি সে এই উপদেশগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করিয়া কার্য্য করে, তবে সে এই বিষয়টি শিক্ষা লাভ করিয়া নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইবে।

## অনুশীলন মালা

### প্রথম পরীক্ষা

শিক্ষার্থী একখানা পুস্তক, ঘড়ি, চেইন, পেন্‌সিল, কলম, ছুরি, কাঁচি বা এই রকমের কোন একটি বস্তু লইয়া এই পরীক্ষাটি করিবে। পরীক্ষাটি সহজ করিবার জন্য উহা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে, দর্শকদিগের নিকট হইতে মনোনীত বস্তুটির নাম জানিয়া লইবে এবং ঘরের মধ্যে একটি সুবিধাজনক ও নিরাপদ স্থানে উহাকে লুকাইয়া রাখিতে অনুরোধ করিবে।

### দ্বিতীয় পরীক্ষা

শিক্ষার্থী যাহার সহিত প্রথম পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছে, বর্ত্তমান পরীক্ষাটি তাহার সহিতই চেষ্টা করিবে; অন্যথায় কোন নূতন লোক

লইয়া ইহা সম্পাদনের চেষ্টা পাইলে, সাফল্য লাভ কঠিন হইবে। প্রথম পরীক্ষায় যেরূপ আকারের বস্তু, যেরূপ স্থানে লুকাইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ইহাও ঠিক্ সেই রকমের হইবে এবং শিক্ষার্থী দ্রব্যটির নাম না জানিয়া উহা বাহির করিয়া দিবে। প্রথম পরীক্ষার সাফল্যই তাহাকে এই অজ্ঞাত বস্তুটি বাহির করিবার কৌশল প্রদান করিবে। এই রকমের কয়েকটি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়ার পর পরবর্ত্তী পরীক্ষাটি লইয়া অভ্যাস করিবে।

## তৃতীয় পরীক্ষা

এই পরীক্ষাতে শিক্ষার্থীকে একটি অজ্ঞাত ও ছোট আকারের বস্তু কঠিন স্থান হইতে বাহির করিতে হইবে। যেমন,—একটা আংটি কাহারও পকেট হইতে, বা একটা টাকা বা পয়সা কাহারও আসনের নীচ হইতে, কিংবা একটা নিব কাহারও জুতার ভিতর হইতে, অথবা একটা আল্‌পিন্ দেওয়ালের গর্ত্ত হইতে ইত্যাদি। সে পূর্ব্বোক্ত রকমের কতকগুলি পরীক্ষা সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকিলে এই পরীক্ষা-গুলিও অল্প অভ্যাসেই সম্পাদন করিতে পারিবে। পূর্ব্বের ন্যায় এই প্রকারের কতকগুলি পরীক্ষা সুন্দররূপে সম্পন্ন হওয়ার পর, নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি লইয়া চেষ্টা করিবে।

## চতুর্থ পরীক্ষা

এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থী কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তির একটি নির্দ্দিষ্ট আঙ্গুল হইতে তাহার আংটি খুলিয়া লইয়া উহাকে অপর একজনের কোন একটি নির্দ্ধারিত আঙ্গুলে পরাইয়া দিবে; অথবা একজনের নাক

হইতে তাহার চশমা খুলিয়া লইয়া অপর এক ব্যক্তির নাকে উহা বসাইয়া দিবে ; কিম্বা একজনের পকেট হইতে টাকা বা পয়সা লইয়া কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে দিবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। ফলতঃ চিন্তক উক্তরূপে যে কোন চিন্তা করিবে, শিক্ষার্থীকে তাহাই শুদ্ধরূপে কার্য্যে অনুবাদ করিতে হইবে। কোন কোন শিক্ষার্থীর নিকট এই পরীক্ষাগুলি কঠিন বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কয়েকজন বিভিন্ন প্রকৃতির প্রেরকের সহিত ক্রমাগত কিছুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিলেই সে পূর্ব্বের ন্যায় এই পরীক্ষাগুলিও সম্পাদন করিতে পারিবে।

## পঞ্চম পরীক্ষা

বর্ত্তমান পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে এক জাতীয় বহু দ্রব্য বা বহু রকমের অনেকগুলি বস্তুর ভিতর হইতে দর্শকদিগের মনোনীত একটি নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য প্রেরকের চিন্তার সাহায্যে বাহির করিয়া দিতে হইবে। যেমন, কতকগুলি টাকার ভিতর হইতে একটা চিহ্নিত টাকা, বা অনেকগুলি আধুলি, সিকি, দুয়ানী, পয়সা ইত্যাদির মধ্য হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট পয়সা ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই পরীক্ষাগুলি একটু কঠিন হইলেও ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিলে শিক্ষার্থী উহাদিগকে সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে পারিবে।

## ষষ্ঠ পরীক্ষা

বর্ত্তমান পরীক্ষাটি পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার সদৃশ। ইহাতে দর্শকগণ সেতার, এসরাজ, হারমোনিয়ম, পিয়ানো, ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্রের কোন

একটি নির্দ্দিষ্ট পরদা ( key ) কিম্বা একখানা মুদ্রিত কাগজের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট শব্দ, চিন্তা করিবেন, আর শিক্ষার্থী তাহা প্রেরকের চিন্তার সাহায্যে বাহির করিতে বা পেন্‌সিল দ্বারা ঐ শব্দটির নীচে একটি দাগ টানিয়া দিতে চেষ্টা করিবে ( অর্থাৎ ঐ শব্দটিকে underline করিবে ) শিক্ষার্থী স্বীয় বুদ্ধিবলেও এই রকমের পরীক্ষা সকল মনোনীত করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত সম্পাদন করিতে পারে।

## সপ্তম পরীক্ষা

এই পরীক্ষায় দর্শকদিগের কেহ পেন্‌সিল দ্বারা সাদা দেওয়ালের কোন এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত অঙ্কিত করিবে, আর শিক্ষার্থী প্রেরকের চিন্তার সাহায্যে উহার কেন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়া সেই স্থানে একটা আলপিন্ পুতিয়া দিবে। যে আলপিন্‌টা উক্ত কেন্দ্রস্থ বিন্দুর মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে, দর্শকগণ ইচ্ছা করিলে উহাও কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিতে পারেন। সেই স্থলে শিক্ষার্থী অগ্রে উক্ত আলপিন্‌টি বাহির করিয়া লইবার পর তাহা করিবে। সে এই রকমের আরও কতকগুলি পরীক্ষা মনোনীত করিয়া সম্পাদনের চেষ্টা করিবে।

## অষ্টম পরীক্ষা

এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থী অভিনব কল কব্‌জা যুক্ত লোহার সিন্দুক, আলমারি ইত্যাদি প্রেরকের চিন্তার সাহায্যে খুলিতে ও বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। অনেক লোহার সিন্দুক আলমারি ইত্যাদি আছে, উহাদের তালা এরূপ অসাধারণ কল-কব্জাপূর্ণ যে, কৌশল না জানিলে

তাহা খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারা যায় না। শিক্ষার্থী উক্ত রকমের তালাযুক্ত লোহার সিন্দুক, আলমারি ইত্যাদি (যাহা খুলিবার ও বন্ধ করিবার কৌশল তাহার নিজের অজ্ঞাত কিন্তু চিন্তকের জ্ঞাত) প্রেরকের চিন্তার সাহায্যে খুলিতে ও বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবে।

## নবম পরীক্ষা

এই পরীক্ষায় দর্শকগণের কেহ ঘরের মেজেতে খড়িমাটি (chalk) দ্বারা ১০।১৫ ফুট লম্বা একটা রেখা আঁকিয়া রাখিবে, আর শিক্ষার্থী প্রেরকের চিন্তার সাহায্যে উহার উপর দিয়া নির্ভুলরূপে হাঁটিয়া যাইবে। প্রথম প্রথম সে সরল রেখার উপর দিয়া ঠিক্‌রূপে চলিতে অভ্যাস করিবে এবং উহাতে সুন্দররূপে অভ্যস্থ হওয়ার পর, বক্র রেখার উপর দিয়া নির্ভুলরূপে চলিবার প্রয়াস পাইবে। অভিজ্ঞ চিন্তা-পাঠকগণ সুদীর্ঘ বক্র রেখার উপর দিয়াও অতি দ্রুত চলিয়া যাইতে পারেন। বর্ত্তমান পরীক্ষাটি জন বিরল রাস্তার উপরও সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

## দশম পরীক্ষা

যে সকল শিক্ষার্থী ও চিন্তক ঘোড়ার গাড়ী বা মটরকার চালাইতে সক্ষম, নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি কেবল তাহারাই সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। উক্ত কার্য্যে যাহারা অনভ্যস্ত বা অপরিপক্ক, তাহারা ইহা করিবার প্রয়াস পাইলে বিপদগ্রস্থ হইতে পারে। ঘোড়ার গাড়ী চালাইতে অভ্যস্ত শিক্ষার্থী, একজন অভিজ্ঞ চালককে (অবশ্যই তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়ার পর) প্রেরক রূপে গ্রহণ করতঃ প্রথম প্রথম একটি শান্ত ঘোড়াযুক্ত গাড়ী লইয়া সহরতলীর সর্ব্বাপেক্ষা নির্জ্জন রাস্তার

উপর দিয়া ইহা অভ্যাস করিবে এবং উহাতে সুন্দররূপে অভ্যস্থ হওয়ার পর, বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত ইহা সম্পাদনের চেষ্টা পাইবে। যখন সে নির্জ্জন রাস্তার উপর অনেক লোকের স'হত ইহা সম্পাদন করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে, তখন সে সহরের জনাকীর্ণ রাস্তার উপর দিয়াও চোখ বাঁধা অবস্থায়, যে কোন ঘোড়ার গাড়ী বা মটরকার চালাইতে সক্ষম হইবে।

বলা বাহুল্য যে, শিক্ষার্থী চোখ বাঁধা অবস্থায় এক ব্যক্তির সাহায্যে গাড়ীর উপর উঠিয়া কোচবাক্সে আসন গ্রহণ ক'রবে এবং চিন্তককে নিজের বাম পার্শ্বে বসিতে স্থান দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে বাম হাত দ্বারা তাহার (চিন্তকের) দক্ষিণ হাত দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিবে ও দক্ষিণ হাতে রাশ গ্রহণ করিবে। তৎপরে সে দর্শকগণের অভিপ্রায়ানুসারে প্রেরককে কোন একদিকে গাড়ী চালাইবার জন্য চিন্তা প্রেরণ করিতে বলিবে এবং অন্যান্য পরীক্ষাগুলির ন্যায় ইহা সম্পন্ন করিবে। চোখ বাঁধা অবস্থায় মটর ড্রাইভিংও এইরূপেই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

চোখ বাঁধা অবস্থায় গাড়ী চালান ক্রীড়া ( blind-folded driving performance ) বিশেষভাবে ইয়ুরোপীয়গণ খুব পসন্দ করিয়া থাকেন; এবং যে সকল ক্রীড়া প্রদর্শক ইহা সুন্দররূপে প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহাদের খেলা দেখিবার জন্য বহু দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে। আমাদের দেশে মাসল্-রিডিংএর সাধারণ খেলাগুলি সময় সময় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হইয়া থাকিলেও এই ক্রীড়ার বড় একটা নাম শোনা যায়না। শিক্ষার্থী পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাগুলির সহিত এই ক্রীড়াটি খুব দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করিতে পারিলে, তাহার ক্রীড়া দর্শন করিবার জন্যও বহু লোক লালায়িত হইবে সন্দেহ নাই।

# চতুর্থ পাঠ

## বিশেষ উপদেশ

শিক্ষার্থী আত্ম-ক্ষমতার উপর আস্থাবান থাকিয়া উৎসাহ, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত যথা নিয়মে পূর্ব্বোক্ত অনুশীলনগুলি ধারাবাহিকরূপে অভ্যাস করিবে। সে প্রথম পরীক্ষাটি কোন একজন লোকের সহিত সম্পাদন করিতে পারিলেই দ্বিতীয় অনুশীলনটিতে হস্তক্ষেপ না করিয়া, উহাকে বিভিন্ন প্রকৃতির কতকগুলি লোকের সহিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অভ্যাস করিবে এবং যখন অনেকের সহিতই উহা সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে, তখন দ্বিতীয়টি লইয়া চেষ্টা করিবে। উক্তরূপে এই অনুশীলনটি আবার উত্তমরূপে অভ্যস্ত হওয়ার পর, তৃতীয়টি এবং তৎপরে চতুর্থটি ইত্যাদি ক্রমে অভ্যাস করিবে। এই প্রণালীতে অভ্যাস করিলে তাহার সাফল্য লাভ সহজ হইবে এবং সে অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ পরিপক্ক হইতে পারিবে। একটি অনুশীলন ভালরূপে অভ্যস্ত না হইতেই যাহারা আর একটিতে হস্তক্ষেপ করে, তাহারা কখনও উহা শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারেনা এবং অধিকন্তু তাহারা শেষ পর্য্যন্ত কাঁচাই থাকিয়া যায়। অনুশীলন গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন লোকের সহিত অভ্যাস করার কারণ এই যে, প্রেরক-গণ পাঠককে চিন্তা দ্বারা চালিত করিবার সময় অজ্ঞাতসারে হাত দ্বারা যে ইসারা করে, তাহা সকলের সমান নয়। কেহ একটু জোরে আর

কেহ বা খুব মৃদুভাবে তাহা করিয়া থাকে। এজন্য বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত উহাদিগকে অভ্যাস করিলে, সে তাহাদের প্রদত্ত নানা প্রকার ইঙ্গিত বুঝিবার জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং সে যত অধিক সংখ্যক লোকের সহিত অভ্যাস করিবে, এই জ্ঞানও তাহার তত বেশী পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া কৃতকার্য্যতা লাভের সাহায্য করিবে।

শিক্ষার প্রারম্ভে কেহ কেহ এই ইসারাগুলি ঠিক রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এজন্য এক একটি পরীক্ষা সম্পাদন করিতে তাহাদের খুব বিলম্ব হয়; কাহার কাহারও উহাতে দুই হইতে দশ মিনিট পর্য্যন্ত সময়ও লাগিয়া থাকে। কিন্তু ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে যেমন তাহাদের নানা প্রকার ইসারা বুঝিবার জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, ততই তাহারা উত্তরোত্তর অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা সকল সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। কার্য্যকুশল চিন্তা-পাঠকগণ এমত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত লুক্কায়িত দ্রব্যাদি বাহির করিয়া দিতে পারে যে, যেন তাহারা প্রেরকের হাত স্পর্শ মাত্রই, উহা কোন্ স্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে সক্ষম। কঠিন কঠিন পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করিতেও তাহাদের এক এক মিনিটের বেশী সময় আবশ্যক হয় না। ভিন্ন ভিন্ন লোকের সহিত নানা রকমের অনেকগুলি পরীক্ষা সম্পাদন করিয়া সাফল্য লাভ করার পর, শিক্ষার্থী দেখিতে পাইবে যে, একটা লোহার শিকের সাহায্যেও উক্তরূপে চিন্ত-পাঠ করা যায়। এক বা দেড় হাত লম্বা, সিকি ইঞ্চি মোটা একটা লোহার শিক লইয়া প্রেরককে উহার এক প্রান্তে ডান হাত দ্বারা দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিতে বলিবে, আর উহার অপর প্রান্ত শিক্ষার্থী নিজের বাম হাত দ্বারা শক্তরূপে ধরিয়া থাকিবে। এই অবস্থায় প্রেরক কোন চিন্তা করিলে পাঠক তাহা

পূর্ব্বের ন্যায় বুঝিতে পাইয়া উহাকে কার্য্যে অনুবাদ করিতে সক্ষম হইবে। অভ্যাসেই মানুষের অক্ষমতা বা ত্রুটি সংশোধন হয়। যাহার অভ্যাস বা সাধনা যেরূপ, তাহার সিদ্ধিও সেই পরিমাণেই লাভ হইয়া থাকে।

চিন্তা-পঠন বিদ্যার এই অংশ সহজ; অধিকন্তু ইহা শিক্ষার নিয়ম প্রণালীগুলি এই পুস্তকে যথা সম্ভব সরল ভাষার ব্যক্ত করা হইয়াছে; এবং উহাদিগকে কেবল দুই-চার দিন মাত্র অভ্যাস করিয়াও কেহ কেহ ইহা শিক্ষা করিতে পারিয়াছে। সুতরাং যদি শিক্ষাভিলাষী আন্তরিকতার সহিত যথাযথরূপে এই উপদেশগুলির অনুসরণ করে এবং শিক্ষাকালীন তাহার যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি না হয়, তবে ইহাতে তাহার অকৃতকার্য্যতার কোন কারণ নাই। সে প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন লোকের সহিত নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিতে পারিলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইবে; আর উক্তরূপ অভ্যাস করিতে না পারিলে শিক্ষা লাভে বিলম্ব হইবে।

# পঞ্চম পাঠ

## মাসল্-রিডিং ক্রীড়া প্রদর্শন

চিন্তা-পঠন বিদ্যার এই শাখা উত্তমরূপে আয়ত্ত হওয়ার পর, শিক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে সখের ক্রীড়া প্রদর্শকরূপে স্বীয় পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে এবং ব্যবসায়ী ক্রীড়া প্রদর্শকরূপে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চাদিতে মাসল্-রিডিংএর খেলা দেখাইবার প্রয়াস পাইতে পারে। এই তামাসা দেখানকে যে ব্যবসায়-রূপে অবলম্বন করিতে আগ্রহান্বিত, তাহাকে প্রথমতঃ কিছু কাল সখের ক্রীড়া প্রদর্শকরূপে খেলা দেখাইতে হইবে। যখন উহাতে তাহার বেশ পারদর্শিতা লাভ হইয়াছে, তখন সে প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে ক্রীড়া প্রদর্শনের চেষ্টা করিবে; অন্যথায় উহাতে তাহার আশানুরূপে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নাই। এই সঙ্গে তাহাকে ব্যবসায়ী ক্রীড়া প্রদর্শকগণের গুণ সকলও অত্যাবশ্যকীয়রূপে অর্জ্জন করিতে হইবে।

তাহাকে সর্ব্বাগ্রে এই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও ব্যবহার সম্বন্ধীয় শাখাদ্বয়ে ( theoretical and practical sides ) উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতে হইবে, যেন আবশ্যক হইলে সে এই বিষয়টি অপরকে বুঝাইয়া দিতে পারে। সে স্বীয় কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সবিশেষ আস্থাবান থাকিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে এবং বেশ বাক্‌পটু, চট্‌পটে ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইবে। ক্রীড়া প্রদর্শন কালীন এক শ্রেণীর দর্শকের নানা প্রকার ঠাট্টা, বিদ্রূপ,

সমালোচনা ইত্যাদি উপেক্ষা করিয়া বেশ শান্তভাবে ও তৎপরতার সহিত ক্রীড়া প্রদর্শন করিবার তাহার ক্ষমতা থাকা চাই। যাহারা এই সকল বিষয়ে ভীত, সংকুচিত, অধৈর্য্য বা উত্তেজিত হয়, তাহারা কখনও প্রথম শ্রেণীর ব্যবসাদার ক্রীড়া প্রদর্শক রূপে সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

ক্রীড়া প্রদর্শক তাহার প্রদর্শনীয় বিষয়গুলিকে নিজ মুখে কখনও প্রচার করিবেন না, অপরের দ্বারা করাইবে। তজ্জন্য সে একটি সুন্দর, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ যুবককে তাহার সহকারী বা ম্যানেজার রূপে নিযুক্ত রাখিবে। যখন যেখানে খেলা দেখাইতে ইচ্ছা করিবে, তখন তাহাকে সেইখানে পাঠাইয়া উহার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক্ করিয়া লইবে। এই ব্যক্তি তামাসার দুই-তিন দিন পূর্ব্বে সেখানে যাইয়া স্থানীয় কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী ভদ্রলোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতঃ তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য প্রার্থনা করিবে। সেখানকার সর্ব্বপ্রধান রঙ্গমঞ্চ বা টাউনহল দুই-তিন রাত্রির জন্য ভাড়া দিয়া বা অন্য প্রকারে নিযুক্ত করিয়া প্রধান প্রধান রাস্তার উপর প্রকাশ্য স্থানাদিতে বড় বড় প্লাকার্ড ( placards ) মারিয়া ও সাধারণ্যে বহুল পরিমাণে হ্যাণ্ডবিল বা বিজ্ঞাপন বিলি দ্বারা তামাসার সংবাদ প্রচার করিবে। এই প্লাকার্ড ও হ্যাণ্ডবিলগুলিকে ভাল ছাপাখানা হইতে শুদ্ধ, পরিষ্কার ও সুন্দররূপে ছাপাইয়া লইবে, অন্যথায় উহারা জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবে না। বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বিতরণের উপরই প্রদর্শনীর দর্শক সমাগম সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, সুতরাং উহাতে কদাপি কার্পণ্য করিবে না। যেখানে ভাল হল না পাইবে, সেখানে কলেজ, স্কুল বা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত স্থানে খেলা দেখাইবে। প্রদর্শনীর টিকিটের

হার সুলভ হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় দর্শকের সংখ্যা কম হইবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারে যে, টিকিটের মূল্য বেশী হইলে অল্প সংখ্যক দর্শক হইতে যে পয়সা হয়, উহার দাম কম হইলে বেশী সংখ্যক লোকের দ্বারাও তাহা হয় না ; এ কথা সত্য। কিন্তু দর্শকের সংখ্যা অধিক হইলে ক্রীড়া প্রদর্শকের খেলা দেখাইতে যেমন উৎসাহ হইবে, লোক কম হইলে তাহা হইবে না ; অধিকন্তু দর্শক সমাগম বেশী হইলে তাহাদের দ্বারা মুখে মুখে এই খেলার যেমন প্রচার হইবে, অল্প সংখ্যক দর্শকের দ্বারা কখনও তাহা হইবে না। এজন্য অধিকাংশ স্থলেই প্রথমাপেক্ষা দ্বিতীয় রজনীতে লোক সমাগম বেশী হয়। ক্রীড়া দর্শনাভিলাষীদিগের মধ্যে অনেকে প্রথম রজনীর খেলা কেমন হয়, তাহা জানিবার জন্য অপেক্ষা করে, এবং যদি উহার সুনাম বাহির হয়, তবে তাহারা দলে দলে খেলা দেখিতে যায়। অতএব যাহাতে প্রথম রজনীর ক্রীড়াটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও দর্শকগণের মনোরঞ্জক হয়, ক্রীড়া প্রদর্শক সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবে।

ক্রীড়া প্রদর্শক খেলা দেখাইবার জন্য কোন নূতন স্থানে যাইয়া সর্ব্বদাই কোন সম্ভ্রান্ত স্থানে বাস ও আহারের ব্যবস্থা করিবে এবং স্থানীয় ভদ্র-লোকদের সহিত মেলা-মেশা করিবে। যদি সে তাহা না করে এবং সাধারণ লোকদের সহিত চলা-ফেরা ইত্যাদি করে, তবে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাহাকে সাধারণ বাজিকর মনে করিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিবে এবং সে সাধারণ লোকদের নিকট হইতেও উপযুক্ত পরিমাণে মান-খাতির লাভ করিতে পারিবে না। তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ সুরুচি সঙ্গত হইবে এবং সে কখনও অপরিস্কৃত পোষাকে বা অপরিচ্ছন্ন ভাবে

বাহির হইবে না। এই সকল বিষয়ে আসল কথা এই যে, যাহাতে সকল বিষয়ে তাহার পদ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে তাহাকে বিশেষ মনোযোগী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে; অন্যথায় তাহার গুণ থাকা সত্ত্বেও সে সর্ব্ব সাধারণের নিকট হইতে মান-খাতির লাভ করিতে পারিবে না।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চাদিতে ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে অগ্রে সেখানকার পুলিসের নিকট হইতে অনুমতি ( persmission ) লইতে হয়। অবশ্যই ইহার জন্য কোন ব্যয় হয় না; কেবল সাধারণ কাগজে একখানা দরখাস্ত করিলেই চলে। অনেক সময় স্থানীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে "কম্‌প্লিমেণ্টারি কার্ড" ( Complimentary card ) দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলে দর্শকের সংখ্যা অধিক হয়। খেলা দেখাইতে টিকিট বিক্রী, দরজায় গার্ড দেওয়া, টিকিট চেক্‌করা ইত্যাদি কাযের জন্য স্থানীয় লোকের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হইয়া থাকে; কিন্তু তাহারা কোন বিষয়ে ক্ষতি না করে, সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিবে। ক্রীড়া প্রদর্শনের সময় সাধারণের সুবিধা জনক হওয়া চাই, অন্যথায় লোক সমাগম অল্প হইবে। বিজ্ঞাপিত সময়ের নড়-চড় না করিয়া খেলা দেখাইবে, তাহা না করিলে অনেকের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয়। ইয়ুরোপীয় ক্রীড়া প্রদর্শকগণ "ইভিনিং সুট" ( Evening Suit ) পরিয়া খেলা দেখাইয়া থাকেন, সুতরাং শিক্ষার্থীও তাহাই ব্যবহবার করিবে।

এক শ্রেণীর দর্শকের নিকট এই ক্রীড়া খুব আশ্চর্য্যজনক ও আনন্দ-দায়ক বলিয়া বিবেচিত হইবে; কিন্তু অপর দর্শকদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ইহার সহিত "সম্মোহন ক্রীড়ার" ( hypnotic peformance ) সংযোগ থাকিলে ক্রীড়া প্রদর্শক আর্থিক হিসাবে বেশ লাভবান হইতে পারিবে

সন্দেহ নাই। আমার দীর্ঘকালের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে সংক্ষেপে যে কয়েকটি উপদেশ প্রদত্ত হইল, আমি আশা করি, উহাদের দ্বারা ব্যবসায়ী ক্রীড়া প্রদর্শকরূপে গঠিত হইবার অভিলাষী ব্যক্তির বিশেষ সাহায্য হইবে। সে উহাদিগকে পালন করিয়া চলিতে পারিলে স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে নিশ্চয় সাফল্য করিতে সমর্থ হইবে। ইয়ুরোপে বহু মাসল্-রিডিং ক্রীড়া প্রদর্শন আছেন; তন্মধ্যে মিঃ কাম্বারল্যাণ্ডই ( Mr. Cumberland ) সুপ্রসিদ্ধ। তিনি ইয়ুরোপ ও অন্যান্য দেশের অনেক রাজরাজার ও বড় বড় লোকের চিন্তা-পঠন করিয়া খুব সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার মাসল্-রিডিং প্রণালীও অনেকটা এইরূপ।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ

# দ্বিতীয় খণ্ড

## প্রথম পাঠ

### টেলিপ্যাথি কাহাকে বলে ?

স্পর্শহীন ভাবে নিকটে বা দূরে অবস্থান করিয়া মনে মনে সংবাদ আদান-প্রদান করার নাম "টেলিপ্যাথি" ( Telepathy ) বা "থট্-ট্রান্স্ফারেন্স" ( Thought-transference )। স্পর্শযুক্ত চিন্তা-পঠন বা মাসল-রিডিং এ চিন্তক ও গ্রাহক পরস্পরের সহিত শারীরিক স্পর্শযুক্ত হইয়া কার্য্য করে, আর টেলিপ্যাথিতে তাহারা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্পর্শহীন ভাবে অবস্থান করতঃ মনে মনে সংবাদ আদান-প্রদান করিয়া থাকে। এজন্য বাঙ্গলায় উহাকে "স্পর্শহীন মনোবার্ত্তা" বলা যাইতে পারে। ইহাতে চিন্তক ও গ্রাহক এক ঘরে থাকিয়া, কিম্বা পরস্পর হইতে বহু দূরে অবস্থান করিয়া সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে পারে ; স্থানের দূরত্ব এই বার্ত্তা আদান-প্রদানের কোন বাধা জন্মাইতে পারেনা। সুতরাং এক ব্যক্তি কলিকাতায় আর অপর ব্যক্তি বোম্বাই বা দিল্লীতে অবস্থিত থাকিলেও তাহাদের পক্ষে মনোবার্ত্তার আদান-প্রদান করা অসম্ভব নহে।

মনোবার্ত্তাকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে ; যথা "ইচ্ছাকৃত" ও "অনিচ্ছাকৃত"। দুই ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক মনে মনে যে

সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করে, তাহা "ইচ্ছাকৃত," আর যে সংবাদ প্রেরকের অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে প্রেরিত হইয়া গ্রাহকের অজ্ঞাতসারে তাহার মস্তিষ্কে বা মনে আ'সয়া প্রবেশ করে, উহাকে "অনিচ্ছাকৃত" মনোবার্ত্তা বলে। বিদেশে বা বন্ধুহীন স্থানে কঠিন পীড়াক্রান্ত বা বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিগণ রোগ বা বিপদের সংবাদ তাহাদের আত্মীয় বন্ধুগণকে জানাইবার জন্য সময় সময় ইচ্ছা বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক চিন্তা প্রেরণ করিয়া থাকে এবং কখন কখন পরলোকগত সূক্ষ্ম দেহধারী মানবগণও ব্যক্তি বিশেষের সাহায্যে কোন অতৃপ্ত বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার নিকট চিন্তা প্রেরণ করিয়া থাকে। উক্ত বার্ত্তা যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়, সেই ব্যক্তি স্বভাবতঃ সংবেদনীয় ( susceptible ) হইলে এবং তখন সে উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিকাবস্থায় অবস্থিত থাকিলে উহা তাহার মস্তিষ্কে আসিয়া প্রবেশ করে এবং উহা তাহার উপলব্ধি হয় ; কিন্তু তখন তাহার শারীরিক ও মানসিকাবস্থা উক্ত সংবাদ গ্রহণের পক্ষে অনুকূল না হইলে, কিম্বা সে স্বল্প সংবেদনীয় হইলে, তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়না। এরূপ কয়েকটি ঘটনা আমার পরিচিত ব্যক্তিদের দুই এক জনের জীবনে ঘটিয়াছে এবং আমি নিজেও উহা কয়েকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার বিশেষ পরিচিত একটি বর্ষীয়সী মহিলার একমাত্র পুত্র বিদেশে চাকরি করিত। এই মাতা ও পুত্রের পরস্পরের মধ্যে প্রাণের টান খুব বেশী ছিল। এই মহিলাটি স্বভাবতঃ অত্যন্ত সংবেদনীয় ছিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখনই তাঁহার পুত্রটি চাকরি স্থলে কোনরূপ বিপদগ্রস্থ বা রোগাক্রান্ত হইত, তখনই তিনি তাহা মনে মনে জানিতে পারিতেন। একবার তিনি, তাহার কঠিন পীড়া হইয়াছে বলিয়া এই উপায়ে বুঝিতে

পারিয়া, এমন উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলেন যে, তিনি আত্মীয়ও প্রতিবেশীগণের কোন প্রবোধ না মানিয়া একটি বালক মাত্র সঙ্গী লইয়া, পুত্রকে দেখিবার জন্য তাহার চাকরি স্থলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার ছেলেটি সত্যই খুব কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

কয়েক বৎসর হইল ঢাকায় একটি যুবক কোন গুপ্ত হত্যাকারীর পিস্তলের গুলিতে নিহত হইয়াছিল। ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর সে বাদামতলী ষ্টিমার ঘাট হইতে বাঙ্গলা বাজার তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিল; যখন সে বাঙ্গলা বাজার ও দিগবাজারের চৌরাস্তার মোড় অতিক্রম করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময় আততায়ীর গুলিতে আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। সেইদিন তাহার পিতা বাড়ী হইতে ঢাকা আসিয়া বাঙ্গলা বাজার কোন এক বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিল। যখন যুবক এই রাস্তার উপর নিহত হয়, তখন তাহার পিতা সেই বাড়ীর পায়খানায় যাইতে বা সেখান হইতে ফিরিতেছিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিল যে, তাহার পুত্র হঠাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু সে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বেই সেই মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টি-পথ হইতে অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল! যুবক যে স্থানে হত হইয়াছিল, সেখান হইতে ঐ পায়খানার দূরত্ব খুব অল্প নহে এবং সেখান হইতে হত্যাকাণ্ডের স্থান দেখিতেও পাওয়া যায়না। ইহাও একটি মনোবার্ত্তার ব্যাপার!

এই স্থলে ইহা প্রশ্ন হইতে পারে যে, একটি সংবাদরূপী চিন্তা এক

ব্যক্তির মস্তিষ্ক হইতে অপর এক ব্যক্তির মনে প্রেরিত হওয়া সম্ভব হইলেও চিন্তকের জড় মূর্ত্তি কি প্রকারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়া আবির্ভূত হয়? ইহা দুই প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। যথা—(১) প্রখর ইচ্ছা শক্তি বলে একটি একাগ্র চিন্তা চালিত হইলে, অথবা (২) উক্ত শক্তি-বলে চিন্তকের সূক্ষ্ম দেহ জড় শরীর হইতে বহির্গত হইলে।

মনোবিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে, এক একটি চিন্তা এক একটি বস্তু বিশেষ। উহা অপর কোন পদার্থের মত নয়, সম্পূর্ণরূপে একটি জড় পদার্থের সদৃশ। মৃত্যুকালে মনুষ্যের চিন্তা স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রখর হয়,—অর্থাৎ মানুষের জড় শরীর মৃত্যুর যতই অধিক নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, তাহার তাৎকালিক চিন্তাও প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া থাকে। সুতরাং চিন্তা একটি জড় পদার্থ বলিয়া এবং বিশেষভাবে মৃত্যু সময়ে উহার প্রাখর্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় বলিয়া, উহা প্রখর ইচ্ছা শক্তি বলে চালিত হইলে অভীপ্সিত স্থানে আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ পদার্থাকারে পরিণত হইতে পারে। ইহাকেই "চিন্তার জড়ত্ব প্রাপ্তি" (materialization of thought) বলা যাইতে পারে। প্রখর ইচ্ছা শক্তি বলে চালিত একটি একাগ্র চিন্তার জড়ত্ব প্রাপ্তি যে কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রিয় সিদ্ধান্ত নয়, তাহা কমাণ্ডার ডারগেট্ (Commander Derget) খুব সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি ফটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে প্রখর চিন্তায় নিযুক্ত চিন্তকের মস্তিষ্ক হইতে চিন্তিত পদার্থের ছবি তুলিয়া উহা যে বাস্তবিক জড় পদার্থের ন্যায় একটা জিনিষ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত যুবক তাহার পিতার সহিত সাক্ষাতের বাসনা লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু পথেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হওয়াতে যে তাহার মনে ঐ চিন্তাটি তখন

প্রবল ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উহা প্রখর ইচ্ছাশক্তি বলে চালিত হওয়াতে তাহার পিতার সম্মুখে জড়াকারে পরিণত হইয়াছিল। প্রভাত কালের স্বপ্ন যেমন সদ্য ফলপ্রদ, মৃত্যুকালের আকাঙ্ক্ষাও তেমন অবিলম্বে পূর্ণ হইয়া থাকে। মরণ সময়ে যে লোকে "রামনাম", "হরিনাম" ইত্যাদি শুনায়, উহা দ্বারা মুমূর্ষু ব্যক্তির মনকে ভগবৎ মুখী করাই উহার একমাত্র কারণ। পুরাণে একটা গল্প আছে। ভরত নামে এক রাজা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া বনে বাস করিতেছিলেন। তিনি একদিন ঘটনা চক্রে পড়িয়া একটি অসহায় হরিণ শিশুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে উহাকে তিনি স্বীয় আশ্রমে স্থান দিয়া লালন পালন করিতে করিতে উহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহাসক্ত হইয়া পড়িলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তিনি স্বীয় আশ্রমোচিত জপ, তপ ইত্যাদি বিস্মৃত হইয়া কেবল উহার চিন্তায়ই নিমগ্ন থাকিতে অভ্যস্থ হইলেন। যখন তাহার মৃত্যু কাল উপস্থিত হইল, তখনও তিনি ঐ হরিণ শাবকের চিন্তা মন হইতে বিদূরিত করিতে পারেন নাই। তাহার ফলে তিনি পরজন্মে হরিণ-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপনিষদে একটি বাক্য আছে, "মনুষ্য যাহা চিন্তা করে, সে তাহাই হইয়া থাকে," "যাহার যেমন ভাবনা তাহার তেমন সিদ্ধি," সাধু-মহাত্মাদিগের মুখনিঃসৃত এই বাক্যগুলি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি ইচ্ছাশক্তি বলে তাহার সূক্ষ্ম দেহকে জড় শরীর হইতে বহির্গত করিয়া ইচ্ছানুরূপ স্থানে প্রকাশ করিতে পারে। ইহা দ্বারা চিন্তকের মূর্ত্তি ব্যক্তি বিশেষের সম্মুখে সজীব ভাবে আবির্ভূত হইতে পারে। এই সূক্ষ্ম দেহ কি পদার্থ? দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ

বলেন যে, জড় শরীর ব্যতীত মনুষ্যের ( সকল প্রাণীরই ) আরও কয়েকটি দেহ আছে। উহাদের মধ্যে যেটি স্থূলতম তাহা ঠিক জড় শরীরেরই অনুরূপ, বা জড় শরীরই সেই দেহটির সদৃশ আকৃতিতে গঠিত হইয়াছে। উহা জড় শরীর অপেক্ষা আকারে কিঞ্চিৎ বড় অর্থাৎ জড় শরীরের প্রত্যেক অংশ হইতেই উহার আয়তন কয়েক ইঞ্চি অধিক এবং উহা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উপাদান সমূহে গঠিত। এই জন্যই উহাকে "সূক্ষ্মশরীর" বা "কামদেহ" ( astral body ) বলে। এই দেহটি জীবাত্মার আধার রূপে জড় শরীরের ভিতর ও বাহির ব্যাপিয়া অবস্থিত থাকে। একটা বাটি রসে পূর্ণ করিয়া উহার মধ্যে একটি রসগোল্লা ডুবাইলে যেমন ঐ রসগুলি রসগোল্লাটির ভিতর ও বাহির ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত এই সূক্ষ্ম দেহটিও ঠিক্ সেইরূপ জড় শরীরের ভিতর ও বাহির ব্যাপিয়া অবস্থান করে। ইহা সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত বলিয়া পঞ্চভূতাত্মক সমস্ত পদার্থের ভিতরই প্রবেশ করিতে পারে। মৃত্যুর সময় জীবাত্মা এই সূক্ষ্মদেহ রূপ আবরণ লইয়া জড় শরীর হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং অল্পাধিক সময়ের জন্য সূক্ষ্ম জগতে ( astral world ) বিচরণ করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীরকে যোগ বা ইচ্ছাশক্তি বলে যে কোন স্থানে চালিত এবং প্রকাশিত করিতে পারেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বিদুষী উভয়ভারতীর সহিত কামশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তর্কে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত, কাম-কলা শিক্ষা করিতে, যোগবলে এক মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা-শক্তি বলে সূক্ষ্ম শরীরকে স্থানান্তরে চালন বা প্রেরণকে "সূক্ষ্ম শরীর বহির্গত-করণ" ( projection of astral body ) বলা যাইতে পারে। ইহার

সহিত আমাদের আলোচ্য বিষয়ের নিকট সম্বন্ধ নাই বলিয়া এই স্থানে উহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

## টেলিপ্যাথি দিব্যদৃষ্টি নহে

কেহ কেহ স্পর্শহীন মনোবার্ত্তাকে "দিব্যদৃষ্টি" মনে করিয়া ভুল করিয়া থাকেন। দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য ভিন্ন কেবল মনশ্চক্ষু দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বস্তু বা ঘটনাবলী "দর্শন" বা "প্রত্যক্ষ" করাকে "দিব্যদৃষ্টি" বা "অতীন্দ্রিয় দর্শন" ( Clairvoyance ) বলে। ইহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বস্তু বা ঘটনা সকল দ্রষ্টার মানস-নয়নে চিত্রের ন্যায় প্রতিফলিত হয়; আর স্পর্শহীন মনোবার্ত্তায় সংবাদ সমূহ সাধারণতঃ "চিত্র", "ভাব" বা "বিশেষ কোন কার্য্যোত্তেজক প্রবৃত্তি রূপে" গ্রাহকের মস্তিষ্কে উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং "দিব্যদৃষ্টিতে" ত্রিকালের বস্তু বা ঘটনা সকল প্রত্যক্ষীভূত হয়, আর "স্পর্শহীন মনোবার্ত্তায়" কোন এক জীবিত বা মৃত ব্যক্তি ( পরলোকবাসী সূক্ষ্ম দেহধারী মানব ) বর্ত্তমান সময়ে বা অল্পক্ষণ পূর্ব্বে যে চিন্তাটি প্রেরণ করিতেছে বা করিয়াছে, কেবল তাহা অবগত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা অল্পক্ষণ পূর্ব্বে প্রেরিত একটি সংবাদ গ্রহণ করা সম্ভবপর হইলেও, বহুদিন পূর্ব্বে চিন্তিত কোন মানসিক সংবাদ অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং ইহা স্পষ্টতঃ বর্ত্তমানের কার্য্য।

কোন কঠিন বিপদগ্রস্থ, রোগাক্রান্ত বা মুমূর্ষু ব্যক্তি জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে, অথবা পরলোকবাসী কোন সূক্ষ্ম দেহধারী মানব ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশ্যে যে চিন্তা প্রেরণ করে, উহা সচরাচর তাহার নিদ্রা বা জাগরণের সময় তাহার মস্তিষ্কে আসিয়া প্রবেশ করে বা তাহার উপলব্ধি হয়। নিদ্রার

অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং নিদ্রা ভঙ্গের পরক্ষণে শরীর অত্যন্ত শিথিল ও মন চিন্তা শূন্য থাকে বলিয়া এই অবস্থাই উক্ত রকমের মনোবার্ত্তা প্রকাশের বিশেষ অনুকূল। কেহ কেহ নিদ্রিতাবস্থায়ও স্বপ্নের মত উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার কখন কখন এরূপও হয় যে, উপরোক্ত ব্যক্তিগণ যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে একটি বার্ত্তা প্রেরণ করিতেছে, সে ব্যক্তি সেই সময় জাগ্রত ও কার্য্য রত থাকিলে তাহার শারীরিক ও মানসিকাবস্থা উক্ত সংবাদ গ্রহণের অনুপযোগী বলিয়া উহা, সে নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত ( অর্থাৎ উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিকাবস্থায় না আসা পর্য্যন্ত ), তাহার মস্তিষ্কে প্রকাশ পাইতে পারে না, বা উহা তাহার উপলব্ধি হয় না। এই নিমিত্ত একটি বার্ত্তা যাহা এখন প্রেরিত হইতেছে, তাহা কয়েক ঘণ্টা পরেও গ্রাহকের মস্তিষ্কে আসিয়া উদিত হইতে বা ভিন্ন কথায় উহা তাহা উপলব্ধি হইতে পারে।

আমাদের দেশে তীর্থস্থানাদিতে যে সকল প্রসিদ্ধ ও জাগ্রত দেবতা আছেন, তাঁহাদের নিকট কঠিন ব্যাধি গ্রস্ত বহু লোক আরোগ্য লাভের আশায় "হত্যা দিয়া" থাকে। উহাও মনোবার্ত্তার মত একটি বিষয়। যে সকল ব্যক্তি হত্যা দেয় তাহাদিগকে সেই দেব বা দেবীর প্রতি তদ্‌গতচিত্ত হইয়া তাঁহার আসনের নিকট অনাহারে 'পড়িয়া থাকিতে' হয় এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে স্বপ্নে কোন 'প্রত্যাদেশ' ব 'মনোবার্ত্তা' প্রেরিত না হয়, তত্দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উক্তাবস্থায় অবস্থান করিতে হয়। কথিত প্রত্যাদেশ দ্বারা রোগিগণ ঔষধাদি লাভ বা আরোগ্য প্রাপ্তির উপায় অবগত হইয়া থাকে। উপবাস, সংযম ইত্যাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে এবং হৃদয়ে ঐকান্তিক ভক্তি ও অভীষ্ট সিদ্ধির দৃঢ় সংকল্প থাকিলে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

# দ্বিতীয় পাঠ

## সত্য ঘটনা মূলক কয়েকটি মনোবার্ত্তার বিবরণ

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইচ্ছাকৃত বা জ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছাকৃত বা অজ্ঞাতসারে এই উভয় প্রকারেই মনোবার্ত্তা সকল প্রেরিত ও গৃহীত হইতে পারে। আমি বর্ত্তমান পাঠে উহাদের উভয় শ্রেণীর কতকগুলি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিব। এই ঘটনাগুলির কয়েকটি বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ "আত্মিক অনুসন্ধান সমিতির" ( Society for Psychical Research, London) কার্য্যবিবরণী হইতে এবং একজন খ্যাত নামা ইংরাজ গ্রন্থকারের পুস্তক ও আমার স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমিতি ও উক্ত গ্রন্থকার উহাদের সত্যতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়া উহাদিগকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সুতরাং তৎ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। এইগুলির অধিকাংশই ইউরোপের ঘটনা; কিন্তু আমাদের দেশেও সচরাচর এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। যাহারা স্বভাবতঃ সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ও আত্মিকতত্ত্বাদি-প্রিয়, বিশেষভাবে তাহাদের জীবনেই সচরাচর এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। মনোবার্ত্তা প্রেরণ ও গ্রহণ ব্যাপারটি সত্য কি না এবং উহা দুই ব্যক্তির ইচ্ছা বা সংকল্পানুসারে দুইটি দূরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে তাড়িত বার্ত্তার ন্যায় প্রেরিত ও গৃহীত হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে যে কয়েকটি অত্যন্ত

সন্তোষ জনক কঠিন পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বশেষে উহাদেরও বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১) "আত্মিক অনুসন্ধান সমিতির" ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের কার্য্য বিবরণীতে ডাক্তার ই, এডি, এম্, ডি, ( Dr. E. Ede, M. D. ) কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছিল।

লেডী জি—ও তাহার ভগ্নী সন্ধ্যাবেলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের মাতার নিকট ছিলেন এবং যখন তাহারা চলিয়া যান, তখন তাহার শারীরিকাবস্থা সুস্থ ও সবল ছিল। মধ্য রাত্রিতে লেডি জির ভগ্নী ভয় পাইয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়া তাহার স্বামীকে বলিলেন, "আমি এখনই আমার মা'র কাছে যাইব, তুমি অনুগ্রহ ক'রে এখনই গাড়ী সাজাইতে বল।" তাহার এই মনোভাব যে খেয়াল মাত্র, তাহার স্বামী তাহাকে এই কথা বুঝাইবার বৃথা প্রয়াস পাইবার পর, গাড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। তিনি এই গাড়ীতে চড়িয়া তাহার মাতার নিকট চলিলেন এবং যখন তাহার গাড়ী তাহার মাতার বাড়ীর নিকটস্থ দুইটি সম্মিলিত রাস্তায় উপনীত হইল, তখন তিনি তাহার ভগ্নী লেডী জি'র গাড়ী দেখিতে পাইলেন। তাহাদের সাক্ষাতের পর, তাহারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে কি জন্য সেখানে আসিয়াছে? তাহারা উভয়েই এক রকমের উত্তর দিলেন,—"মা নিশ্চয় অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া আমার নিদ্রা হয় নাই; এজন্য তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি।" যখন তাহারা মাতার বাড়ীর নিকটস্থ হইলেন, তখন তাহাদের মাতার বিশ্বস্তা দাসীকে দরজায় দেখিতে পাইলেন। সে বলিল যে, তাহারা রাত্রিতে চলিয়া যাওয়ার পর, তাহাদের মাতা হঠাৎ পীড়িতা

হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীতা হইয়াছেন এবং তাহাদিগকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।"

"চিন্তাগ্রাহক কন্যাদ্বয় সন্ধ্যাবেলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের মাতার নিকট অবস্থিতা ও তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না থাকাতেই বোধ হয় তাহারা সমধিক পরিমাণে তাহার মানসিক প্রভাবের বশবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন।"

(২) ইংলণ্ডের ওয়ারিংটন নামক স্থানের ডাক্তার জোসেফ্ স্মিথ ( Dr. Joseph Smith, Warrington, England ) "আত্মিক অনুসন্ধান সমিতির" ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের কার্য্য বিবরণীতে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছেন।

"আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা উপবেশন করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম; সেই সময় এই বলিয়া একটি কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, 'জেম্স গ্রাডির বাড়ী একখানা পাউরুটি পাঠাইয়া দাও'। আমি উহার প্রতি মনোযোগ না দিয়া পূর্ব্ববৎ পড়িতে লাগিলাম, কিন্তু ঐ কণ্ঠস্বরটি অপেক্ষাকৃত অধিক জোরের সহিত আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং আমি আর না উঠিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি উঠিলাম ও ঐ আদেশটি পালন করিবার জন্য গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া একখানা পাউরুটি আনিলাম এবং সেখানে একটি বালককে দোকানের দরজার সম্মুখে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে জেম্স গ্রাডিকে চিনে কি না? সে বলিল, "চিনে," সুতরাং আমি তাহাকে ঐ রুটিখানা দিয়া বলিলাম যে, তাহাকে ( জেম্স গ্রাডিকে ) ইহা দিয়া বলিও, একটি ভদ্রলোক ইহা পাঠাইয়াছেন। মিসেস্ গ্রাডি আমাদের ধর্ম্মমতাবলম্বিনী

ছিলেনা ঐ রুটীখানার কি হইল তাহা জানিবার জন্য আমি তাহার পরদিন সকাল বেলা তাহার নিকট গেলাম। তিনি আমাকে তাহার সম্বন্ধে গত রাত্রির একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাহার ছেলেমেয়েগুলিকে শোওয়াইতে চেষ্টা করিলে তাহারা খাওয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু তাহার ঘরে খাইতে দিবার মত কিছুই ছিল না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া কিছু খাবার জিনিষ দিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বসিলেন। ইহার একটু পরেই একটি বালক ঐ রুটিখানা লইয়া আমার দরজার সম্মুখে আসিল। আমি পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহার প্রার্থনা ও আমার সেই কণ্ঠস্বরটি শোনা একই সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল।"

(৩) মিঃ জেমস্ কোটস্ (Mr. James Coats) তাঁহার একখানা পুস্তকে নিম্নোক্ত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"পারিবারিক কারণে আমি নিম্নোক্ত ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম অপ্রকাশিত রাখিতেছি। মিঃ—প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল গ্লাস্‌গো নগরীতে ব্যবসায় করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে অতি অল্প মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া পরে উহাতে খুব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সপরিবারে গ্লাস্‌গো নগরীর এক উপকণ্ঠে বাস করিতেন। মিঃ—ফ্রিচার্চ্চ নামক গির্জ্জার সভ্য এবং একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হওয়াতে নগরী ও গ্রামে সর্ব্বত্রই সকলে তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিত। কিছু দিন যাবৎ তিনি অসুস্থ হইয়া ভুগিতেছিলেন এবং তাঁহার চিকিৎসকেরা তাঁহাকে সমুদ্র ভ্রমণ দ্বারা পূর্ণ রকমের বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি ঐ পরামর্শানুসারে ভূমধ্যসাগর ভ্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করেন। মিঃ—

এর একটি দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া গ্লাস্‌গো নগরী দেখিতে আসিয়া তখন সেখানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন এবং উক্ত পরিবারের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা থাকাতে তিনি তাঁহার যাত্রার কথা জানিতেন। তাঁহার যাত্রার দুই সপ্তাহ পরে তিনিও গ্লাসগো হইতে এডিনবার্গ্‌ যাত্রা করেন। যখন তিনি এডিনবার্গ গামী ট্রেনে ছিলেন, তখন তিনি মিঃ—এর স্ত্রীর জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ঐ উৎকণ্ঠা মন হইতে বিদূরিত করিতে অসমর্থ হইয়া, এডিনবার্গ্‌ যাওয়ার পরিবর্ত্তে অর্দ্ধেক রাস্তায় ফাংকার্ক নামক ষ্টেসনে অবতরণ করিলেন এবং পুনরায় গ্লাস্‌গো ফিরিবার পরবর্ত্তী গাড়ী ধরিলেন। তিনি তাহার বন্ধুর বাড়ী পৌঁছিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত বিপন্না দেখিলেন। যখন মিস্‌—গাড়ীর মধ্যে উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলেন, প্রায় সেই সময়ই মিসেস্‌—(তাঁহার স্ত্রী) একটি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তাহার স্বামী কনষ্টাণ্টিনোপলে ষ্টিমারের কামরায় (আত্মহত্যা করিয়া) প্রাণহীন দেহে পড়িয়া রহিয়াছেন। এই নব বৈধব্য দশা প্রাপ্ত স্ত্রীর মানসিকাবস্থা মিস্‌—এর মনের উপর আঘাত করিয়াছিল। মিস্‌—যে কেবল তাহার প্রিয় বন্ধু ছিলেন তাহা নহে, তিনি ঈশ্বর ভক্তির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধা ছিলেন এবং সেই জন্যই উক্ত বিধবা অত্যন্ত ব্যগ্রতা সহকারে অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। মিস্‌—এর গ্লাস্‌গো বাস কালে এই বন্ধু দুইটির পরস্পর অত্যন্ত সুখ ও আনন্দে দিন কাটাইয়াছিলেন। স্বামী নষ্ট স্বাস্থ্য পুনর্ব্বার লাভ করিয়া সুস্থ শরীরে তাহার নিজের ও সন্তানগণের নিকট ফিরিয়া আসুন, মিসেস্‌—এই আশায় অত্যন্ত আশান্বিতা ছিলেন।

(৪) ১৩২৮ সনের শীতকাল; রাত্রি ১০॥টা। র—বাবু আহারাদির

পর শুইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে, ন—বাবু অর্থা-ভাবে অত্যন্ত বিপন্ন এবং তাঁহাকে অবিলম্বে কিছু সাহায্য করা আবশ্যক। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার মনে এই সাহায্য করার প্রবৃত্তিটা এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি উহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া হাত-বাক্স হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া ন—বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাহারা সকলেই নিদ্রিত ছিল। কয়েকবার ডাকাডাকির পর ন—বাবু উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত রাত্রে কি মনে ক'রে?" র—বাবু বলিলেন, "আমি খাওয়া দাওয়ার পর শুইয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমার মনে হইল যে, তুমি খুব বিপন্ন এবং তোমাকে এখনই কিছু টাকা দিয়া সাহায্য করা আবশ্যক। আমার হাতে আর এখন বেশী টাকা নাই। তুমি এই টাকা দুইটি দ্বারা আপাততঃ তোমার খরচ চালাও।" এই বলিয়া র—বাবু তাঁহার হাতে টাকা দুইটি দিলেন। ন—বাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে টাকা দুইটি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমার এই সাহায্য আমি ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এই টাকা দুইটির দ্বারা আমার দুই লাখ টাকার উপকার হইল।" তিনি একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, "আমি কর্ম্মচ্যুত হওয়ার পর, এত গুলি ছেলে মেয়ে লইয়া গত কয় মাস যাবত যে কি কষ্টে পড়িয়াছি, তাহা তোমার অবিদিত নাই। ইহার মধ্যে গৃহিণী আবার একটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন; সুতরাং অর্থের যে দরকার তাহা বলাই বাহুল্য। আজ আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; কারণ কালের জন্য কোনই সংস্থান নাই। সেজন্য আমি অনন্যোপায় হইয়া ভগবানের

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলাম ; তিনিই দয়া করিয়া তোমার হাত দিয়া এই টাকা দুইটি পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

( ৫ ) নিম্নোক্ত ঘটনাটি মিঃ জেমস্ কোটস্ তাহার পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"আগষ্টা এইচ্ জনসান্ ( Augusta H. Johnson ) নামক স্কুনার ( Schooner ) বা জাহাজ বিশেষের কাপ্তেন জি, এ, জনসান্ একটি মনোবার্ত্তা পাইয়াছিলেন। তিনি কোরেরো ( Qurero ) হইতে লণ্ডন ফিরিবার সময় সমুদ্র পথে ভয়ঙ্কর ঝড়-বৃষ্টি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনে তিনি একখানা ছোট জাহাজের পার্শ্বে চলৎ শক্তিহীন দ্বিমাস্তল বিশিষ্ট একখানা ক্ষুদ্র জাহাজ দেখিতে পাইলেন। তিনি বাড়ী পৌঁছিবার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং ক্ষুদ্র জাহাজখানা উক্ত চলৎশক্তিহীন দ্বিমাস্তলের জাহাজখানাকে সাহায্য করিবে ভাবিয়া তিনি বরাবর জাহাজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে হইল যে, তিনি ফিরিয়া গিয়া ঐ দ্বিমাস্তলের জাহাজখানাকে সাহায্য করেন। এই ধারণাকে মন হইতে বিদূরিত করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে তিনি স্বয়ং এবং অপর চারিজন লোক একখানা ডরির (dorry) সাহায্যে সেই জাহাজখানাকে লইয়া আসিলেন, কিন্তু তাহারা উহাকে জনশূন্য দেখিতে পাইলেন। একটু পরে তাঁহারা সম্মুখের দিকে একটা জমাট বাঁধা বরফখণ্ডের উপর মনুষ্যের মত একটা পদার্থ দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তিনি লোকজন দিয়া ঐ ডরিখানাকে তাহার উদ্ধারের জন্য পাঠাইলেন। পরে দেখা গেল যে, সে ব্যক্তি ঐ দ্বিমাস্তল বিশিষ্ট "লিউড" ( Leawood ) নামক জাহাজের আরোহী ; একখানা উল্টান নৌকার তলদেশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া

রহিয়াছে। উহার রং সাদা হওয়াতে দূর হইতে উহা বরফ খণ্ডের মত দৃষ্ট হইতেছিল।

## কয়েকটি আশ্চর্য্যজনক মনোবার্ত্তা-পরীক্ষার বিবরণ

১৯০৩ খৃঃ অব্দের ১৭ জুলাই তারিখের "ডেইলি এক্সপ্রেস্" ( Daily Express ) নামক বিলাতের একখানা প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে দীর্ঘ দূরত্বের কয়েকটি মনোবার্ত্তা আদান-প্রদানের যে একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে উহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"গতকল্য সন্ধ্যাবেলা নরফোক্ ষ্ট্রীটের "রিভিউ অফ রিভিউস" ( Review of Reviews ) নামক মাসিক পত্রিকায় আফিসে কয়েকটি আশ্চর্য্যজনক মনোবার্ত্তার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ছয়টি লোক লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল; উহার মধ্যে ডাক্তার ওয়ালেস ( Dr. Wallace of 39 Harby Street ) এবং মিঃ ডবলিউ, টি, ষ্টেড ( Mr. W. T. Stead ) ছিলেন; কথিত মনোবার্ত্তাগুলি লণ্ডন হইতে ১১০ মাইল দূরবর্ত্তী নোটিংহাম প্রেরিত হইয়াছিল।"

"আমেরিকার যুক্তরাজ্য নিবাসী ডাক্তার রিচার্ডসানকে (Mr. Richardson, M. D. ) নোটিংহামে সংরক্ষিত একটি পাত্রের নিকট মনোবার্ত্তারূপে প্রেরণ করিবার জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা, নাম ও সময় দেওয়া হইয়াছিল, তিনি নানা প্রকার স্নায়বিক সংকোচন দ্বারা তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে তাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিঃ রিচার্ডসান যে কুঠরীতে ছিলেন, উহার প্রত্যেক দরজায় পাহারা ছিল

এবং ঐ কমিটির প্রত্যেক ব্যক্তিই পূর্ব্বে তাহার নিকট অপরিচিত ছিলেন।"

"পূর্ব্বেই এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, নোটিংহাম থাকিয়া মিঃ ফ্রাঙ্কস্ (Mr. Franks) উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টার মধ্যে মানসিক সংবাদগুলি গ্রহণ করিবেন এবং উহারা গৃহীত হইবা মাত্র, তিনি লণ্ডনস্থ উক্ত কমিটির নিকট কোন্ সংবাদটি কখন গৃহীত হইল, তাহা প্রকাশ করিয়া তার করিবেন। এরূপ স্থির থাকাতে এক শত কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত এই ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রতারণার্থ গোপন ষড়যন্ত্রের কোন সম্ভাবনা ছিল না।"

"সন্ধ্যা ৬টা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্ব মিঃ রিচার্ডসানের অত্যন্ত নিরীহ ভাব দেখা যাইতেছিল এবং তিনি চেয়ারে বসিয়া কমিটির মেম্বারগণের সহিত গল্প গুজব করিতে ছিলেন। যে স্থানে যাইতে রেলগাড়ীতে আড়াই ঘণ্টা লাগে, মিঃ রিচার্ডসান যে তেমন দূর স্থানে মনোবার্ত্তা প্রেরণে সক্ষম, তাহার আকৃতিতে এমন কিছুই বুঝা যাইতে ছিল না।"

## "মিঃ রিচার্ডসনের আকৃতির বর্ণনা"

"তাহার সঙ্কুচিত বলি রেখা যুক্ত কপাল, তন্নিম্নে ভাব বিস্ময়াবিষ্ট কোটর গত নীল চক্ষু দুইটির উপর ধুসর ও কটা বর্ণের কেশ গুচ্ছ আলুলায়িত ছিল এবং তাহার মাংসল নাসিকার উপর. মোটা ভ্রূ যুগলের রোমরাজি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল! উহার নীচে গণ্ডদ্বয়, গোঁপ এবং দাড়ি ধুসর বর্ণে মিশ্রিত ছিল। তাহার কাল ফ্রক কোটের আস্তিনের

ভিতর হইতে বাদামী রংয়ের কোমল আঙ্গুলগুলি স্নায়বিক দৃঢ়তার সহিত চেয়ারের হাতলগুলির উপর ও বাহিরের দিক মোচড়াইতে ও আঘাত করিতেছিল। তিনি যে আঙ্গুলগুলির দ্বারা ক্রমাগত আঘাত করিতেছিলেন, তদ্ব্যতীত তাহার উৎকট মানসিক চিন্তার অন্য কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

"যখন ঘড়িতে ৬টা বাজিল তখন মিঃ রিচার্ডসানের মুখমণ্ডলে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের ভাব লক্ষিত হইল। তিনি চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া একটু পশ্চাতে সরিয়া বসিলেন এবং যেন একটা ঘুষি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার দক্ষিণ হাত উত্তোলন করিলেন। তাহার মাথা এবং শরীরের পশ্চাদ্ভাগ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কঠিন হইল; কিন্তু এই বিসদৃশ শারীরিকাবস্থা স্বত্ত্বেও তাহার কণ্ঠস্বর সহজ ও কোমল ভাবে বহির্গত হইল। তিনি বলিলেন, 'মিঃ ফ্রাঙ্কস্ আমাকে আহ্বান করিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি করিয়াছেন।"

"গোপন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত পরিমাণে সাবধানতা অবলম্বন করিবার জন্য, কোন্ ব্যক্তি পরীক্ষাগুলি মনোনীত করিবে, তাহার নাম ঐ কমিটি সুরতি খেলার নিয়মে বাহির করিয়াছিলেন। ৫৫৫ সংখ্যা হইতে ৫৭৯, ৬৬৬, ৭৭৭, ৮৮৮ এর মধ্যে ৫৭৯ সংখ্যাটিকে শেষে মনোনীত করা হইয়াছিল এবং উহা মনোবার্ত্তা রূপে প্রেরিত হইবার জন্য মিঃ রিচার্ডসানকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি শান্তির সহিত নিভৃতে কাষ করিবার জন্য পার্শ্বের কামরাতে প্রবেশ করিলেন এবং তিনি যাহাতে কোন উপায়ে বাহির হইতে না পারেন, এজন্য সেখানে পাহারার বন্দোবস্ত ছিল।

## "পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্য লাভ"

"৬টা ৩৪ মিনিটের সময় রিচার্ডসান্ বলিলেন যে, তাহার মানসিক সংবাদটি নোটিংহাম পৌঁছিয়াছে এবং ৬টা ৩৮ মিনিটের সময় প্রকাশ করিলেন যে, মিঃ ফ্রাঙ্কস ঐ সংবাদটি কি তাহা বিবৃত করিয়া কমিটির নিকট তার করিয়াছেন। মিঃ ফ্রাঙ্কস এর বাড়ী হইতে নিকটতম টেলিগ্রাফ আফিসে ঐ তারটি দিয়া আসিতে কতক্ষণ সময় লাগিবে ইহা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, "৮।১০ মিনিটের মধ্যে।"

"যথা সময়ে তারটি পৌঁছিল। তাহাতে লেখা ছিল :—

"নোটিংহাম, ৬টা ৪৮ মিনিট"

"৫০৯ সংখ্যাটি ৭টা বাজিবার ২০ মিনিট পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে।"

"উত্তমরূপে প্রকৃত সংখ্যাটি গৃহীত হইয়াছিল ; মিঃ রিচার্ডসান যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ সংখ্যাটি প্রেরণ করিতে ৬ মিনিট সময় লাগিয়াছিল।"

"বোধ হয় নিম্নোক্ত পরীক্ষাটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যজনক। উহার সম্বন্ধে ঐ কমিটির কার্য্য বিবরণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় যাহা কমিটির মেম্বারগণের দ্বারা সমর্থিত ও স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।"

"৫টার সময় মিঃ লং (কমিটির অন্যতম মেম্বার) মনোবার্ত্তা রূপে মিঃ রিচার্ডসানের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য একটি সংখ্যা, সময় ও স্থানের নাম লিখিয়া মিঃ ফ্রাঙ্কস এর নিকট তার করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, ঐ টেলিগ্রাম খানা মিঃ রিচার্ডসানকে অবশ্যই দেখিতে

দেওয়া হয় নাই। এই পরীক্ষাটির জন্য সময় ৭।২০ মিনিট স্থির করা হইয়াছিল।"

"৭টার সময় মিঃ রিচার্ডসান তাহার কক্ষে গমন করিলেন। ৭।২২ মিনিটের সময় তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, 'সময় ৭।২০ মিনিট; আমি উহা ৭।২২ মিনিটের সময় পাইয়াছি।"

"সংখ্যার পরীক্ষাটি ৭৭৭ মনোনীত হইয়াছিল। মিঃ রিচার্ডসান ৭।৪০ মিনিটের সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, 'সংখ্যাটি ৭৭৭'।"

স্থানের নামটি স্কটল্যাণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ৭।৫৮ মিনিটের সময় মিঃ রিচার্ডসান ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'আমি উহাকে স্কটল্যাণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।"

## "পরীক্ষায় একটি ভুল হইয়াছিল"

এই ক্লান্তিজনক ধারাবাহিক পরীক্ষাগুলির মধ্যে মিঃ রিচার্ডসানের ও তাহার পাত্রের কেবল একটি গুরুতর ভুল হইয়াছিল যে, যখন ৭টা বাজিতে ১০ মিনিট বাকী ছিল, তখন পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি (মিঃ রিচার্ডসান) বলিলেন যে, তিনি 'ওয়েল্‌স্‌' শব্দটি প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু মিঃ ফ্রাঙ্কস তার করিয়াছিলেন যে, ৭টা বাজিবার ১০ মিনিট পূর্ব্বে তিনি 'ইংলণ্ড' এই নামটি মনোবার্ত্তারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও সংবাদটির প্রেরণ সমকালীন হইয়াছিল. তথাপি শব্দটির ভুল অনুবাদ হইয়াছিল। উক্ত "এক্‌সপ্রেস" পত্রের একজন প্রতিনিধি, যিনি পরীক্ষার সময় উপস্থিত ছিলেন, তাহাকে মিঃ রিচার্ডসান বলিয়াছিলেন, বহু দূরে প্রেরিত হইবে বলিয়া পরীক্ষাগুলিকে যথা সম্ভব সহজ করা হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা

অনুকূলাবস্থায় অল্প দূরত্বের মধ্যে কার্য্য করিয়া মিঃ ফ্রাঙ্কস ও তিনি নিজে খুব অসাধারণ রকমের ফল পাইয়াছেন।"

"যখন কোন প্রকাশ্য পরীক্ষার চাপে পড়া যায়, তখন মনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণক্ষম অবস্থায় আনিয়া একাগ্র করা কিম্বা উহা হইতে সমস্ত চিন্তা বিদূরিত করা বাস্তবিকই কঠিন। উহাতে সহজেই ভীতি-প্রবণ হওয়া স্বাভাবিক।"

"ডাক্তার এবং চতুর লোক লইয়া কমিটি গঠিত হইলে উহার মধ্যে নিশ্চয় কেহ না কেহ অবিশ্বাসী থাকিবে। অত্যধিক স্নায়বিক কাঠিন্য যুক্ত এক জন চিন্তকের পক্ষে বিরুদ্ধ প্রকৃতির কোন লোকের উপস্থিতি অপেক্ষা অত্যন্ত অশান্তিদায়ক অবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। উক্ত কমিটি কয়েকজন সরলান্তঃকরণ বিশিষ্ট লোক লইয়া গঠিত হওয়াতেই আমার সাফল্য লাভ অত্যন্ত সহজ হইয়াছিল। তাহারা সকলে তত্ত্বানুসন্ধায়ী ছিলেন, কেহই দৃঢ় অবিশ্বাসী ছিলেন না।"

"মানসিক সংবাদ গ্রহণ করিবার সময় কিরূপ অনুভূতি জন্মে, তাহা জিজ্ঞাসা করায় মিঃ রিচার্ডসান বলিলেন যে, উহারা মনের মধ্যে ক্ষণিক জ্যোতিঃর ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। মনে করুন, যদি আপনি আমার মনে এরূপ একটি ধারণা জন্মাইতে ইচ্ছা করেন যে, ঐ সেল্‌ফের উপরের তাকে আমার পাঠোপযোগী একখানা পুস্তক রহিয়াছে, তবে উহা আমার নিজের ধারণার মত আমার মনে উদিত হইবে এবং আমি সেখানে যাইয়া উহা গ্রহণ করিব।"

"যখন মিঃ ফ্রাঙ্কস নোটিংহাম হইতে আমার সহিত সংবাদ আদান-প্রদান করিবার জন্য প্রথম ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন সেই অনুভূতি আমার নিকট ঘণ্টা-ধ্বনির মত বোধ হইয়াছিল।"

"অবশ্য তখন কেবল প্রজ্ঞানের ( intuition ) একটা ক্ষণ স্থায়ী তীব্র' জ্যোতিঃর বিকাশ ব্যতীত অপর শব্দাদি কিছুই হয় নাই। কিছু দিন পরে আমি ইহাতে আরও উন্নতি লাভ করিব বলিয়া আশা করি এবং যথোপযুক্ত সময় পাইলে যে, দুইটি স্থানের মধ্যে মনোবার্ত্তার আদান প্রদান হইতে পারে, আমি উহার দূরত্বের কোন সীমাই দেখিতে পাই না।"

তৎপর দিবস ( ১৮ই জুলাই ) উপরোক্ত সংবাদ পত্রে নিম্নোক্ত বিবরণগুলিও প্রকাশিত হইয়াছিল।

"'রিভিউ অফ রিভিউস' আফিসে যে মনোবার্ত্তার পরীক্ষাগুলি সম্পাদিত হইয়াছিল, যাহা গত কল্যের 'এক্সপ্রেস' পত্রে বিবৃত হইয়াছে, সেই পরীক্ষাগুলি দেখিয়া মিঃ ডবলিউ, টি, ষ্টেড কিছুমাত্র বিস্মিত হয়েন নাই। ইহা সকলকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মিঃ রিচার্ডসান লণ্ডন হইতে ১১০ মাইল দূরবর্ত্তী নোটিংহাম সহরে মনোবার্ত্তা রূপে অনেকগুলি শব্দ, সংখ্যা ও সময় প্রেরণ করিয়াছিলেন।"

"মিঃ ষ্টেড্ বলেন, 'একটি মন যে আর একটি মনের সহিত যে কোন দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া সংবাদ আদান প্রদান করিতে পারে, এই পরীক্ষাগুলির দ্বারা সেই সুপরিচিত সত্যের প্রমাণ আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। "আত্মিক অনুসন্ধান সমিতির" কার্য্য বিবরণী মনোবার্ত্তা বিষয়ক প্রমাণিত ঘটনা সমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যদিও অধিকাংশ স্থলেই উহাদের আদান প্রদান প্রেরক ও গ্রাহকের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হইয়াছিল।"

"মনে মনে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ অত্যন্ত সাধারণ বিষয়। আপনি

টেবিলের এক পার্শ্বে বসিয়া একটা সংখ্যা লিখুন এবং আপনার বন্ধুও অপর পার্শ্বে বসিয়া একটি সংখ্যা লিখুক, পরে দেখিবেন, ঐ সংখ্যা দুইটি এক।"

"গত বৃহস্পতিবার রাত্রির ঐ পরীক্ষাগুলিতে কৌতূহলের সর্ব্বাপেক্ষা এইগুলিই প্রধান বিষয় ছিল যে, ঐ সংবাদগুলি অনেক দূরত্বের মধ্যে প্রেরিত ও গৃহীত হইয়াছিল এবং উহাদের আকার ও প্রকৃতি ঠিক ছিল। আমি আশা করি যে, যথা সময়ে আমি যে কোন শব্দ বা শব্দ সকল উক্ত প্রণালীতে প্রেরণ করিতে পারিব।"

"এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা মনোবার্ত্তা প্রেরণ ও গ্রহণ উভয় কার্য্যেই সক্ষম, কিন্তু যে প্রণালীতে তাহারা উহা সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না।"

"দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন আমি আমার টেবিলের সাম্‌নে বসিয়া ছিলাম, তখন কোন এক ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য আমার একটা আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল এবং আমি ঐ ইচ্ছাটির প্রতি মনঃসংযোগ করার অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই ব্যক্তি আমার কুঠরীতে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে কেন আমার নিকট আসিল? সে উত্তর করিল যে, আমি তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া সে উপলব্ধি করিয়াছিল।"

"আপনি এখন কোন লোকের কথা কহিতেছেন?—যে পাশের কুঠরীতে বসিয়া আপনার চাকুরি করিতেছে?"

"ওহে বন্ধু! না, সে এমন লোকও হইতে পারে যে কেন্‌সিংটনে আছে।"

## "সমুদ্রে মনোবার্ত্তা প্রেরণ"

"বহু দূরে অবস্থিত এক ব্যক্তির চিন্তা যে অপর এক ব্যক্তির কোন ইচ্ছা ব্যতিরেকে, তাহার নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত হইতে পারে—অর্থাৎ স্বতঃশ্চল মনোবার্ত্তা ( automatic writing ) * গৃহীত হইতে পারে, তাহা শব্দ বা বাক্য সকলের মনোবার্ত্তাপেক্ষা অত্যধিক পরিমাণে উক্ত বিষয়ের উন্নতি সাপেক্ষ ; ইহার একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত আমার জীবনে কেবল অদ্য ঘটিয়াছে। আমার একটি বন্ধু সমুদ্র-বক্ষে জাহাজে থাকিয়া ইংলণ্ড ফিরিতে-ছিলেন। কিছুদিন গত হইল আমি তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া একটি মানসিক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমার হাত সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত উত্তর সকল প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ লিখিতে আরম্ভ করিল।"

"আমি অদ্য সকালে আমার বন্ধুর একখানা পত্র পাইলাম এবং উহাতে প্রকাশ পাইল যে, আমি যে বিষয়গুলি লিখিয়াছিলাম, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল ; কেবল একটি বাক্যাংশ সম্পূর্ণরূপে ভুল হইয়াছিল ; কারণ আমার হাত এমন স্থানে একটি 'না' শব্দ বসাইয়াছিল, যেখানে উহা হওয়া উচিত ছিল না।"

"মিঃ ষ্টেড্ পরলোকগতা প্রসিদ্ধা জুলিয়ার † ঘটনা-প্রসঙ্গে যাহা

---

* কোন ব্যক্তির শরীরে পরলোকবাসী কোন আত্মার আবির্ভাব হইলে সেই সূক্ষ্ম দেহধারী জীব স্বীয় বক্তব্য বিষয়, উক্ত ব্যক্তির হস্ত দ্বারা লেখাইয়া ব্যক্ত করিয়া থাকে। সেই সময় ঐ ব্যক্তির হাতের উপর তাহার নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না ; উহা সম্পূর্ণরূপে সেই অদৃশ্য শরীরীর ইচ্ছায় চালিত হয়। এই লিখনকেই ইংরাজীতে "অটোমেটিক্ রাইটিং" ( automatic writing ) বলে।

† 'Letters from Julia' by W. T. Stead দ্রষ্টব্য।

বলিয়াছেন, অবজ্ঞাকারিগণের সকল প্রকার মন্তব্যের প্রতি তিনি সেই উত্তরই প্রদান করেন। উপহাসকারিগণ যাহা জানে না, তাহার প্রত্যেক বিষয়ই তাহারা অবজ্ঞা করিয়া থাকে এবং তাহারা অবজ্ঞা করাটাকেই যুক্তিপূর্ণ তর্ক বলিয়া মনে করে।"

"যখন কতকগুলি মনোবার্ত্তা শুদ্ধরূপে গৃহীত হয়, তখন কতকগুলি নিশ্চয় ভুলও হইতে পারে। মিঃ ষ্টেড্ এ বিষয়ের ন্যায্য সমালোচনা উপলক্ষে তাহার টিম্‌বাক্‌টুর ( Timbuctoo ) টেলিফোনের উপমাটির প্রতি মনোযোগাকর্ষণ করেন। যদি এই দেশীয় লোকদিগকে অন্য কোন উপদেশ না দিয়া কেবল এই বলিয়া একটা টেলিফোন যন্ত্র দেওয়া যায় যে, উহার সাহায্যে অপর লোকের সহিত কথা-বার্ত্তা বলিতে পারা যায়, তবে তাহারা যতক্ষণ এই যন্ত্রটির মূল তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা ব্যবহার করিতে তাহারা অসঙ্গত রূপে ভুল ও বিফলতা লাভ করিবে; কিন্তু যদি তাহারা জ্ঞানবান হয়, তবে তাহারা গুটিকয়েক সত্য মনোবার্ত্তার উপরই বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা ভুল সংশোধন করিয়া টেলিফোনটিকে খবরাখবর করিবার ব্যবহারিক ও যথার্থ উপায় রূপে পরিণত করিতে না পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা অধ্যবসায়ের সহিত পরীক্ষা করিতে থাকিবে।"

"মিঃ ষ্টেডের উপদেশ :—যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনোবার্ত্তার অর্থ আমাদের অন্ততঃ ক্ষীণভাবে উপলব্ধি না হইয়াছে এবং আমরা মনোবার্ত্তাকে আমাদের আবশ্যকীয় কার্য্যে প্রয়োগ করিতে না পারিয়াছি, উক্ত বিষয়ে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদিগকে সেইরূপ অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে।

# তৃতীয় পাঠ

## চিন্তা এবং উহার গতি ও শক্তি

মানুষের মনের ভাব হইতে চিন্তার উৎপত্তি হয়। মনের মধ্যে কোন একটি ভাব কিছুক্ষণ স্থান পাইলেই উহা চিন্তায় পরিণত হয়; চিন্তা আবার ভাষায় পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং চিন্তা ভাবের পরিণতি, আর ভাষা চিন্তার অভিব্যক্তি। মনে যাহা চিন্তা করা যায়, ভাষায় তাহা ব্যক্ত হয়। কিন্তু সমস্ত ভাব বা চিন্তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; কারণ ভাষা অপেক্ষা ভাব বড়। ভাষা মানুষের তৈয়ারী, আর ভাব ঈশ্বরের সৃষ্টি; ভাষা বহির্জগতের, ভাব মনোরাজ্যের, ভাষা সীমাবদ্ধ, আর ভাব অনন্ত। বাস্তবিক সময় সময় আমাদের মনে এমন ভাব সমূহের উদয় হয়, যাহা পৃথিবীর কোন ভাষায়ই ব্যক্ত হইতে পারেনা; সেস্থলে ভাষা মুখ্।

মনোবিজ্ঞানবিদগণ বলেন যে, চিন্তাকালীন মস্তিষ্কের ভিতর এক প্রকার আণবিক কম্পন উৎপন্ন হয় এবং এই কম্পনগুলি শব্দ ও আলোক-তরঙ্গের ন্যায় বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ লোকের মস্তিষ্ক সকল আক্রমণ করে। চিন্তাটি দুর্ব্বল হইলে মৃদুভাবে আর প্রখর হইলে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই মস্তিষ্কাণু সকল অতিশয় প্রবল বেগে বাহিরের দিকে ধাবিত হয়। শব্দ-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১১৪০ ফুট, আর আলোক-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮০০০০ হাজার মাইল; কিন্তু

চিন্তা-তরঙ্গ উহা অপেক্ষা বহু গুণ অধিক ক্ষিপ্রগামী। সুতরাং চিন্তার গতি যে কিরূপ প্রবল তাহা সহজেই অনুমেয়।

চিন্তা জড় পদার্থের অনুরূপ একটা পদার্থ বিশেষ। ইহার সম্বন্ধে প্রফেসার হাউস্‌টন্ ( Prof Houston ) বলেন,—মস্তিষ্কের ধূসর বর্ণ পদার্থ নিচয়ের মধ্যে আণবিক কম্পন সকল চিন্তার অনুগমন করে, এবং এই মস্তিষ্কাণু সকল অপরাপর প্রত্যেক বস্তুর ন্যায় ঈথারে নিমজ্জিত ও তাহা দ্বারা অনুস্যুত থাকে। এজন্য এই কম্পনগুলি ঈথারের মধ্যে নিশ্চিতরূপে তরঙ্গ গ'ত উৎপাদন করিতে পারে, এবং ঈথার-প্রবাহ মস্তিষ্ক হইতে স্বভাবতঃ সমস্ত দিকে ছড়াইয়াও পড়িতে পারে। অধিকন্তু এই মস্তিষ্ক-প্রবাহ উক্তরূপে আকাশে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে উহারা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপ সকল ( phenomena ) উৎপাদন করিতে পারে। অতএব উপমা রূপ যুক্তি দ্বারা আমরা আশা করিতে পারি যে, শব্দ-তরঙ্গ যেমন সাড়া দিবার উপযোগী সমধর্ম্মী কোন বস্তুতে সহজেই কম্পন উৎপন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহারাও উক্তরূপে কার্য্যে করিতে সমর্থ। পুনশ্চ এইরূপ যুক্তি দ্বারাই আমরা মনে করিতে পারি যে, তাড়িতের প্রতিনাদ স্থলে যেমন বিদ্যুৎ তরঙ্গগুলি বাহিরের দিকে প্রেরিত হয় এবং সহজেই কোন সমধর্ম্মী মণ্ডলে একই প্রকার তাড়িত প্রবাহ সঞ্চার করে, সেইরূপে উক্ত কম্পন-গুলিও কার্য্যক্ষম হইতে পারে।"

উপরোক্ত যে বিষয়গুলি পরিষ্কাররূপে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, উহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি আবার বলেন,—"প্রখর চিন্তায় নিযুক্ত একটি মস্তিষ্ক যে, চিন্তা বিকীরণের কেন্দ্র রূপে কার্য্য করিবে, তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না ; এবং ইহাও সম্ভব যে, যদি এই বহির্গামী বিকীরণগুলি

একই সুরে বাঁধা থাকে, তবে অন্যান্য মস্তিষ্কেও উক্তরূপে কার্য্য করিতে পারে।"

"আলোক-তরঙ্গগুলি ঈথারের কম্পন মাত্র, এবং বোধ হয় এই মস্তিষ্ক-তরঙ্গগুলিও উক্ত আলোক-তরঙ্গের ন্যায় হইবে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ফটোগ্রাফের কাচ পুটকের সাহায্যে চিন্তা সমূহের ছাপ বা প্রতিকৃতি পাওয়া কেন অসম্ভব হইবে?"

"মস্তিষ্ক প্রবাহের এইরূপ ছাপ উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে, যে কোন ব্যক্তি উহার প্রভাবের বশবর্ত্তী হইবে, তাহার মস্তিষ্কে পরে যে কোন সময় ঐ সকল অঙ্কিত চিন্তা-প্রবাহ সদৃশ চিন্তা জাগ্রত করিতে সমর্থ হইবে।"

চিন্তা কর্ম্মের জননী। জীবনধারণের জন্য মানুষ যে সকল কার্য্য করে তৎসমুদয়ই মূলতঃ চিন্তা হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং চিন্তা ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য উহাকে ভাল-মন্দ যাবতীয় কার্য্যের জনয়িত্রী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় বিশেষ। মন এই যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই চিন্তা সকল উৎপাদন করিয়া থাকে। যখন আমরা কোন বস্তু, বিষয় বা কার্য্য সম্বন্ধে চিন্তা করি, তখন উহাদের চিত্র আমাদের মানস-পটে উদয় হয়। যখন আমরা ভাত খাইব বলিয়া ভাবি, তখন 'ভাত' ও 'আহার কার্য্যের' চিত্র আমাদের মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া উঠে। আবার যখন 'পরোপ কারিতা' বা 'পরশ্রীকাতরতা' আমাদের চিন্তার বিষয় হয়, তখন উক্ত গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের চেহারা আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। আসল কথা এই যে, আমরা চিত্র না আঁকিয়া কোন কিছুরই চিন্তা করিতে পারি

না। যখন আমাদের মনে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোন চিন্তার উদয় হয়, তখন ভাব জগতের বক্ষ-পটে উহার একটা প্রতিবিম্ব পড়ে এবং যদি উহা কাহারও সম্বন্ধে হয়, তবে এই প্রতিবিম্বের আকারেই তাহার মস্তিষ্কে আসিয়া প্রবেশ করে। শব্দ উচ্চারণ করিয়া কাহাকেও ডাকিলে যেমন সে তাহা শুনিতে পায়, সেইরূপ নিঃশব্দে, কেবল চিন্তার সাহায্যেও মনে মনে তাহাকে আহ্বান করিলে উহা তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে; অবশ্য তজ্জন্য তাহার উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিকাবস্থায় অবস্থিতির প্রয়োজন। উপরোক্ত কারণেই দুই ব্যক্তির মধ্যে মনোবার্ত্তার আদান-প্রদান সম্পূর্ণ সম্ভব হইয়া থাকে।

চিন্তার শক্তি অত্যন্ত প্রখর; কিন্তু এই প্রাখর্য্য সম্পূর্ণরূপে চিন্তকের একাগ্রতার উপর নির্ভর করে। অসংলগ্ন বা এলোমেলো চিন্তার কোন প্রাখর্য্য বা বল নাই; এজন্য উহা অপরের মস্তিষ্কে গভীররূপে অঙ্কিত হইতে পারে না। যে চিন্তাটি যত অধিক একাগ্র হইবে, ভাব জগতের বক্ষ-পটে (এবং অপরের হৃদয়েও) উহা তত দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। এই ভাব জগতের মধ্যবর্ত্তীতায় নানা লোকের বহু প্রকার সৎ ও অসৎ চিন্তা সকল জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমাদের মস্তিষ্কে আসিয়া প্রবেশ করে এবং আমরা উহাদের দ্বারা অল্পাধিক পরিমাণে ইষ্টানিষ্টভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকি। এই জগতের প্রভাব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পাঠে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

# চতুর্থ পাঠ

## স্পর্শহীন চিন্তা-পঠন

### হাতে-কলমে শিক্ষার প্রণালী

দুই ব্যক্তি যে পরস্পর হইতে সর্ব্বপ্রকার স্পর্শ মুক্তভাবে অবস্থান করিয়া মনে মনে সংবাদ আদান-প্রদান করিতে পারে, শিক্ষার্থীকে সে বিষয়ে আস্থাবান হইয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কারণ এ বিষয়ে তাহার বিশ্বাস না থাকিলে সে মনোবার্ত্তা গ্রাহক বা প্রেরক রূপে সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। মনের অন্তর্নিহিত গুপ্ত শক্তি বিকাশাভিলাষীর বিশ্বাস, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য থাকা একান্ত আবশ্যক। যাহারা আস্থা শূন্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়হীন, তাহারা এই সকল গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষায় কখনও সাফল্য লাভ করিতে পারে না। কোন শিক্ষার্থী কেবল নামমাত্র দুই-একদিন চেষ্টা করিয়াই মনোবার্ত্তা আদান-প্রদানের ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে, এরূপ আশা করিবে না। সে ইহাতে কৃতকার্য্যতা লাভের যথার্থ প্রয়াসী হইলে তাহাকে উপযুক্ত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে।

চিন্তা-পঠন বিদ্যার এই অংশে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত প্রণালীটি আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। শিক্ষার্থী

বিশ্বাসের সহিত যথা নিয়মে উহার অনুসরণ করিতে পারিল এই বিষয়ে নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

## প্রথম নিয়ম

শিক্ষাভিলাষী প্রথম প্রথম তাহার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত নিম্নোক্ত প্রণালীতে চিন্তা প্রেরণ ও পঠন অভ্যাস করিবে। দিনের বেলা অথবা সন্ধ্যার পর যখন তাহাদের মন বেশ স্থির থাকিবে, তখন তাহারা একটি নীরব ও নির্জ্জন গৃহে গমন পূর্ব্বক নিম্নোক্তরূপ কতকগুলি পরীক্ষা সম্পাদন করিবার প্রয়াস পাইবে। তাহারা পরস্পর হইতে দুই-তিন হাত দূরে বিপরীতাভিমুখী ( পিঠাপিঠি ) হইয়া চেয়ারে অথবা যোড়াসনে চৌকি ( তক্তপোষ ) বা ঘরের মেজেতে বসিবে। তৎপরে একজন এক টুক্‌রা সাদা কাগজে কালি-কলম দ্বারা বড় ও স্পষ্টাক্ষরে একটি সংখ্যা বা বর্ণ লিখিয়া স্থির দৃষ্টিতে উহার প্রতি তাকাইবে এবং সেই সময় একাগ্র মনে চিন্তা করিবে যে ঐ সংখ্যা বা বর্ণটির চিত্র তাহার বন্ধুর মনে সুস্পষ্ট রূপে অঙ্কিত হউক। যখন সে ঐ চিন্তাটিকে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রেরণ করিয়া অপর ব্যক্তির মনে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইতে থাকিবে, তখন সেই ব্যক্তি পেন্‌সিল দ্বারা এক টুক্‌রা কাগজে, তাহার মস্তিষ্কে যাহা অঙ্কিত হইতেছে, সেই সংখ্যা বা বর্ণটিকে লিখিবে। চিন্তকের পক্ষে চিন্তার একাগ্রতা ও ইচ্ছা শক্তির প্রাখর্য্য, আর চিন্তা গ্রাহকের পক্ষে যথাসাধ্য মনকে চিন্তা শূন্য করণান্তর ( with a blank mind ) উহাতে যে ভাব বা চিন্তা আসিতেছে বা উদয় হইতেছে, তাহা বুঝিবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা মূল বিষয়। চিন্তক যখন কোন একটি বর্ণ বা সংখ্যা উক্ত রূপে প্রেরণ করিতে আরম্ভ

করিয়াছে, তখন সে গ্রাহকের অবগতির জন্য "হু" এই সাংকেতিক শব্দ দ্বারা জ্ঞাপন করিবে যে, চিন্তা প্রেরণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; আবার যখন চিন্তাগ্রাহক উক্ত চিন্তাটি মনের মধ্যে গ্রহণ করার পর (শুদ্ধ বা অশুদ্ধরূপে) উহা কাগজে লিখিয়াছে, তখন সেও 'হু' এইরূপ শব্দ করিয়া তাহার ঐ চিন্তাগ্রহণ কার্য্যটি যে শেষ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবে। এই পরীক্ষাটি সম্পাদিত হইবার পর, ঐরূপে আরও চারিটি পরীক্ষা করিবে। উক্ত রূপে পাঁচটি পরীক্ষা সম্পাদিত হওয়ার পর, পুনরায় আরও পাঁচটি পরীক্ষা করিবে; কিন্তু এইবার প্রেরক গ্রাহকের কার্য্য ও গ্রাহক প্রেরকের কার্য্য করিবে। এইরূপে দশটি পরীক্ষা সম্পাদিত হইলে তাহারা প্রত্যেকটি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর স্বীয় স্বীয় নোট বহিতে লিপিবদ্ধ রাখিয়া সেই দিনের মত অভ্যাস শেষ করিবে। পর দিবস আবার সেই রূপ দশটি পরীক্ষা করিবে এবং পরীক্ষার প্রশ্ন ও ফলগুলি পর্য্যায়ক্রমে নোট বহিতে লিখিয়া রাখিবে। নিয়মিতরূপে এক সপ্তাহ কাল এই রূপ অভ্যাস করার পর, উভয়ের নোট বহি বাহির করিয়া প্রশ্ন ও ফল গুলি মিলাইয়া দেখিবে যে, সমস্ত প্রশ্নোত্তর গুলির মধ্যে কতগুলি ঠিক হইয়াছে। উহাদের ফল সন্তোষজনক হইলে, অর্থাৎ অধিক সংখ্যক উত্তর ঠিক হইয়া থাকিলে, তখন তাহারা দুই জনে এক ঘরের দুইটি বিভিন্ন কুঠরীতে বসিয়া এবং পরে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে অবস্থান করিয়া অভ্যাস করিতে পারে। যখন ঐ পরীক্ষাগুলিতে আশানুরূপ ফল লাভ হইয়াছে, তখন তাহারা পরস্পর যত অধিক ইচ্ছা, দূরে থাকিয়া—এমন কি দুইটি বিভিন্ন দেশে অবস্থান করিয়াও মনোবার্ত্তা আদান-প্রদান করিতে সমর্থ হইবে।

কাঁহারও সহিত নিয়মিতরূপে এক সপ্তাহ কাল অভ্যাস করার পর

পরীক্ষাগুলির ফল সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইলে, দ্বিতীয় সপ্তাহের পরীক্ষাগুলিকে পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতর করিয়া মনোনীত করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি তাহারা প্রথম সপ্তাহে একটি বর্ণ যেমন—গ, ট, ল কিম্বা একটি সংখ্যা, যেমন—২, ৫, ৯ ইত্যাদি লইয়া অভ্যাস আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় সপ্তাহে তাহারা দুই-তিন অক্ষরের একটি শব্দ, যেমন—কাল, হরি, সাগর, আকাশ, ইত্যাদি বা যেমন ১২, ১৭, ১০৩, ১৯৮ ইত্যাদি লইয়া অভ্যাস করিতে পারে। এইরূপে পরীক্ষা করিতে করিতে তাহারা যতই সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে, পরবর্ত্তী পরীক্ষাগুলির শব্দ বা সংখ্যা গুলিকেও ক্রমে ক্রমে ততই কঠিনতর করিয়া মনোনীত করিবে। কেহ কেহ বলেন, জ্যামিতির ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত বা চেয়ার, কাঁচি, পুস্তকের প্রতিকৃতি অথবা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাদি অপেক্ষা শব্দ ও সংখ্যা সকলের মনো-বার্ত্তা বেশী কঠিন। উহা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে কঠিন বলিয়া বোধ হইলেও সকলের পক্ষে তাহা নহে। কারণ কেহ কেহ খুব অল্পদিনের অভ্যাসেও শব্দ ও সংখ্যার মনোবার্ত্তা সকল ঠিকরূপে প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া দেখা গিয়াছে। যাহা হউক, শিক্ষার্থী পরীক্ষার দ্বারা ইহা স্থির করিয়া লইবে যে, উহাদের কোন্‌টি তাহার প্রেরণ ও গ্রহণ করা সহজ বলিয়া বোধ হয়। কোন এক ব্যক্তির সহিত এক বা দুই সপ্তাহ কাল ক্রমাগত পরীক্ষা করার পর ফল আশানু-রূপ না হইলে, অপর কোন ব্যক্তির সহিত অভ্যাস করিবে এবং উপযুক্ত লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত লোক পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

প্রেরকের চিন্তা সকল সাধারণতঃ গ্রাহকের মস্তিষ্কে চিত্রাকারে বা

কার্য্যোত্তেজক প্রবৃত্তি রূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এজন্য একখানা ছুরি পরীক্ষার বিষয়রূপে মনোনীত হইলে, উক্ত চিন্তাটিকে শব্দাকারে প্রেরণ না করিয়া উহার যথার্থ প্রতিকৃতি রূপে প্রেরণ করিবে। যদি প্রেরক গ্রাহকের দ্বারা কোন কার্য্য করাইতে ইচ্ছা করে, তবে সে একাগ্র মনে তাহার সেই কার্য্য করার জন্য চিন্তা করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি সে তাহাকে বসাইতে, দাঁড় করাইতে বা চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে. তবে সে তাহার উপবেশন, দাঁড়ান বা চলিয়া যাওয়া কার্য্যটির উপর মনঃসংযোগ করতঃ উহা সম্পাদিত হইবার জন্য দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা করিবে।. ইচ্ছাশক্তি দ্বারা একটি একাগ্র চিন্তা চালনা করিয়া লোকের মনে বহু প্রকার কার্য্যের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিতে পারা যায় ; কিন্তু তাহা করিতে হইলে পূর্ব্বে উপযুক্ত অভ্যাস দ্বারা ইচ্ছাশক্তিকে প্রখর এবং খুব একাগ্রতার সহিত চিন্তা করার শক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক।

## দ্বিতীয় নিয়ম

## যন্ত্রের সাহায্যে চিন্তা প্রেরণ

মনোবার্ত্তা সম্পূর্ণরূপে মানসিক বিষয় হইলেও উহার আদান-প্রদান শিক্ষা করিতে কেহ কেহ যন্ত্রের সাহায্য লইয়া অভ্যাস করা সুবিধা বোধ করিয়া থাকে। যাহাদের মানসিক একাগ্রতা স্বভাবতঃ অল্প, বিশেষভাবে তাহাদের পক্ষেই উহা লইয়া অভ্যাস করা সহজ হইবে। এই যন্ত্রটি আর কিছুই নহে,—একটি পিস্‌বোর্ডের চোঙ্গা বা নল মাত্র।

একখানা পাতলা পিস্‌বোর্ডের দ্বারা দেড় হইতে আড়াই ফুট লম্বা একটি চোঙ্গা বা নল প্রস্তুত করিবে। উহার এক দিকের মুখের ব্যাস ৪।৫ ইঞ্চি ও অপর মুখের ব্যাস এক বা দেড় ইঞ্চি হইবে। এইরূপ একটি চোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া, ইহার ভিতরটা কাল কাগজ দ্বারা আঠার সাহায্যে উত্তমরূপে মুড়িয়া দিবে। এই নলটি এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিবে, যেন অনেক দিন ব্যবহার করা চলে। তৎপরে যখন একটি বর্ণ, সংখ্যা, ত্রিভুজ বা কোন বস্তুর ছবি মনোবার্ত্তা রূপে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিবে, তখন সেই চোঙ্গাটির যে মুখটা বড়, সেই দিকটা চোখে লাগাইবে এবং উক্ত সংবাদ রূপী চিত্রটির প্রতি খুব একাগ্রচিত্তে তাকাইয়া থাকিয়া উপরোক্ত নিয়মে উহাকে প্রেরণ করিবে। সংবাদ প্রেরণ করিবার সময় প্রেরকের চক্ষু দুইটি ঐ চোঙ্গা দ্বারা আবৃত থাকাতে চতুঃপার্শ্বস্থ পদার্থ সকল হইতে তাহার দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ থাকিবে ; এজন্য সে সহজেই এই চিন্তাটির প্রতি তাহার মন একাগ্র করিতে সমর্থ হইবে।

## তৃতীয় নিয়ম

### যন্ত্রের সাহায্যে চিন্তা প্রেরণ

পাতলা পিস্‌বোর্ড বা টিন দ্বারা ছয় ইঞ্চি ব্যাসের ২০।২৫ খানা গোলাকার চাকৃতি প্রস্তুত করিবে এবং উহাদের উভয় দিকে সাদা কাগজ বা রং লাগাইয়া তাহাতে বড়, স্পষ্ট ও সুন্দর অক্ষরে গাঢ় কাল কালি দ্বারা ইংরাজী বর্ণমালার সমস্ত অক্ষর ( A হইতে Z ) সমস্ত সংখ্যা ( 1 হইতে 0 ) এবং ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদির চিত্রগুলি আঁকিয়া রাখিবে। তৎপরে

যে ঘরে বসিয়া অভ্যাস করিবে, উহার কোন এক দেওয়ালে একখানা ধূসর রংয়ের কাপড়ের পরদা টাঙ্গাইয়া, উহার মধ্য স্থলে সূতা ও সেফ্‌টি পিনের সাহায্যে উহাদের একখানা চাক্‌তি ঝুলাইবে এবং কেবল ঐ অক্ষরটির উপর বাতির উজ্জ্বল আলোক পড়িতে পারে, এরূপ ভাবে ঐ স্থানে একটি বাতি রাখিয়া ঘরটির অন্যান্য স্থান আঁধার করিয়া দিবে। এইক্ষণ চিন্তা প্রেরক ঐ পরদার সম্মুখে একখানা চেয়ারে বসিয়া ঐ চাক্‌তির লিখিত বর্ণ, সংখ্যা বা চিত্রটির প্রতি সাধ্যমত মনঃসংযোগ করতঃ উহাকে মনে মনে প্রেরণ করিবে ; আর চিন্তা গ্রাহক সেই সময়ে অপর একটি কম আলোকিত গৃহে বসিয়া তাহার মন ভাবনা শূন্য করতঃ উক্ত চিত্ররূপী বার্ত্তাটিকে স্বীয় মনে গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইবে। একটি বর্ণ উক্তরূপে প্রেরিত হওয়ার পর, পুনরায় আর একটি বর্ণ প্রেরণ করিবে এবং ক্রমাগত এইরূপ করিতে থাকিবে। এইরূপে একটির পর একটি বর্ণ যোজনা করতঃ শব্দ ও বাক্য সকল গঠন করিয়া টেলিগ্রামের ন্যায় সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।

কথিত বর্ণমালা যুক্ত চাক্‌তিগুলির সাহায্যে চিন্তা প্রেরণ অভ্যাস করিতে ইংরাজী বর্ণমালা লইয়াই চেষ্টা করা সুবিধা জনক। কারণ উহাদের সংখ্যা অল্প। বাঙ্গলায় বর্ণমালার সংখ্যা অধিক ; বিশেষতঃ উহার বর্ণগুলি স্বর যুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হওয়াতে উহা অভ্যাস করিতে বহু সংখ্যক বর্ণমালাযুক্ত চাক্‌তির প্রয়োজন। যাহাদের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাহারা এইরূপ যন্ত্রাদির সাহায্যে চিন্তা প্রেরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বোধ করিবে ; কিন্তু যাহাদের একাগ্রতা শক্তি অধিক, তাহাদের যান্ত্রিক সাহায্য গ্রহণ করার কোন আবশ্যক নাই।

## চিন্তা-পঠন বিদ্যা

শিক্ষিত ও মার্জ্জিত পরিবারের বালকবালিকাগণের কেহ কেহ চিন্তা-পঠন করিতে পারে। এই শক্তি যে তাহারা কোন অভ্যাসের ফলে লাভ করে, তাহা নহে; উহা তাহাদের অজ্ঞাতসারে স্বভাব হইতে লব্ধ হইয়া থাকে। বোষ্টন সহরে ক্রিরি নামক পাদরী-পরিবারের বালকবালিকা-গণের দ্বারা প্রফেসার ব্যারেট ( Prof Barratt ) ও সেই পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ ৬ দিনে ৩১২টি চিন্তা-পঠন পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং ঐ পরীক্ষা গুলি বিলাতের "আত্মিক অনুসন্ধান সমিতির" রোজনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রফেসার ব্যারেট যে প্রণালীতে ঐ পরীক্ষাগুলি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। তিনি লিখিয়াছেন, —"এই পরিবারের বালকবালিকাগণের মধ্য হইতে একটি বালিকাকে চিন্তা-পাঠকরূপে মনোনীত করিয়া পার্শ্বের কুঠরীতে পাঠান হইয়াছিল। বালিকাটি ঐ ঘরে প্রবেশ করার পর, সেই ঘরের দরজা যে বন্ধ করা হইয়াছিল, তাহা আমি নিজে দেখিয়াছি। আমি বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া এবং উহার দরজাও বন্ধ করিয়া আমার খেয়াল মত আমি একটি জিনিষের নাম মনে করিলাম এবং এক টুক্‌রা কাগজে উহার নাম লিখিয়া সেই পরিবারের যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের সকলকে দেখাইলাম। এই সময় ব্যাপীয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই নীরব ছিলেন। তৎপরে আমরা সকলে মিলিয়া ঐ মনোনীত পদার্থটির নাম চিন্তা করিতে লাগিলাম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল এবং একটু পরেই সেই বালিকাটি—সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে—সেই মনোনীত পদার্থটি লইয়া আমাদের ঘরে প্রবেশ করিল। দ্রব্যটি মনোনীত হওয়ার পর, সেই ঘর হইতে কোন

ব্যক্তিকেই বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় নাই এবং বালিকাটির অবস্থিতি স্থান সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তাহার সহিত কাহার কোনরূপ খবরাখবর করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিলনা। অধিকন্তু ঐ বালিকাটিকে কেবল এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, আমি ও ঐ পরিবারস্থ উপস্থিত ব্যক্তিগণ—যাহাদিগকে মন হইতে সাধ্যমত অপর চিন্তা-ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া নীরবে কেবল ঐ জিনিষটির বিষয়ই ভাবিতে বলা হইয়াছিল—যে জিনিষটির কথা ভাবিব, তাহা সে সত্বর আমাদের নিকট লইয়া আসিবে।”

উক্ত পরীক্ষা কালীন যদি প্রফেসার ব্যারেট মনে করিতেন যে, তাহারা ( ঐ বালকবালিকাগণ ) ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ বা বানান করিবে, তবে তাহারা তাহাই করিতে পারিত। ঐ দলস্থ ব্যক্তিগণ কমলা লেবু, আতা, আঙ্গুর, তাল, ছুরি, মদের গ্লাস বা অপর কোন পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে, উহার চিত্রটি তাহারা এরূপ একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিতেন, যেন ঐ বালকবালিকা গণের মনে উহা স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়। তাহাদের মনের সহিত তাহাদের পিতা মাতা ও প্রফেসার ব্যারেটএর মনের অত্যন্ত মিল থাকাতেই তাহারা ঐ মনোনীত দ্রব্যগুলির মানসিক চিত্র খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই পরীক্ষা গুলির মধ্যে কোনরূপ কৌশল বা প্রতারণার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

শিক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে তাহার নিজের বা বন্ধু-বান্ধবদের পরিবারে নিম্নোক্ত প্রণালীতে স্পর্শহীন চিন্তা-পঠন ক্রীড়া ( telepathic entertainment ) প্রদর্শন করিতে পারিবে। এই ক্রীড়া বেশ আমোদ

জনক অথচ শিক্ষাপ্রদ। স্ত্রী পুরুষ সকলেই ইহা তুল্যরূপে এবং আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়া থাকেন।

## তৃতীয় নিয়ম

যে সকল ব্যক্তি দর্শক রূপে ক্রীড়া উপভোগ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে লইয়া একটি দল গঠন করিবে। উহাতে মহিলা এবং বালক বালিকাগণও থাকিতে পারেন। ঐ দলের মধ্যে ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির একটি পুরুষ বা মহিলা নেতা বা নেত্রীর কায করিবেন। তিনি তাঁহার ইচ্ছামত কোন একটি জিনিষ মনে করিবেন, যাহা চিন্তা-পাঠককে বাহির করিতে হইবে। আর ঐ দলের কোন একটি বালক বা অপর কোন ব্যক্তিকে চিন্তা-পাঠক রূপে মনোনীত করিবে। শিক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে ঐ দলের নেতা রূপে চিন্তা প্রেরকের কায অথবা সে নিজকে চিন্তা-পাঠক রূপেও নিযুক্ত করিতে পারে। চিন্তা-পাঠক মনোনীত হইলে তাহাকে পার্শ্বের কুঠরীতে অবস্থান করাইবে ও তাহার অনুপস্থিতে দলপতি একটি পরীক্ষা মনোনীত করতঃ উহা সকলের নিকট প্রকাশ করিবেন। প্রাথমিক দুই-চারিটি পরীক্ষার জন্য সে নিম্নোক্তরূপ কোন একটি পরীক্ষা মনোনীত করিতে পারেন। যেমন—চিন্তা-পাঠক ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিল হইতে একটি কলম উঠাইয়া লইয়া, তাহার বা অপর কোন ব্যক্তির হাতে দিবে; কিম্বা এক ব্যক্তির হাতের আংটি খুলিয়া লইয়া উহা অপরের হাতে পরাইয়া দিবে বা কোন একটা পয়সা তুলিয়া ধরিবে বা কাহাকেও এক চেয়ার হইতে উঠাইয়া অপর কোন এক স্থানে বসাইবে ইত্যাদি। এই রকমের দুই-চারিটি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়ার পর, অপেক্ষাকৃত কঠিন পরীক্ষা সকল সম্পাদনের প্রয়াস পাইবে। চিন্তা-পাঠককে অন্য ঘরে

পাঠাইয়া তাহার অনুপস্থিতে একটি পরীক্ষা মনোনীত করতঃ দলস্থ ব্যক্তিগণ, এক যোগে চিন্তা-পাঠকের দ্বারা ঐ কার্য্যটি করাইবার জন্য সাধ্যমত একাগ্র মনে চিন্তা করিবেন ( অর্থাৎ যেমন—চিন্তা-পাঠক ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা পুস্তক লইয়া আলমারির উপর রাখিবে বা ঐরূপ কোন কার্য্য করিবে ইত্যাদি ) ; আর চিন্তা-পাঠক অপর ঘরে প্রবেশ করণান্তর দণ্ডায়মান বা উপবিষ্টাবস্থায় চক্ষু বুজিয়া এবং যথা সাধ্য মন ভাবনা শূন্য করতঃ স্থির ভাবে অপেক্ষা করিতে থাকিবে যে, তাহার মনে কি কার্য্য করার প্রবৃত্তি হইতেছে। তাহার মনে যে কার্য্য করার প্রবৃত্তি জন্মিবে, সে যুক্তি-তর্ক-বিচার না করিয়া তাহাই সম্পাদন করিবে ; কিন্তু সে নির্দ্দিষ্টরূপে কোন একটি কার্য্যের উত্তেজনা অনুভব না করা পর্য্যন্ত কখনও সেস্থান পরিত্যাগ করিবে না, কিংবা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াও কোন কার্য্য করিবে না। চিন্তা-পাঠক প্রেরিত চিন্তাটিকে শুদ্ধ রূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইলে, দলের নেতা পুনরায় আর একটি পরীক্ষা মনোনীত করিবেন। এইরূপ ক্রীড়া দুই ঘণ্টা কাল বেশ চলিতে পারে। চিন্তা-পাঠক সংবেদনীয় ( susceptible ) হইলে, তাহা দ্বারা উক্তরূপে অনেক কঠিন কার্য্যও সম্পাদন করা সম্ভব হইবে। যে ব্যক্তি চিন্তা-পাঠক রূপে প্রথম মনোনীত হইবে, সে উক্ত কার্য্যে অপারক হইলে দলপতি অপর এক ব্যক্তিকে লইয়া চেষ্টা করিবেন। শিক্ষার্থী নিজের বা কোন বন্ধু পরিবারে এই ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে যাইয়া অকৃতকার্য্য হইলেও তাহার লজ্জার কোন কারণ নাই ; পক্ষান্তরে উহাতে কৃতকার্য্য হইলে সে উহা দ্বারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই প্রচুর পরিমাণে আনন্দ দান করিতে সমর্থ হইবে।

# পঞ্চম পাঠ

## টেলিপ্যাথির অনুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ

শিক্ষার্থী মাসল্-রিডিং শিক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হওয়ার পর টেলিপ্যাথি অভ্যাসের প্রয়াস পাইবে। মাসল্-রিডিংএর পরীক্ষাগুলি অধিকাংশ লোকের সহিতই সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে পারা যায়, এজন্য ইহা আয়ত্ত করা সহজ। মাসল্-রিডিংএ প্রেরক ও গ্রাহকের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ মানসিক সহানুভূতি থাকার প্রয়োজন, টেলিপ্যাথিতে তদপেক্ষা ইহা অনেক বেশী পরিমাণে আবশ্যক হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সকল লোকের সহিত টেলিপ্যাথির অভ্যাসে সাফল্য লাভ করা যায় না। যে দুই ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে প্রাণের টান বা ভালবাসা বেশী, বিশেষ ভাবে তাহারাই ইহাতে খুব কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। প্রেরক ও গ্রাহক বিরুদ্ধ প্রকৃতির হইলে বা তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি না থাকিলে তাহারা ইহার অনুশীলনে প্রায়ই বিফলমনোরথ হইয়া থাকে। অতএব শিক্ষার্থী কখনও এরূপ প্রকৃতির কোন লোকের সহিত অভ্যাসের প্রয়াস না পাইয়া তাহার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইবে। যাহার এরূপ কোন বন্ধু-বান্ধব নাই, সে অগত্যা মাসল্-রিডিংএর একটি উৎকৃষ্ট প্রেরক—অর্থাৎ মাসল্-রিডিংএর পরীক্ষা কালীন যে সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট রূপে চিন্তা প্রেরণ করিতে পারিয়াছে, তাহাকে লইয়া অভ্যাস আরম্ভ করিবে। এই

ব্যক্তি তাহার অভ্যাসের জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত না হইলেও বিরুদ্ধ প্রকৃতির বা সহানুভূতিহীন লোকদের অপেক্ষা অনেকটা ভাল। এই ব্যক্তির সহিত একটু দীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধরিয়া নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিতে পারিলেও শিক্ষার্থী ইহাতে কৃতকার্য্যতা লাভের আশা করিতে পারে।

টেলিপ্যাথি অভ্যাস কালীন খুব একাগ্র চিত্তে কায করিতে হয়, এজন্য চিন্তক ও গ্রাহক উভয়েরই বর্দ্ধিত একাগ্রতা শক্তি থাকা আবশ্যক। যে সকল শিক্ষার্থীর একাগ্রতা নাই, তাহারা উহা লাভ করিবার জন্য পরবর্ত্তী পাঠের বর্ণিত অনুশীলনগুলি অভ্যাস করিবে। তাহারা কয়েক সপ্তাহ নিয়মিতরূপে উহাদিগকে অভ্যাস করিতে পারিলে তাহাদের একাগ্রতা শক্তি বেশ বর্দ্ধিত হইবে এবং তখন তাহারা উত্তমরূপে চিন্তা-প্রেরণ ও পঠন করিতে সমর্থ হইবে। আর যাহারা আবশ্যকীয় বিষয়ে সহজে মন স্থির করিতে সক্ষম, তাহারাও এই অনুশীলনগুলির অভ্যাস দ্বারা তাহাদের একাগ্রতা শক্তি আরও বেশী পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে পারিবে। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের কোন শাখাই একাগ্রতার সাহায্য ব্যতিরেকে হাতে-কলমে শিক্ষা করা যায় না। সুতরাং যাহারা এই বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভের অভিলাষী, তাহাদিগকে অত্যাবশ্যকীয়রূপে এই শক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

পরীক্ষাগুলি সম্পাদন করিবার সময় শিক্ষার্থী ও তাহার সহযোগী পরস্পরের প্রতি সাধ্যমত সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকিবে এবং মুহূর্ত্তের জন্যও কোন বিরুদ্ধ চিন্তা মনে স্থান দিবে না। তাহারা নিজের বা একে অন্যের ক্ষমতার প্রতি কখনও সংশয় যুক্ত হইবে না এবং কোনরূপ গর্ব্ব বা অহঙ্কারের ভাবও হৃদয়ে স্থান দিবে না। উত্তেজিত মস্তিষ্কে, উদ্বিগ্ন চিত্তে,

ক্ষুধিতাবস্থায় বা আহারের অব্যবহিত পরে অভ্যাসের চেষ্টা পাইবে না কারণ উক্ত শারীরিক বা মানসিক অবস্থা সিদ্ধিলাভের মোটেই অনুকূল নয়। তাহারা এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প লইয়া উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে এবং কার্য্যকালীন সন্দেহ, ভয় ও অসহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করিবে; যেহেতু মনের এই ভাবগুলি সিদ্ধিলাভের প্রবল অন্তরায় স্বরূপ। পরীক্ষা কালীন প্রেরক গম্ভীর ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রমনে মনোনীত বস্তুটি চিন্তা করিবে এবং চিন্তিত বস্তুটি গ্রাহকের মনে স্পষ্ট রূপে অঙ্কিত হউক, এরূপ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা করিবে। আর চিন্তা-পাঠক তখন স্থির ও নীরবভাবে অবস্থান করতঃ সাধ্যমত মনকে চিন্তাশূন্য করতঃ উক্ত চিন্তাটি শুদ্ধ রূপে গ্রহণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিবে এবং যখন কোন একটি বস্তুর চিত্র বা কোন একটা কায করিবার প্রবৃত্তি তাহার মনে দৃঢ়ভাবে পুনঃ পুনঃ উদয় হইতে থাকিবে, তখন সে উহাকেই মনোবার্ত্তা বলিয়া উপলব্ধি করিবে; কখনও কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন কিছু করিবার প্রয়াস পাইবে না।

এই বিদ্যা চর্চ্চায় শিক্ষার্থী নিম্নোক্ত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিবে, অন্যথায় তাহার শরীর ও মন ইহা দ্বারা অল্পাধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। সে ক্রমাগত কেবল চিন্তক বা গ্রাহকের কার্য্য না করিয়া পর্য্যায়ক্রমে চিন্তা প্রেরণ ও পঠন অভ্যাস করিবে। যেহেতু ক্রমাগত কেবল চিন্তকের কার্য্য করিলে যেমন মনের গ্রহণ শক্যতা বা সংবেদনীয়তার ( susceptibility ) তাদৃশ বিকাশ হয় না, সেইরূপ আবার ক্রমাগত গ্রাহকের কার্য্য করিলেও চিন্তা প্রেরণ কার্য্যে তেমন দক্ষতা লাভ করা

যায় না। অধিকন্তু দীর্ঘকাল চিন্তা-পঠন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে মন অত্যন্ত সংবেদনীয় হয় বলিয়া অভ্যাসকারীর মস্তিষ্ক তাহার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অপরের অনিষ্টকর চিন্তা সমূহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং তাহাতে তাহার মানসিক অবনতি এবং শরীরেও নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। উক্তরূপে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত কোন কোন ব্যক্তির অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং সে এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া ইহা অভ্যাস করিবে।

কখন কখন এরূপ লোকের কথা জানা যায়, যাহারা মনে করে যে, তাহারা কোন দূরস্থ ব্যক্তির সম্মোহন বা অপর কোন শক্তি দ্বারা সর্ব্বদাই অভিভূত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত বা স্বাধীনভাবে কায কর্ম্ম করিতে অসমর্থ। এরূপ ধারণাগ্রস্ত লোকেরা সময় সময় নিজেদের খেয়ালের বশে নীতি বিগর্হিত কায করিয়া সত্য সত্যই মনে করে যে, সেই অদৃশ্য ব্যক্তির শক্তি প্রভাবেই তাহারা উহা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অধিক ভ্রান্তি জনক ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ কোন সম্মোহনকারী বা অপর কোন বিদ্যাবিদেরই এমন কোন শক্তি নাই, যাহা দ্বারা সে দূরে থাকিয়াও কোন লোককে এরূপ ভাবে বশীভূত করিয়া রাখিতে সক্ষম। দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে পাঞ্জাব নিবাসিনী একটি বঙ্গমহিলা এরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া উহার প্রতিকারের জন্য আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমি তাহাকে সম্মোহন-চিকিৎসার ( hypnotic treatment ) পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহা তিনি করাইয়াছিলেন কিনা, তাহা আমি অবগত নহি। এরূপ কোন মারাত্মক ধারণাকে কাহারও

হৃদয়ে বেশী দিন আধিপত্য করার সুযোগ দিলে যে, উহা যে কোন মুহূর্তে তাহাকে বদ্ধ পাগলে পরিণত করিতে পারে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। এই রকমের অসুস্থ মস্তিষ্কের লোকদিগকে সম্মোহিত করিয়া তাহাদের উক্ত ধারণা বদলাইতে বা বিস্মৃত করাইতে পারিলেই তাহাদিগকে এই মারাত্মক মানসিক ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়।

# ষষ্ঠ পাঠ

## মনের একাগ্রতা

শারীরিক বা মানসিক কোন কায করার সময় মনকে সেই কার্য্যে বিশেষের প্রতি সংলগ্ন বা আবদ্ধ রাখাকে 'একাগ্রতা' বলে। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের অভিলাষী মাত্রেরই অত্যাবশ্যকীয় রূপে এই মানসিক গুণ থাকা আবশ্যক। কেবল যে এই সকল বিদ্যা শিক্ষায়ই একাগ্রতা আবশ্যক তাহা নহে, সংসারের যাবতীয় কার্য্যেই একাগ্রতা মনুষ্যকে সিদ্ধি দান করে। যাহার একাগ্রতা শক্তি যত অধিক, সে তত বেশী পরিমাণে জীবনে সাফল্য লাভ করিয়া থাকে। দুর্ব্বল ও চঞ্চল চিত্ত ব্যক্তিগণ সংসারের অপরাপর কার্য্যের ন্যায় এই সকল বিষয় শিক্ষায়ও প্রায়ই বিফল মনোরথ হইয়া থাকে।

অনেক লোক একাগ্রতার নাম শুনিলেই ভয় পায়। তাহারা বলে, তাহাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল এবং তাহারা অতি অল্প সময়ের জন্যও কোন বিষয়ে মন স্থির রাখিতে পারে না। এই ধারণা ভ্রান্তি মূলক। কারণ মানুষ মাত্রেরই অল্পাধিক পরিমাণে মনঃসংযোগ করার শক্তি আছে এবং সে সংসারের আবশ্যকীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত প্রতিদিনই অল্পাধিক সময়ের জন্য জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মন স্থির করিয়া থাকে। যাহারা বলে, তাহাদের মনের একটুও একাগ্রতা নাই, তাহারাও উপযুক্ত অভ্যাসের সাহায্যে এই শক্তি লাভ করিতে পারে।

## চিন্তা-পঠন বিদ্যা

সকল মানুষেরই বস্তু, বিষয় বা কার্য্য বিশেষের প্রতি মনঃসংযোগ করার শক্তি আছে ; তন্মধ্যে যে বস্তু, বিষয় বা কার্য্যের প্রতি তাহাদের মন স্বাভাবিক ভাবে অনুরাগী, সেই বস্তু, বিষয় বা কার্য্যের প্রতি তাহারা সহজেই মন স্থির করিতে পারে ; আর যাহাতে তাহাদের কোন স্পৃহা বা অনুরাগ নাই, তাহাতে তাহাদের মন স্থির থাকিতে চাহে না। যাহার কাব্যে অনুরাগ আছে এবং অঙ্কে স্পৃহা নাই, তাহাকে একটি কবিতা দিলে সে যেরূপ একাগ্রতার সহিত উহা পাঠ করিবে, একটি অঙ্ক দিলে তদ্রূপ স্থির মনে কখনও উহা কষিতে পারিবে না। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, বস্তু বিষয় বা কার্য্যে বিশেষের প্রতি আসক্তি ও অনাসক্তি বশতঃই মন একটিতে আকৃষ্ট ও অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে চাহে। যাহার প্রতি মন স্বভাবতঃ অনুরক্ত উহাতে মনঃ সংযোগ করা সহজ বলিয়া তদ্বিষয়ে একাগ্রতা অভ্যাসের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই ; কেবল যে বিষয়ে মনের কোন আসক্তি নাই, যাহা নীরস, একঘেয়ে বা বিরক্তিকর শিক্ষার্থীকে প্রথমে সেই বিষয়ের প্রতিই মন স্থির করা অভ্যাস করিতে হইবে। কারণ যে দুর্ব্বলতা বশতঃ মন বস্তু, বিষয় বা কার্য্য বিশেষের প্রতি স্থির থাকিতে চাহেনা, যথোপযুক্ত অভ্যাস দ্বারা তাহা সর্ব্বাগ্রে বিদূরিত করিতে হইবে। একাগ্রতা শক্তি লাভের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলন অভ্যাসের উপদেশ দিয়াছেন ; তন্মধ্যে নিম্নোক্ত অনুশীলন কয়টিই আমার নিকট খুব ভাল বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষার্থী প্রতিদিন নিয়মিতরূপে এই অনুশীলনগুলি অভ্যাস করিলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাহার একাগ্রতা শক্তি বেশ বর্দ্ধিত হইবে।

## প্রথম অনুশীলন

রাত্রিতে শয্যা গ্রহণ করণান্তর নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে চিৎভাবে শুইয়া হাত দুই খানাকে দুই পাশে শায়িত করতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমস্ত প্রকার গতি ( মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণ ) বন্ধ করিবে এবং শরীরকে সাধ্যমত শিথিল ও অসার করিয়া ফেলিবে। শরীরটি এই অবস্থায় উপনীত হইলে কিছুক্ষণ খুব আস্তে আস্তে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শয্যা গ্রহণ করার সময় পর্য্যন্ত ( সেইদিন ভোরে শয্যা ত্যাগের পর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে শয্যা গ্রহণ করার মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ) কৃত কার্য্যগুলিকে পর্য্যায় ক্রমে চিন্তা করিবে—অর্থাৎ শিক্ষার্থী সেই দিন ভোরে নিদ্রা ভঙ্গের পর যে কার্য্য করিয়াছে এবং উহার পর আবার যাহা করিয়াছে, সেই কার্য্যগুলিকে যথাক্রমে নির্ভুলরূপে মনে মনে আবৃত্তি করিবে। সে যে পর্য্যন্ত তাহার কৃত সমুদয় কার্য্যগুলিকে শুদ্ধরূপে মনে মনে স্মরণ বা আবৃত্তি করিতে সক্ষম না হইবে, ততদিন সে প্রতি রাত্রিতে এই অনুশীলনটি অভ্যাস করিবে এবং কোন বিশেষ অন্তরায় বশতঃ একবারে অসম্ভব না হইলে কোন দিন অভ্যাস বন্ধ রাখিবেনা।

শিক্ষার্থী প্রথম প্রথম হয়ত উক্ত কার্য্যগুলিকে ধারাবাহিক ও শুদ্ধ রূপে স্মরণ করিতে পারিবেনা ; কিন্তু তাহাকে যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সহিত নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা ইহা সম্পাদন করিতে হইবে। এই কার্য্যটি একঘেয়ে রকমের বলিয়া অভ্যাস করিতে করিতে অনেকে, অনুশীলনটি শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই, নিদ্রিত হইয়া পড়ে। মনের এই দুর্ব্বলতাকেও উপযুক্ত অভ্যাস দ্বারা জয় করিতে হইবে। আবৃত্তি করার

সময় কার্য্য গুলি উল্‌টা পাল্‌টা না হয় ( অর্থাৎ পূর্ব্বের কার্য্যটি পরে কিংবা পরের কার্য্যটি পূর্ব্বে আবৃত্তি না হয় ) এবং অনুশীলনটি শেষ হওয়ার পূর্ব্বে নিদ্রাকর্ষণ না হয়, এই বিষয়ে তাহাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ এই দুইটিই উহার মূল বিষয়। শিক্ষার্থী এই অনুশীলনটিতে দৃঢ় সংলগ্ন থাকিয়া নিয়মিতরূপে কিছুকাল অভ্যাস করিলে তাহার স্মৃতি ও একাগ্রতা শক্তি বেশ বর্দ্ধিত হইবে।

## দ্বিতীয় অনুশীলন

কোন একটি ঘরে যে সকল জিনিষ-পত্র রহিয়াছে, উহাদিগকে খুব মনোযোগের সহিত ভালরূপে দেখিয়া লইবার পর, অন্য এক ঘরে যাইয়া চক্ষু বুজিয়া ঐ ঘরের যে স্থানে যে বস্তুটি রহিয়াছে, তাহা নির্ভুল রূপে চিন্তা করিবে ; অথবা কোন মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র চক্ষু বুজিয়া মনে মনে অঙ্কিত করিবে। প্রথমে প্রধান প্রধান পদার্থ বা বিষয়গুলি লইয়া অভ্যাস করিবে এবং উহাতে কৃতকার্য্য হওয়ার পর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষগুলি লইয়া চেষ্টা করিবে। এই অনুশীলনটির দ্বারাও পর্য্যবেক্ষণ, স্মৃতি, ধারণা ও একাগ্রতা শক্তি বেশ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা সুন্দর-রূপে অভ্যস্ত হইলে শিক্ষার্থী, বহুদিন পূর্ব্বে দৃষ্ট কোন ঘরের জিনিষ পত্রাদি বা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাদি স্পষ্টরূপে স্মরণ করিতে সমর্থ হইবে।

## তৃতীয় অনুশীলন

উপরোক্ত অনুশীলন দুইটি সুন্দররূপে অভ্যস্ত হওয়ার পর শিক্ষার্থী নিম্নোক্ত অনুশীলনটি অভ্যাস করিবে। যে দেবতা বা সাধু-মহাত্মার প্রতি সে খুব ভক্তিমান, তাঁহার একখানা বড় ছবি সংগ্রহ করণান্তর

উহাকে তাহার নিজের ঘরের দেওয়ালে লট্‌কাইবে এবং উহাকে সম্মুখে রাখিয়া, উহা হইতে ২।৩ ফিট দূরে, কোন একটি আসনে ( মেজেতে আসন পাতিয়া তাহার উপর, অথবা চৌকি বা তক্তপোষ কিংবা চেয়ারের উপর ) বসিবে, অথবা ইজি চেয়ার বা বিছানায় চিৎভাবে শয়ন করিবে। উক্তাবস্থায় অবস্থান করিলে সম্মুখস্থ দেওয়ালে লট্‌কান ছবিখানা খুব উঁচুতে না থাকে, অর্থাৎ উহার প্রতি তাকাইতে কোন কষ্ট না হয়, তাহা দেখিয়া লইবে। তৎপরে শরীরটি সাধ্যমত শিথিল করিয়া ক্রমাগত কয়েক মিনিট কাল খুব ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিবে। কিছুক্ষণ এইরূপ করার পর যখন শরীরটি অত্যন্ত শিথিল এবং মন খুব স্থির হইয়াছে বলিয়া বোধ করিবে, তখন ঐ চিত্রটিকে দুই-এক মিনিটকাল উত্তমরূপে দেখিয়া লইয়া, চক্ষু বুজিয়া উহাকে মনের মধ্যে আঁকিতে চেষ্টা করিবে। প্রথমে ঐ চিত্রটির প্রধান অংশগুলি—মুখমণ্ডল, বুক, পেট, হাত, পা, ইত্যাদি অঙ্কিত করিবে এবং উহা করিতে সক্ষম হওয়ার পর, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি আঁকিতে চেষ্টা পাইবে। প্রথম বারে এক বা দুই মিনিটের জন্য ছবিটিকে উত্তমরূপে দেখিয়া লইবার পর, মনে মনে চিত্র গঠন কার্য্য করিবে এবং যখন উহা করিতে ভুল হইবে, তখন পুনরায় চিত্রটিকে আর একবার ভালরূপে দেখিয়া লইবে। প্রতিদিন দুই বা একবার নিয়মিতরূপে ১৫ হইতে ৩০ মিনিটকাল এইরূপ অভ্যাস করিবে। এই অনুশীলনটির প্রধান বিষয় চিত্রটিকে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করা এবং উহাকে মানস-পটে যত অধিক সময়ের জন্য সম্ভব, স্থির রাখা। ছবিটি যত অধিক উজ্জ্বল করিয়া আঁকিতে এবং যত বেশী সময় স্থায়ী রাখিতে পারিবে, তাহার সাফল্যও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে।

## চিন্তা-পঠন বিদ্যা

এই অনুশীলনটি খুব কঠিন। সুতরাং ইহাতে সুন্দররূপে অভ্যস্ত হইতে শিক্ষার্থীকে স্থির সংকল্প, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের সহিত নিয়মিতরূপে দীর্ঘ কাল পরিশ্রম করিতে হইবে। যাহাদের একাগ্রতা শক্তি স্বভাবতঃ অধিক, কেবল তাহারাই অল্পদিনের অভ্যাসে এই বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকে। এই অনুশীলনটি সুন্দররূপে অভ্যস্ত হওয়ার পর শিক্ষার্থী যখন কোন ব্যক্তির চিত্র মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া পাঁচ মিনিট বা তদূর্দ্ধকাল স্থির রাখিতে পারিবে, তখন তাহার একাগ্রতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া বুঝিবে এবং তখন সে দূরস্থ স্ত্রী-পুরুষগণকেও তাহার অজ্ঞাতসারে মন শক্তি দ্বারা বশীভূত করিতে সমর্থ হইবে।

# সপ্তম পাঠ

## ভাব জগতের প্রভাব

মানুষের দেহ বায়ু মণ্ডলে আর তাহার মন ভাব জগতে বাস করে। এই বায়ু মণ্ডল ও ভাব জগতের ইষ্টানিষ্ট প্রভাব তাহার উপর অপ্রতিহত ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। এই বায়ু মণ্ডল যেমন নির্ম্মল ও দূষিত উভয় প্রকার বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ, এই ভাব জগৎও সেইরূপ সদসৎ চিন্তা দ্বারা পরিব্যাপ্ত। বিশুদ্ধ বায়ু দৈহিক সুস্থতা সম্পাদক, আর সৎ চিন্তা মানসিক উন্নতি দায়ক। নানা কারণে আমাদের বাস স্থানের বায়ু যেমন অল্পাধিক পরিমাণে দূষিত, সেইরূপ পৃথিবীতে মন্দ লোকের সংখ্যা বেশী বলিয়া তাহাদের চিন্তারাশি দ্বারা এই ভাব জগৎ কলুষিত। মণ্ডলের বায়ু নির্ম্মল বা দূষিত হউক, যেমন উহা নাসারন্ধ্র-পথে আমাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভাব জগৎ হইতে জীবিত এবং মৃত-ব্যক্তিগণের সৎ ও অসৎ চিন্তা সকল আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়া থাকে। কিন্তু অসৎ চিন্তার সংখ্যা বেশী বলিয়া উহারাই সমধিক পরিমাণে আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকারে শরীর ও মনের অনিষ্ট করিয়া থাকে।

যখন আমরা কোন বস্তু, বিষয় বা কার্য্য সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছু চিন্তা করি, তখন ঐ চিন্তাটি আমাদের মস্তিষ্ক হইতে তরঙ্গাকারে বহির্গত হইয়া ছবির ন্যায় ভাব জগতের বক্ষ-পটে চিত্রিত হয়। শব্দের প্রতিধ্বনি হয় ব্যোমে, আর চিন্তার প্রতিবিম্ব পড়ে ভাব জগতে। প্রতিধ্বনি আকাশে

যত সত্বর বিলীন হয়, ভাব জগৎ হইতে চিন্তার ছবি তত শীঘ্র মুছিয়া যায় না। অসংলগ্ন বা এলোমেলো চিন্তার ছবি উহাতে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না বটে, কিন্তু একাগ্র চিন্তার প্রতিবিম্ব উহার বক্ষে দীর্ঘকাল স্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকে। কোন একটি বিষয়ের পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলে, উহার ছাপ বহুকাল স্থায়ী হয়। কোন এক স্থানে দীর্ঘকাল ক্রমাগত একই বিষয়ের চিন্তা হইলে, সেই স্থানের আবেষ্টনী উক্ত চিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে এবং যে লোক সেই গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার মনই উহার দ্বারা ইষ্টানিষ্ট ভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এই কারণেই আমাদের উপর সংসর্গের প্রভাব খুব বেশী। যে আসনে বসিয়া দীর্ঘকাল একই বিষয়ের চিন্তা করা যায়, সেই আসনের মধ্যেও উক্ত ভাব নিমজ্জিত হইয়া থাকে। বোধ হয় এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ তাহার কোন শিষ্যকে একখানা নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া সাধনা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। কোন আসন উক্তরূপ কোন ভাব দ্বারা শক্তি যুক্ত হইলে, পরে উহাই আবার সাধককে তাহার সাধনায় বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। সাধু-মহাত্মারাও এই কারণেই তাঁহাদের আসন শক্তিহীন বা অপবিত্র হওয়ার ভয়ে নিম্নস্তরের (আধ্যাত্মিকতার হিসাবে) কোন লোককে উহাতে বসিতে দেন না।

ভাব জগৎ হইতে সর্ব্বদাই আমাদের মস্তিষ্কে নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের চিন্তায় অধিক নিবিষ্ট, তাহার মনে সাধারণতঃ সেই বিষয়ের চিন্তাই সহজে প্রবেশ করার সুবিধা পায়। হত্যাকারীর মনে হত্যার, চোরের মনে চৌর্য্যের, ব্যভিচারীর মনে কাম-লালসা তৃপ্তির, বৈজ্ঞানিকের মনে প্রাকৃতিক তত্ত্বানুসন্ধানের,

কবির মনে অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ও সাধুর মনে জগতের কল্যাণ, চিন্তা যত সহজে প্রবেশ করে, এক জন ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনে হত্যার বা চুরির চিন্তা তত সহজে ঢুকিতে পারে না। অসাধুর মনে যে কখনও সৎ চিন্তা প্রবেশ করে না, তাহা নয়; কিন্তু সে উহা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না বলিয়া উহা দ্বারা তাহার কোন উপকার হয় না। যদি সে তাহা করিতে সক্ষম হয়, তবে একটি মাত্র ক্ষুদ্র চিন্তা দ্বারাও তাহার জীবনের মহোপকার সাধিত হইতে পারে।

যে সকল লোক অত্যধিক কাম-ক্রোধ বা লোভের বশে নানা প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিয়া সমাজের অহিতাচরণে রত, তাহাদের অনিষ্টকর মনোভাব সমূহ দ্বারাই এই ভাব জগৎ অতিরিক্ত পরিমাণে ভারাক্রান্ত। এতদ্ব্যতীত যে সকল লোক কোন অতৃপ্ত বাসনা বা প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি লইয়া ইহ জগৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেত লোক বা সূক্ষ্ম জগতে বাস করিতেছে, তাহারা জড় শরীরের অভাবে উক্ত বাসনা বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ বা সাধন করিতে অপারক বলিয়া, পৃথিবী বাসী লোকদের দ্বারা উহা সম্পাদন করিবার জন্য চিন্তা প্রেরণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ক্রমাগত দীর্ঘকাল কোন এক বিষয়ের চিন্তা করিলে, উহার প্রতিচ্ছবি ভাব জগতের বক্ষে বহু দিন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত থাকে; এজন্য বহু কাল পূর্ব্বের কাহার কোন চিন্তা দ্বারাও মানুষের মন ইষ্টানিষ্ট ভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে। সুতরাং কেহ বিশেষ কোন কার্য্য সম্পাদনের সংকল্প করিলে, তাহার মনে ভাব জগৎ হইতে অল্পাধিক পরিমাণে উক্ত কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রেরণা আসিয়া থাকে। যে আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক, লেখক, বা পরোপকারক ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্ম গুণে জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন,

তিনি যে তাঁহার কার্য্যে অসাধারণ সাফল্য লাভের জন্য তাঁহারই ভাবে ভাবিত, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সঞ্চিত ভাব বা চিন্তা সকল (যাহা ভাব জগতে চিত্রিত রহিয়াছে) হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? সমাজের হিতসাধনে রত ব্যক্তি-গণও 'তাঁহাদের অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদনে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের চিন্তা সমূহ দ্বারা বিশেষরূপে উপকৃত হইয়া থাকেন। ভাব জগতের কুচিন্তা সমূহ দ্বারা বিশেষভাবে দুর্ব্বল, চরিত্রহীন ও সংবেদনীয় লোকদের মস্তিষ্ক অত্যন্ত প্রবাল ভাবে আক্রান্ত হয় এবং তাহাতে তাহাদের শরীর ও মনের অতিশয় ক্ষতি হইয়া থাকে। কারণ তাহাদের মনের কুভাবগুলি উহাদের সহায়তায় খুব প্রবল হইয়া উঠে, এবং তাহাতে উক্ত ভাবগুলিকে তাহারা সত্বর কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে। যে লোক কাহার কোন একটা দ্রব্য চুরি করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে, তাহার মনে যদি আবার বাহির হইতে চুরির চিন্তা আসিয়া প্রবেশ করে, তাহা হইলে যে, সে অতি সত্বরতার সহিত ঐ কাযটা সম্পন্ন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং কাহারও কোন দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহার মনোভাব যেরূপ দায়ী, ভাব জগৎ হইতে আহৃত চিন্তা সকল তদপেক্ষা বেশী দায়ী।

আমরা যে সকল সংসর্গে বাস করি, আমাদের শরীর ও মনের উপর উহাদের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অবশ্য এই সংসর্গগুলিও ভাব জগতের এক একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। উহারা যে কেবল আমাদের মনের উপরই আধিপত্য বিস্তার করে, তাহা নয়, আমাদের স্বাস্থ্য ও উহাদের দ্বারা ইষ্টানিষ্ট ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। সুস্থ ও সবল ব্যক্তিদিগের নিয়ত সহবাসে অসুস্থ ব্যক্তিরাও সুস্থতা লাভ করে, আর

রুগ্ন ব্যক্তিদের সংশ্রবে সর্ব্বদা বাস করিলে সুস্থ ব্যক্তিরাও পীড়িত হইয়া পড়ে। সৎ সংসর্গের আবেষ্টনী যেমন সুচিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, কুসংসর্গের আবেষ্টনী তেমনি কুভাব বা কুচিন্তা দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকে। এজন্য যে উহার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহার মনেই ঐ সকল ভাব প্রবল হইয়া উঠে। বেশ্যালয়ে গেলে কামের উত্তেজনা, শৌণ্ডিকালয়ে গমন করিলে সুরা পানের স্পৃহা, জুয়ার আড্ডায় যাইলে অপরকে ঠকাইবার মতলব ইত্যাদি সহজেই মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। কুসংসর্গের সহবাসে চরিত্রবান লোকদেরও অধঃপতন হইয়া থাকে। ইহার সংশ্রবে যেমন সৎ লোক অসৎ হয়. সেইরূপ নিয়ত সৎসংসর্গ করিলে দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকদের প্রকৃতিও আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইহার সংশ্রবে শরীর পবিত্র এবং মনের সাত্ত্বিক বৃত্তি নিচয় বিকশিত হইয়া উঠে। ঐ জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, "সংসর্গজা দোষাগুণাঃ ভবন্তি।"

যে সকল ব্যক্তি জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির কামনা করে, তাহারা সজ্জনের সহবাস ও সর্ব্বদা সৎ চিন্তার অনুশীলন করিবে। সৎ চিন্তার অর্থ নিজের, অপরের বা সমাজের মঙ্গল চিন্তা। তাহারা কোন অবস্থায়ই কাহার কোনরূপ অনিষ্টের চিন্তা মনে স্থান দিবে না। যদি কখনও অজ্ঞাত-সারে মনে কোন কুভাবের উদয় হয়, তবে তাহা উপলব্ধি করা মাত্র দৃঢ়ভাবে উহার বিপরীত চিন্তা করিবে। যাহাদের মন স্বভাবতঃ দুর্ব্বল তাহারা "আত্ম সম্মোহনের" * (self-hypnosis) সাহায্যে উহা দূর করিতে চেষ্টা পাইবে। ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল হইলেও উক্ত প্রণালীতেই উহাকে সবল

---

* মৎ প্রণীত "সম্মোহন বিদ্যার" ২৮শ পাঠ দ্রষ্টব্য।

করা যায়। মৎ প্রণীত "ইচ্ছাশক্তি" পুস্তকে ইচ্ছাশক্তি বর্দ্ধনের জন্য কতকগুলি সহজ অনুশীলন লিপিবদ্ধ হইয়াছে; শিক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে তাহাও পাঠ করিতে পারে। চিন্তা এবং কর্ম্মের দ্বারাই মানুষের জীবনের যাবতীয় বিষয়ের শুভাশুভ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সুতরাং সৎ চিন্তার অনুশীলন করিলে উহা হইতে কেবল সৎ কর্ম্মেরই উদ্ভব হয় এবং তাহাতে শরীর এবং মনের সর্ব্ব বিষয়েই উপকার হইয়া থাকে। কুচিন্তার ফলে যে কেবল চিন্তকের শরীর এবং মন ব্যাধিগ্রস্ত হয় তাহা নয়, উহা হইতে চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকেরও অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে। কুকর্ম্ম অপেক্ষাও কুচিন্তা অধিক অনিষ্টকর। কারণ কুকর্ম্মের ছাপ কেবল কর্ত্তার নিজের শরীর ও মনের উপর পড়ে, আর কুচিন্তার ছবি ভাব জগতে প্রতিফলিত হইয়া অপরাপর লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে সৎ চিন্তা উহার বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়া চিন্তকের নিজের ও অপরের উপকার করিয়া থাকে। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিরা কাহারও দ্বারা নিপীড়িত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তজ্জন্য তাহাকে শারীরিক দণ্ড দেন, কিন্তু কদাপি চিন্তা দ্বারা তাহার অনিষ্ট করেন না।

মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি হইতে তাহার মনের ভাব, ভাব হইতে চিন্তা ও চিন্তা হইতে তাহার জীবনের যাবতীয় কর্ম্মের উদ্ভব হইয়া থাকে; এবং এই সকল কর্ম্মের ফলেই সে বর্ত্তমান জীবনে বা পর জন্মে সুখ, দুঃখ ইত্যাদি ভোগ করে। এই কর্ম্ম-ফলই "অদৃষ্ট" বা "প্রাক্তন" বলিয়া অভিহিত। সে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে চিন্তা ও কর্ম্ম দ্বারা নিজের অদৃষ্ট গড়িয়া তোলে, এজন্য সে নিজেই নিজের বিধাতা। কর্ম্ম ভাল হইলে সে ভাগ্যবান, আর উহা মন্দ হইলে ভাগ্যহীন হয়। সে স্বীয় কুকর্ম্মের ফলেই দুঃখ-কষ্ট ভোগ

করে, কিন্তু দোষ দেয় ভগবানের। সৎকর্মের ফল যে ভাল ও অসৎ-কর্মের ফল মন্দ, তাহা সে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিলেও তাহার চৈতন্য হয় না ; এবং সে পুরুষকারের দ্বারা স্বীয় চিন্তা ও কর্মের উন্নতির জন্য যত্নবান হয় না। তাহার দুরদৃষ্টের জন্য সে কেবল বিধাতাকেই দায়ী করিয়া সংসার স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়।

# অষ্টম পাঠ

## চিন্তা-শক্তি বলে দূর চিকিৎসা

## ( Distant Healing by Thought-Power )

রোগী হইতে দূরে অবস্থান করিয়া, তাহাকে না দেখিয়া তাহার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে চিন্তা-শক্তি বলে চিকিৎসা করাকে ইংরাজীতে "ডিস্ট্যাণ্ট হিলিং" ( Distant Healing ) বা "এব্‌সেণ্ট্‌ ট্রিটমেণ্ট" ( Absent Treatment ) বলে। বাঙ্গলায় উহাকে "দূর চিকিৎসা" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই প্রণালীর চিকিৎসা দ্বারা বহু প্রকার রোগ আরোগ্য এবং নৈতিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে সংশোধন করিতে পারা যায়। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় বহু দূর চিকিৎসক ( Distant Healer ) আছেন; তাহারা এই প্রণালীতে বহু প্রকার রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম বিদ্যাবাদিগণের ( Theosophists ) মধ্যেও এক শ্রেণীর সভ্য আর্ত্তের সেবার্থ এই প্রণালীর চিকিৎসা করেন। ইহা নামে অভিনব বলিয়া বোধ হইলেও আমাদের দেশে নূতন নহে। কেবল আমাদের দেশ বলিয়া নয়, পৃথিবীর সকল দেশ, সকল সমাজেই, কোন না কোন আকারে ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে। যখন কোন পিতা, মাতা, স্ত্রী বা বন্ধু বিদেশস্থ পুত্র, কন্যা, স্বামী বা বন্ধুর পীড়ার সংবাদ পাইয়া কায়মনবাক্যে করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট তাহার আরোগ্য প্রার্থনা করেন তখনই তাহারা কার্য্যতঃ দূর চিকিৎসা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ যে সময় হইতে

মানব-সমাজে প্রার্থনার প্রথা আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতেই দূর চিকিৎসা-চলিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী জনসম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় প্রার্থনা দ্বারা দূর চিকিৎসা করিয়া থাকে।

এই চিকিৎসার বিশেষত্ব এই যে, ইহা দ্বারা মানসিক ও নৈতিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে তাহাদের অজ্ঞাতসারে, এমন কি তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চিকিৎসা করা যায়। শারীরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই আরোগ্য লাভের ইচ্ছা করে, কিন্তু মানসিক ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অধিকাংশ স্থলেই নিরাময় বা সংশোধিত হইতে চাহে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে সকল ব্যক্তি মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, উদ্ধত প্রকৃতি, কলহপ্রিয়, কুঅভ্যাস রত, শুচিবাই গ্রস্ত, অথবা যাহারা কোন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অর্দ্ধোন্মাদ হইয়াছে, কিংবা কোন কারণে কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোকের স্বার্থ সাধনের যন্ত্র রূপে পরিণত হইয়াছে ইত্যাদি—তাহাদের অনেকেই মনে করে, তাহাদের কোন রোগ নাই, তাহারা বেশ আছে। কিন্তু তাহাদের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-বন্ধুগণ তাহাদিগকে সুস্থ মনে করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। দুর্দ্দশাগ্রস্ত এই সকল ব্যক্তির সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এই চিকিৎসা দ্বারা তাহা-দিগকে আরোগ্য বা সংশোধন করা যায়। কোন রোগী আরোগ্য লাভের অভিলাষী হইলে, তাহার অভিপ্রায়ানুসারে যে কোন প্রকার একটি চিকিৎসা দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করার প্রয়াস পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু যে তাহা চাহে না, সেই স্থলে, তাহার অজ্ঞাতসারে চিকিৎসা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিলে, তাহার যে উপকার হয়, তাহা অন্য কোন প্রকারে সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

দূর চিকিৎসা দুই প্রকারে করা যাইতে পারে। প্রথম—সর্ব্বরোগহারী পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া, দ্বিতীয়—স্বীয় হৃদয়ে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ঐশী শক্তি উপলব্ধি করিয়া একাগ্র চিন্তার সাহায্যে। যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে পরম করুণাময় ভগবানের প্রতি দৃঢ় ভক্তিমান হইয়া, রোগ আরোগ্য সম্বন্ধে গভীর আকাঙ্ক্ষার সহিত বিনীত প্রার্থনা করিতে হইবে। তাহাকে ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, তাহার ঐকান্তিক প্রার্থনা সেই পরম দেবতার শ্রীপাদ পদ্মে পৌছিবে এবং তিনি তাহা পূর্ণ করিয়া মঙ্গলাশীর্ব্বাদ দান করিবেন, তাহাতেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবে। ইহা কেবল মুখে স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইবেনা, প্রাণে খুব স্থির বিশ্বাস থাকা চাই। বস্তুতঃ পরম মঙ্গলময় বিশ্ব-পিতার প্রতি চিকিৎসক যত বেশী ভক্তিমান হইয়া ঐকান্তিক মনে প্রার্থনা করিতে পারিবে, সে উহাতে তত অধিক সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং ইহাতে বিশ্বাস, ভক্তি ও একাগ্রতাপূর্ণ প্রার্থনাই মূল বিষয়। শেষোক্ত প্রকার চিকিৎসা করিতে শিক্ষার্থীকে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নিম্নোক্তরূপ চিন্তা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, যে, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের মূল কারণ ; যিনি সর্ব্বব্যাপীরূপে অনন্ত বিশ্বের অন্তর ও বাহিরে সর্ব্বদা বিরাজিত, নিখিল সৃষ্টির প্রতি অণু-পরমাণুতে যাঁহার অসীম শক্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান, আমি সেই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের অংশ সম্ভূত। আমি তাঁহার ঐশী শক্তি স্বীয় হৃদয়ে অনুভব করিয়া, উহার সাহায্যে অমুক ব্যক্তির রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ। পাঁচ হইতে দশ মিনিট কাল এই-রূপ চিন্তা করার পর, রোগের উপসর্গ গুলির নামোল্লেখ করিয়া বা না করিয়া, অমুক ব্যক্তির রোগ যন্ত্রণা দূরীভূত হউক,—সে স্থায়ীরূপে আরোগ্য

লাভ করুক—সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সবল হউক ইত্যাদি বিষয়ে খুব একাগ্রতার সহিত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবে। রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ২০ হইতে ৩০ মিনিট কাল তাহার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ চিন্তা প্রেরণ করিবে। বলা বাহুল্য যে, প্রথমোক্ত উপায়ে চিকিৎসা করিতেও এই সময় পর্যন্ত নিয়মিতরূপে প্রতিদিন প্রার্থনা করিতে হয়। দূর চিকিৎসা দিন অথবা রাত্রি যে কোন সময় করা যাইতে পারে; কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় গভীর রাত্রি। কারণ এই সময় রোগী সাধারণতঃ নিদ্রিত থাকে বলিয়া, তাহার মন চতুষ্পার্শ্বস্থ চিন্তা-তরঙ্গের প্রতি সংবেদনীয় থাকে এবং চিকিৎসকও গভীর রাত্রির নীরবতার মধ্যে দৃঢ়রূপে মনঃসংযোগ করার সুবিধা পায়। এজন্য ঐ চিন্তা-তরঙ্গগুলি রোগীর মস্তিষ্কে সহজে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আরোগ্য দান করে।

শিক্ষার্থী এই চিকিৎসা দ্বারা প্রথমে নিকটস্থ রোগীদিগকে তাহাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে চিকিৎসা করিবে। সে ইহা অভ্যাসের প্রারম্ভে কোন কঠিন রোগ চিকিৎসার প্রয়াস না পাইয়া সহজ রোগের চিকিৎসা করিবে এবং যখন দুই-চারিটি রোগী আরোগ্য করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন সে কঠিন রোগীদিগের উপর শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। সে প্রথম প্রথম দুই-চারজন রোগীর উপর চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলেও হতাশ হইবে না; কারণ উপযুক্ত অভ্যাস ব্যতীত এই মহীয়সী শক্তি লাভ করা যায়না। এজন্য তাহাকে হয়ত বহু বিফলতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তজ্জন্য তাহার যথেষ্ট আত্ম বিশ্বাস, স্থির সংকল্প, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক। ইহা তাহাকে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সিদ্ধি কেবল তাহারই করায়ত্ত যে সাধনায় বিমুখ নহে। যদি সে সাধনায়

পরাঙ্মুখ না হয়, তবে সিদ্ধি যতই দূরবর্ত্তী হউক, তাহাকে অবশ্য জয়মাল্য প্রদান করিবে।

এই শক্তি লাভ করার পর, শিক্ষার্থী যখন সুযোগ পাইবে, তখনই ইহা দ্বারা নানা প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতে যত্নবান থাকিবে। সে নিয়মিতরূপে এই কার্য্যে রত থাকিলে তাহার শক্তি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং তৎসঙ্গে তাহার ভগবানের প্রসাদ লাভ হইবে। অপরের মঙ্গলার্থ এই শক্তি প্রয়োগ করিয়া যদি সে কোন কোন ক্ষেত্রে অকৃতকার্য্যও হয়, তথাপি তাহার দুঃখ বা ক্ষোভের কোন কারণ নাই। কারণ সে উক্ত কার্য্যে বাহ্যতঃ অপারক হইলেও, অপরের হিতার্থে নিয়মিতরূপে যে কিছু কাল মঙ্গল চিন্তা প্রেরণ করিয়াছে, তাহার শুভফল সে একদিন অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। আধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলেন যে, অপরের মঙ্গলার্থ প্রেরিত একটি ক্ষুদ্রতম চিন্তার জন্যও চিন্তকের যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি কাহারও উপকারের জন্য দীর্ঘকাল মঙ্গল চিন্তা করিবেন, তাহার যে অশেষ পুণ্য লাভ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মানবের সেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম জগতে আর নাই। এই ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিলেই মনুষ্যের আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত হয় এবং সে পরম পিতার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান জীবনে ও মৃত্যুর পর সুখ এবং শান্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

সম্পূর্ণ